practice ministries™

Dads and Kids Together in God's Word.™

practiceministries.org

প্রাকটিস্ মিনিষ্ট্রীজ্ এর বাইবেল পাঠ্যক্রম

দশ আজ্ঞা (প্রথম খণ্ড)

এবং

বাইবেল থেকে উত্তরগুলি অনুসন্ধান করা

সূচিপত্রঃ-

প্রথম খন্ড-বাইবেল অধ্যয়নের সারমর্ম
অনুশীলন সিদ্ধান্ত দান করেঃ কিভাবে সহজ উপায়ে বাইবেল অধ্যয়ন করা যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড-বাইবেলের অধ্যয়নসমূহ

তৃতীয় খণ্ড-বাইবেল থেকে উত্তরগুলি অনুসন্ধান করা।

প্রাকটিস মিনিষ্ট্রীজ্ বাইবেল স্টাডি কারিকুলম্ এণ্ড এক্সপ্লোরিং দ্য বাইবেল (সি)১৯৯৭,২০০২ বাই

প্রাকটিস মিনিষ্ট্রীজ্

নিউ ইন্টারন্যাশনাল ভার্সন এর পবিত্র বাইবেল থেকে সাক্ষ্যাংসগুলি নেওয়া হয়েছে। কপি রাইট ১৯৭৮,১৯৮৪ বাই ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল সোসাইটি। উজস বাই পারমিশন অফ জন্দারভান পাবলিশিং হাউস, অল রাইট রিসারভ।

প্রাকটিস মিনিষ্ট্রীজ্

৮৪০৯ পিকউয়িক এল এন স্যুট ১৮৩ দালাস টেক্সাস ৭৫২২৫

ই মেল এড্রেসঃ প্রাকটিস মিনিষ্ট্রীজ্@জিমেল০কম

অয়েব সাইট এড্রেসঃ ডব্লীউ ডব্লীউ ডব্লীউ ডট প্রাকটিস মিনিষ্ট্রীজ্ ডট ওআরজি

দশটি আজ্ঞা (প্রথম খণ্ড)

বাইবেল অধ্যয়ণের সারমর্ম

দশ আজ্ঞা (প্রথম খণ্ড)

প্রথম পাঠ্যক্রম> ***আমরা ঈশ্বরে নির্ভরশীল***

প্রথম তিনটি পাঠ্যক্রম যা সন্তানদের বুঝতে সাহায্য করবে যে, ঈশ্বর কেন মোশিকে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন ও সেই দশ আজ্ঞাগুলি কি।আজকে বাইবেলের কাহিনী আলোকপাত করে যে,আব্রাহামের থেকে মহাজাতি উৎপন্ন করবার জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

'বাইবেল অনুসন্ধান'-বুঝতে সাহায্য করে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে অনন্ত জীবন।

দ্বিতীয় পাঠ্যক্রম> ***মোশি ও আশ্চর্য্য কার্য সকল***

দ্বিতীয় ভাগে তিনটি পাঠ্যক্রম সন্তানদের বুঝতে সাহায্য করে, ঈশ্বর কেন মোশিকে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন ও তাহা কি।বাইবেলের এই গল্পটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে,ঈশ্বর মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলীয়দের বের করে আনবার জন্য মোশিকে আহ্বান করেন।

'বাইবেল অনুসন্ধান'-বুঝতে সাহায্য করে যে,বিশ্বাস কি ও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাতে আস্থা রাখলে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে অনন্ত জীবন লাভ করা যায়।

তৃতীয় পাঠ্যক্রম> ***মহা যাত্রা***

তৃতীয়ভাগে তিনটি পাঠক্রমে সন্তানদের বুঝতে সাহায্য করে,ঈশ্বর কেন মোশিকে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন ও সেই আজ্ঞাগুলি কি কি।বাইবেলের এই গল্পটি বিশেষ করে আলোকপাত করে,ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে মুক্ত করবার জন্য মোশির নেতৃত্বদান ও দশ আজ্ঞা গ্রহণ সম্বন্ধে।

'বাইবেল অনুসন্ধান'-আমাদের ঈশ্বরকে ও অপরকে ভালবাসবার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

চতুর্থ পাঠ্যক্রম> ***প্রার্থনা করা অথবা প্রার্থনা না করা***

প্রথম আজ্ঞা বলে "আমাকে ছাড়া তোমরা আর কোনও দেবতাকে উপাসনা করবে না"(যাত্রাপুস্তক 20:3)।বাইবেলের গল্প দানিয়েল ও সিংহের খাদ,এই গল্পে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা সম্বন্ধে গুরুত্ব দেখানো হয়েছে।

'বাইবেল অনুসন্ধান'- আমাদের উৎসাহিত করে বাধ্য হয়ে চলবার জন্য।

পঞ্চম পাঠ্যক্রম> ***মাতা ও পিতাকে সন্মান কর***

পঞ্চম আজ্ঞায় বলা হয়েছে,"তোমার পিতা ও মাতাকে সন্মান করবে"....(যাত্রাপুস্তক ২০:১২)।আজকের বাইবেলের গল্প হল,একজন পুত্র যিনি পিতাকে সন্মাণিত করেছেন: যীশু গেৎশীমানী বাগানে।আজকের পাঠক্রম শিক্ষাদান করে যেন শিশুরা তাদের পিতামাতাকে সন্মান করে,কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বাবারও দায়িত্ব রয়েছে যেন তিনি সন্তানদের ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেন।

'বাইবেল অনুসন্ধান' শিশুদের বাবাওমায়ের প্রতি সন্মান ও আজ্ঞাকারী হতে সাহায্য করে।

ষষ্ঠ পাঠ্যক্রম> ***একজন উত্তম প্রতিবেশী***

তৃতীয় আজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরের নাম অনর্থক ব্যবহার করবে না'(যাত্রা পুস্তক ২০:৭)।আজকের বাইবেলের শিক্ষা উত্তম শমরীয়ের গল্প থেকে, আমাদের শিক্ষাদান করে ঈশ্বরের জন্য যেন আমরা দূত হিসাবে কাজ করতে পারি।

'বাইবেলের অনুসন্ধান'- শিশুদের দয়ালু হতে উৎসাহ দান করে।

সপ্তম পাঠ্যক্রম> ***বিশ্রাম*** (প্রথম খণ্ড)

চতুর্থ আজ্ঞাই বলা হয়েছে, " বিশ্রাম দিনটিকে পবিত্র বলে মান্য করবে"(যাত্রাপুস্তক ২০:২৮)। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার নির্দেশ স্বরূপে, ইস্রায়েলীয়দের আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, যেন তারা কাজ ও বিশ্রাম দিন সম্বন্ধে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে। আমাদের কাজ ও বিশ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাকে প্রকাশ করতে পারি।

আজকের বাইবেল আধ্যায়ন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের কাজ কর্মের প্রতি কি রকম মনোভাব হওয়া দরকার।

" বাইবেল অনুসন্ধান"-কাজ কর্মের প্রতি কি রকম মনোভাব হওয়া দরকার সম্বন্ধে শিশুদের উৎসাহিত করে।

অষ্টম পাঠ্যক্রম> ***বিশ্রাম*** (দ্বিতীয় খণ্ড)

চতুর্থ আজ্ঞাই বলা হয়েছে, "বিশ্রাম বারকে পবিত্র বলে মান্য করবে"(যাত্রাপুস্তক ২০:৮)।ইশ্বরের প্রতি তাদের ভালবাসার চিহ্নস্বরুপে,ইস্রায়েলীয়দের আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল যেন তারা কাজও বিশ্রামদিন মান্য করে।কাজকর্ম ও বিশ্রামের মধ্যে দিয়ে ইশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসাকে প্রকাশ করতে পারি। আজকের অধ্যায়ন বিশ্রাম বা আরামের বিষয়ে আলোকপাত করে।

“বাইবেল অনুসন্ধান”-বিশ্রাম দিন পালন করবার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করে।

নবম পাঠ্যক্রম> ***অধিক, অধিক, অধিক***

দশম আজ্ঞায় বলা হয়েছে, “তুমি তোমার প্রতিবেশীর দ্রব্যে লোভ করো না” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৭)। প্রথম খণ্ডের ধারাবাহিকভাবে তিনটি পাঠে আমরা লোভ সম্বন্ধে জানতে পারব। আমরা আলোচনা করব,কিভাবে আমাদের সম্পত্তির প্রতি সঠিক মনোভাব রাখবো।

“বাইবেল অনুসন্ধান”-দান দেবার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করে।

দশম পাঠ্যক্রম> ***প্রথমে খোঁজ করো***

দশম আজ্ঞায় বলা হয়েছে, “তুমি তোমার প্রতিবেশীর দ্রব্যে লোভ কর না” (যাত্রা পুস্তক ২০:১৭)দ্বিতীয় খণ্ডের ধারাবাহিক তিনটি পাঠে আমরা লোভ(মন্দ ইচ্ছা) সম্বন্ধে জানতে পারব। এখানে আমরা আলোচনা করব বিষয় আশয়ের প্রতি কিভাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা সীমিত রাখব।

“বাইবেল অনুসন্ধান”- শিশুদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিক্ষা দান করে।

একাদশ পাঠ্যক্রম> ***ঘাস সর্বদা সবুজতর***

দশম আজ্ঞায় বলা হয়েছে, “তুমি তোমার প্রতিবেশীর দ্রব্যে লোভ কর না” (যাত্রা পুস্তক ২০:১৭)। তৃতীয় খণ্ডের ধারাবাহিক তিনটি পাঠে আমরা লোভ সম্বন্ধে জানতে পারি। এখানে আমরা আলোচনা করব, আমাদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে।

“ বাইবেল অনুসন্ধান”- ঈশ্বরের বহুবিধ আশীর্বাদের জন্য আমাদের তাঁকে ধন্যবাদ দিতে উৎসাহিত করে।

দ্বাদশ পাঠ্যক্রম> ***সাবধানতার সঙ্গে যত্ন নেওয়া***

অষ্টম আদেশে বলা হয়েছে, “তুমি চুরি কোরো না”(যাত্রাপুস্তক ২০:১৫)। তিন প্রকারে মানুষ চুরি করতে পারে- অপরের কাছ থেকে, ইশ্বরের কাছ থেকে,এবং নিজের কাছ থেকে। আজকে প্রথম খণ্ডের চারটে পাঠে আমরা আলোচনা করবো, “ইশ্বর কেন আমাদের অপরের সম্পত্তিকে সম্মান করবার জন্য বলেছেন”।

‘বাইবেল অনুসন্ধান’- অপরের সম্পত্তি ও সময়কে দায়িত্বশীল হয়ে সন্মান দেবার জন্য আমাদের উৎসাহিত করে।

ত্রয়োদশ পাঠ্যক্রম> বাহবা

অষ্টম আজ্ঞায় বলা হয়েছে, “তুমি চুরি কর না” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৫)। তিন প্রকারে মানুষ চুরি করতে পারে- অপরের কাছ থেকে, ঈশ্বরের কাছ থেকে, এবং নিজের কাছ থেকে। আজকে দ্বিতীয় পর্যায়ে চারটি পাঠে আমরা আলোচনা করবো, ঈশ্বর যা আমাদের দিয়েছেন সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে।

‘বাইবেল অনুসন্ধান’-দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য আমাদের উৎসাহিত করে।

চতুর্দশ পাঠ্যক্রম> তোমার ঈশ্বর প্রভুকে স্মরণ করবে

অষ্টম আজ্ঞায় বলা হয়েছে, “তুমি চুরি কোর না” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৫)। অপরের থেকে, ঈশ্বরের থেকে ও নিজের থেকে- এই তিন ভাবে মানুষ চুরি করতে পারে। আজকে তৃতীয় পর্যায়ের চারটি

পাঠে আমরা আলোচনা করব- যা ইশ্বরের প্রাপ্য সেই সন্মান ও মহিমা তাঁকে কিভাবে দেওয়া যায়।

‘বাইবেল অনুসন্ধান’- আমাদের উৎসাহিত করে ঈশ্বরের প্রতি সর্বদা অনুগত্য স্বীকার করতে, কারণ আমাদের মধ্যে যে দক্ষতা আছে তা ইশ্বরেরই দান।

পঞ্চদশ পাঠ্যক্রম> নেওয়ার থেকে দেওয়াতে বেশী আশীর্বাদ আছে

অষ্টম আজ্ঞায় বলা হয়েছে, “তুমি চুরি কর না” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৫)। অপরের কাছ থেকে, ইশ্বরের কাছ থেকে ও নিজের কাছ থেকে- এই তিনভাবে মানুষ চুরি করতে পারে। আজ চতুর্থ পর্যায়ের চারটি পাঠে আমরা আলোচনা করব- আমাদের সময়, দক্ষতা ও টাকা পয়সা দান করা সম্বন্ধে।

‘বাইবেল অনুসন্ধান’- শিশুদের / আমাদের উৎসাহিত করে , আমাদের সময়, তালন্ত ও টাকা-পয়সা হৃষ্টচিত্তে দান করবার বিষয়ে।

ষষ্ঠদশ পাঠ্যক্রম> আমার ঈশ্বর তোমার দেবদেবী অপেক্ষা মহান

প্রথম আজ্ঞায় বলা হয়েছে, “আমা ভিন্ন আর অন্য কোন দেবতার উপাসনা করবে না” (যাত্রাপুস্তক ২০ :৩)। ইস্রায়েলীয় লোকেরা অন্য দেবতার উপাসনা করতে শুরু করেছিল।তখন ভাববাদী এলিয় এসে তাদের বললেন, “ তোমরা কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে থাকবে? সদাপ্রভু যদি ঈশ্বর হন, তবে তাঁর অনুগামী হও” (১ রাজাবলি ১৮:২১)। এলিয় তখন ইস্রায়েলীয়দের প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য করালেন

যে, ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ঈশ্বর। আজকে আমরা আলোচনা করব যে, কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করা।

‘বাইবেল অনুসন্ধান’- আমাদের উৎসাহিত করে ঈশ্বরকে সকলের উপরে প্রাধান্য দিতে এবং তাঁর আজ্ঞাকে স্মরণ করতে।

সপ্তদশ পাঠ্যক্রম> মূর্তির অক্ষমতা

“... কিন্তু আমি ও আমার পরিজন আমরা সদাপ্রভুর সেবা করব” (যিহোশুয় ২৪:১৫)। যিহোশুয় লোকদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন তারা, তাদের ঈশ্বরকে ভুলে না যায়,যিনি মিশরের দাসত্ব বন্ধন থেকে তাদের মুক্ত করেছিলেন। আর যে দেশে তারা বসবাস করতে শুরু করেছিল তাদের ও প্রতিবেশী দেশগুলির দেব-দেবীর সেবা না করে। আজকের পাঠে আমরা দেখব দ্বিতীয় আজ্ঞাঃ- “ তুমি নিজ নিমিত্ত খোদিত প্রতিমা নির্মাণ কর না” (যাত্রাপুস্তক ২০:৪) এবং কেন সৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করা প্রয়োজন।

‘বাইবেল অনুসন্ধান’-শিশুদের একমাত্র ঈশ্বরের উপরই আস্থা/ভরসা রাখতে উৎসাহিত করে।

অষ্টদশ পাঠ্যক্রম> অগ্নি পরীক্ষার সময় শান্ত থাকা

দ্বিতীয় আজ্ঞায় লেখা আছে, “তুমি নিজ নিমিত্ত খোদিত প্রতিমা নির্মাণ কর না.....তুমি তাদের কাছে প্রণিপাত করবে না...” (যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৫)। আজকের পাঠে আমরা দেখব তিনজন যুবক সম্বন্ধে- শদ্রক, মৈশক, ও অবেদ-নগো, যারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও অন্য দেবতের সামনে নত হন নি বা উপাসনা করেন নি। আমরা আলোচনা করব, ঈশ্বরের অনুগত হওয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ।

‘বাইবেল অনুসন্ধান’-আমাদের উৎসাহিত করে কেবলমাত্র ইশ্বরেরই আরাধনা করবার জন্য।

উনবিংশ পাঠ্যক্রম> সোনার মত খাঁটি / উত্তম

পঞ্চম আজ্ঞায় বলা হয়েছে, “ তোমার পিতা-মাতাকে সমাদর করবে... (যাত্রাপুস্তক ২০:১২)। ঈশ্বরকে সমাদর/ সম্মান জ্ঞানের আরম্ভ। আজকের পাঠে আলোকপাত করে পিতা-মাতা ও সন্তানরা একসঙ্গে সময় অতিবাহিত করবার জন্য।

‘বাইবেল অনুসন্ধান’- আমাদের ঈশ্বরকে ও পিতা-মাতাকে সমাদর করতে উৎসাহিত করে।

বিংশ পাঠ্যক্রম> ঘরে ফিরতে আহ্বান (প্রথম ভাগ)

পঞ্চম আজ্ঞায় লেখা আছে, " তোমার পিতা-মাতাকে সমাদর করবে.....(যাত্রাপুস্তক ২০:১২)। আজকের পাঠে আমরা হারানো পুত্রের বিষয়ে দেখবো, যা আমাদের পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।

'বাইবেল অনুসন্ধান'- শিশুদের কর্তব্য পরায়ণ হতে উৎসাহিত করে।

২১তম পাঠ্যক্রম> ঘরে ফিরতে আহ্বান (দ্বিতীয় ভাগ)

পঞ্চম আজ্ঞায় লেখা আছে, " তোমার পিতা-মাতাকে সম্মান করবে.....(যাত্রাপুস্তক ২০:১২)। আজকের পাঠেও পুনরায় আমরা হারানো পুত্রের বিষয়ে দেখবো। আমরা দেখবো যে, পিতা তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি উদাহরন দিয়েছিলেন- যা তাকে শিক্ষা দেয় দায়িত্বশীল হতে।

'বাইবেল অনুসন্ধান'- আমাদের নিজ দায়িত্বে নির্ভরশীল ও কর্তব্যশীল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে।

২২তম পাঠ্যক্রম> লাঠি ও পাথর

ষষ্ঠ আজ্ঞায় বলা হয়েছে, " নর হত্যা কর না" (যাত্রাপুস্তক ২০:১৩)। আজকের পাঠে আমরা আলোচনা করবো, কিভাবে আমাদের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী কার্যে পরিচালিত করে এবং কিভাবে আমাদের কথাবার্তা অন্যকে দুঃখ দেয় অথবা উৎসাহিত করে।

'বাইবেল অনুসন্ধান'- আমাদের শিক্ষা দেয়, যেন আমরা সবসময়ই অন্যকে উৎসাহিত করি।

২৩ তম পাঠ্যক্রম> এটা উত্তম তোমার কাছে শোনা

ষষ্ঠ আজ্ঞায় বলা হয়েছে, "নর হত্যা কর না" (যাত্রাপুস্তক ২০:১৩)। আজকের পাঠে আমরা আলোচনা করবো, কিভাবে আমাদের কথাবার্তা, কাজকর্ম এবং প্রার্থনার দ্বারা মানুষকে উৎসাহিত করা যায়।

'বাইবেল অনুসন্ধান'- আমরা যেন অপরকে উৎসাহিত করি সেই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে।

২৪ তম পাঠ্যক্রম> নামের মধ্যে কি রয়েছে ?

তৃতীয় আজ্ঞায় বলা হয়েছে, " তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক নিও না" (যাত্রাপুস্তক ২০:৭)। আজকের পাঠের আলোচ্য বিষয় যীশু খ্রিষ্টই হল ঈশ্বরের সদৃশ রাজদূত।

'বাইবেল অনুসন্ধান'- আমাদের উৎসাহিত করে খ্রীষ্টের রাজদূত হতে।

২৫ তম পাঠ্যক্রম> সততাই মহৎ গুণ

নবম আজ্ঞায় লেখা আছে, " মিথ্যা কথা বোলো না" (যাত্রাপুস্তক ২০:১৬)। আজকের পাঠে আমরা আলোচনা করবো, ঈশ্বর কেন সততাকে ভালবাসেন এবং সত্যিই বা কেন সততা মহৎ গুণ।

'বাইবেল অনুসন্ধান'- আমাদের সততার সঙ্গে জীবন-যাপন করবার জন্য শিক্ষাদান করে।

২৬ তম পাঠ্যক্রম> সম্পূর্ণ শান্ত থাকার জন্য দশটি পদক্ষেপ

আজকে আমরা ১০ আজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করব এবং ঈশ্বর কেনই বা তা আমাদের দিয়েছিলেন।
'বাইবেল অনুসন্ধান'- আমাদের উৎসাহিত করে দশ আজ্ঞার উপরে ভিত্তি করে জীবন যাপন করতে।

বিশেষ ধন্যবাদের সম্বন্ধে শিক্ষা

" সদাপ্রভুর স্তব কর, তাঁর নামে ডাক, জাতিগনের মধ্যে তাঁর কার্য্য সকল জানাও। তাঁর উদ্দ্যেশে গান কর, তাঁর প্রশংসা কর। তাঁর সকল আশ্চর্য কাজের কথা ধ্যান করো" (গীত সংহিতা ১০৫:১-২)। আজকে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ পেয়েছি, সেই সকল গণনা করবো তারপরে আমরা দেওয়ার/দান মধ্যে দিয়ে কিছু করবো। 'বাইবেল অনুসন্ধান'- আমাদের নতুনভাবে দেবার জন্য/ দান করবার জন্য অনুপ্রাণীত করে।

বড়দিনের বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা

" আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম যীশু রাখবে" (লূক ১:৩১)।
আজকে আমরা বড়দিনের গল্প বলব কিন্তু একটু ভিন্নভাবে, এতদিন থেকে আমরা যা শুনে আসছি তার থেকে একটু আরম্ভ ও শেষটা ভিন্নরূপে।
' বাইবেল অনুসন্ধান'- আমাদের বড়দিনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সাহায্য করে।

ইস্টার উপলক্ষ্যে বিশেষ শিক্ষা

" কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করলেন যে, আপনার একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়" (যোহন ৩:১৬)। এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পায়- ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যীশুর ঘটনা বর্ণন- যে দিনে তাঁকে ধৃত হতে হয়েছিল এবং অবশেষে ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন যেন আমি ও আপনি পরিত্রাণ লাভ করি।
'বাইবেলের অনুসন্ধান'- যীশুর বলিদানের তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের বুঝতে সাহায্য করে।

প্রার্থনার বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা

" যদি আমার লোকেরা অসৎ পথ ও আচরণ ত্যাগ করে ব্যাকুল ও অনুতপ্ত হৃদয়ে আমায় ডাকে, তবে আমি অবশ্যই তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের পাপকে ক্ষমা করব এবং দেশটিকে সারিয়ে তুলব" (২ বংশাবলি ৭:১৪)। আজকে আমরা অধ্যয়নের পরিবর্তে কিছু কাজ করব। আমাদের পাঠের সময়টা আজকে প্রার্থনায় অতিবাহিত করব, আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের নিকট যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং ধরে রেখেছেন। সেই সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের জন্যও প্রার্থনা করব।
' বাইবেল অনুসন্ধান'- আমাদের দেশের মানুষের জন্য প্রার্থনা লিখতে আমাদের আমন্ত্রণ করে।

গল্পের সময়

“ শুধু একটি বিষয় জানি, আমি অন্ধ ছিলাম এখন দেখতে পাচ্ছি” (যোহন ৯:২৫)। “ আপনার নিজের গল্প বলা”- যীশু আপনার জীবনে কিভাবে এসেছেন, তা বলতে যদিও একটু অস্বাভাবিক লাগবে। হতে পারে আপনার ভুল হবে ভেবে ভয় করছে অথবা আপনি জানেন না কি বলবেন। কিন্তু সত্যি যদি যীশু খ্রীষ্ট আপনার জীবনে রয়েছে, তবে অবশ্যই আপনার গল্পও রয়েছে। আপনার গল্প বলা শিখতে গিয়ে কে জানে কার জীবনে যীশু খৃষ্টের সুসমাচার বহন করে নিয়ে আসবে।

‘ বাইবেলের অনুসন্ধান’- আপনার গল্পকে একত্রিত করবার জন্য এক বিশেষ ধারনা, পরামর্শ এবং রূপরেখা দান করবে।

অভ্যাস সিদ্ধতা দান করে

বিগত নয় বছর যাবৎ আমরা একশতের বেশী বাইবেল অধ্যায়নের পাঠ্যক্রম বের করতে সক্ষম হয়েছি। নীচে কিছু রূপরেখা সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া হল যা আপনার বাইবেল অধ্যায়নকে সহজ করে তুলবেঃ-

*আপনার বাইবেল অধ্যায়নে অংশগ্রহণ করবার জন্য যীশুকে আমন্ত্রণ জানান। যত জন উপস্থিত হয় তাদের মধ্যে কাজ করবার জন্য তাঁর শক্তি ও উপস্থিতিকে আহ্বান জানান।

*যদি আপনার বাইবেল অধ্যয়ন সকালে হয় তবে কিছু খাস্তা ও পানীয় নিয়ে বসুন। যদি এটা সন্ধ্যায় হয় তবে অধ্যায়ন আরম্ভ করবার পূর্বে বাচ্চাদের ও বয়স্কদের জন্য কিছু হাল্কা জলযোগের বন্দোবস্ত করুন। যথাসময়ে সুন্দরভাবে আরম্ভ করুন, কারও সংকোচ বোধও থাকতে পারে।

* আমরা লক্ষ্য করেছি, যখন আপনি বাচ্চাদের ও বড়দের নিয়ে একসঙ্গে বসেন তখন আপনার অধ্যয়নের কাজটি সুন্দরভাবে হয়।

*নিজেকে পরিচয় দিন এবং অপরকে পরিচয় দিতে সুযোগ দিন, বিশেষ করে যারা নতুন, একজন অপরকে জানে না ।

*বাইবেল অধ্যয়ন প্রার্থনার মাধ্যমে আরম্ভ করুন, কোন বাচ্চা বা অভিভাবককে প্রার্থনা করতে বলুন, কিন্তু জোরাজোরি করবেন না, হতে পারে এটা তাদের জন্য অস্বাভাবিক অথবা ভীতিজনক এমনকি অভিভাবকদের মধ্যেও। অবশ্য তাদেরকে অংশ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে বলবেন, শুরুর ও শেষের প্রার্থনার ভার যেকোনো অভিভাবক এবং তাদের সন্তানদের দিন যেন তারা সময় নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে।

*যখনি দলের মধ্যে একজন আর একজনকে জানতে বেশী ঘনিষ্ঠ হবে, তখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রার্থনার কাজটি চলতে থাকবে।, এটাই সহজ উপায় সন্তান ও অভিভাবকদের কার্যকারী করার জন্য।

*উক্ত দিনের শিক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

* প্রশ্ন ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করুন এবং অল্প সময়ের জন্য তা ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণ করবার জন্য অভিভাবককে উৎসাহিত করুন। সাধারণত আমরা দেখে থাকি অভিভাবকরা অংশ নিতে চান না, যেহেতু এটা বাচ্চাদের অধ্যায়ন, কিন্তু তাদের অংশগ্রহণ করাটাও গুরুত্বপূর্ণ।

*দলের(গ্রুপের) সুবিধা মতো আপনার পাঠ্যক্রম ধিরে ধিরে এগিয়ে নিয়ে যান। যদি আপনি পাঠ্যক্রম শেষ করতে নাও পারেন তবুও কোন আপত্তি নেই।

*আপনার পাঠদান তৎপরতার সঙ্গে যথা সময়ে শেষ করুন। কুড়ি মিনিটের অধ্যয়ন যথেষ্ট, আপনি বুঝতে পারবেন সময় যত কম করা যায় ততই ভাল।

*বাইবেলের অনুসন্ধান নামক প্রশ্ন পত্র নিয়ে প্রতি সপ্তাহে আলোচনা করবার জন্য অভিভাবক ও বাচ্চাদের উৎসাহিত করুন। তাদের পর্যাপ্ত সময় দিন যেন বাচ্চারা অধ্যয়ন করে উত্তর দিতে সক্ষম হয়।

*প্রতিদিনের অধ্যয়নের ও প্রতি সপ্তাহের পাঠদানের মধ্যে দিয়ে যেসব চরিত্র ও গুণগুলি ফুটে উঠেছে তা অভ্যাস করবার জন্য বাচ্চাদের উৎসাহিত করুন। তাদেরকে উৎসাহিত করুন যেন তারা পরের সপ্তাহে গ্রুপের মধ্যে আলোচনা করে এবং যে কোন পরিস্থিতিতে তাদের সামনে কোন সুযোগ আসলে যা তারা শিখেছে তা অভ্যাস করবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

* প্রতিটি পাঠ্যক্রম শেষ করার এখানে সুন্দর পদ্ধতি রয়েছেঃ প্রতিটি অভিভাবককে বলুন তার সন্তানের সঙ্গে একত্রিত হতে (বা কোন ছেলে বা মেয়েকে সে নিয়ে আসুক না কেন যার অভিভাবক সেখানে উপস্থিত নন) এবং তাদের একজন অপরজনের জন্য প্রার্থনা করতে বলুন। আমরা দেখতে পেয়েছি,এভাবেই বাচ্চারা ও অভিভাবকরা প্রার্থনা করতে শেখে একে অন্যের জন্য। আপনি তাদেরকে পরামর্শ দিতে পারেন সেই দিনের জন্য তারা কি নিয়ে প্রার্থনা করবে একে অন্যের জন্য।

উপরের দেওয়া পরামর্শগুলি প্রথমে কিছু সময় চেষ্টা করে দেখুন, তারপর আপনি যদি মনে করেন তবে আপনার গ্রুপের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন আনতে পারবেন।

বাইবেল অধ্যয়নের নমুনাঃ-

সকাল ৭:১০-৭:২০- জলযোগের সহভাগীতা।

সকাল ৭:২০-৭:৪০- বাইবেল অধ্যয়ন শিক্ষা

সকাল ৭:৪০-৭:৫০- বাইবেলের অনুসন্ধান পুনরাবৃতি

সকাল ৭:৫০-৭:৫৫- অভিভাবক ও বাচ্চাদের মধ্যে প্রার্থনা

সকাল ৭:৫৫- বাকি সময় – যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার অনুশীলন করা।

বাইবেলের শিক্ষা

দশ আজ্ঞা (প্রথম ভাগ)

	পাঠ্যক্রম	শাস্ত্রাংস	পাতা
১	আমরা ইশ্বরে নির্ভর করি	আদিপুস্তক ১২:১-২	১১
২	মোশি ও আশ্চর্য্য কার্যসমূহ	যাত্রাপুস্তক ৩:১৫	১৩
৩	মহা যাত্রা	মথি ২২:৩৭-৩৯	১৫
৪	প্রার্থনা করা অথবা না করা	দানিয়েল ৬:১০	১৭
৫	গেৎশিমানী উদ্দ্যানে যীশু	লুক ২২:৪২	২০
৬	একজন উত্তম প্রতিবেশী	লুক ১০:২৭ খ	২২
৭	বিশ্রাম (প্রথম ভাগ)	আদিপুস্তক ১:৩১-২:৩	২৪
৮	বিশ্রাম (দ্বিতীয় ভাগ)	দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১২	২৬
৯	অধিক, অধিক, অধিক	মথি ৬:২০	২৯
১০	প্রথমে অন্বেষণ(খোঁজ) কর	মথি ৬:৩৩	৩১
১১	তৃণ।ঘাস সর্বদা সবুজ	ফিলিপীয় ৪:১১	৩৪
১২	সাবধানতার সঙ্গে যত্ন নেওয়া	রোমীয় ১৩:৮-১০	৩৭
১৩	বাহবা	মথি ২৫:১৪-৩০	৩৯
১৪	তোমার সদাপ্রভু , ঈশ্বরকে স্মরণ করবে	দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১৭-১৮	৪২
১৫	দান করা ধন্য হইবার বিষয়	মার্ক ১২:৪১-৪৪	৪৫
১৬	আমার ঈশ্বর তোমার দেবতা অপেক্ষা মহান	১রাজাবলি ১৮:২১	৪৮
১৭	মূর্তির অক্ষমতা	যিহোশূয় ২৪:১৪-১৫	৫১
১৮	অগ্নি পরীক্ষার সময় শান্ত থাকা	দানিয়েল ৩:১৭-১৮	৫৪

১৯	সোনার মত উত্তম	হিতোপদেশ ৩:১৩-১৫	৫৭
২০	ঘরে ফেরার আহ্বান (প্রথম ভাগ)	লূক ১৫:১১-৩১	৬০
২১	ঘরে ফেরার আহ্বান (দ্বিতীয় ভাগ)	১ করিন্থীয় ১৩:৪-৭	৬৩
২২	লাঠি ও পাথর	ইফিষীয় ৪:২৯	৬৬
২৩	ইহা উত্তম তোমার কাছে শোনা	ইফিষীয় ৪:২৯	৬৮
২৪	নামের মধ্যে কি রয়েছে	২ করিন্থীয় ৫:২০	৭১
২৫	সততাই মহৎ গুন	রোমীয় ১৩:১০	৭৩
২৬	সম্পূর্ণ শান্ত থাকার দশটি পদক্ষেপ	যোহন ১৩:১৩-১৫	৭৬
২৭	ধন্যবাদের দান	গীতসংহিতা ১০৫:১-২	৭৮
২৮	বড়দিন	লূক ১:৩১	৮০
২৯	ইষ্টের	যোহন ৩:১৬	৮৪
৩০	প্রার্থনা	২ বংশাবলী ৭:১৪	৮৮
৩১	গল্পের সময়	যোহন ৯:২৫	৯১
	বাইবেল অনুসন্ধান		
	বাইবেল অনুসন্ধানের উত্তর		৯৭

পাঠ্যক্রম> ১ আমরা ঈশ্বরে নির্ভর করি

আজকের শাস্ত্রাংশ- " তুমি নিজের দেশ, নিজের জাতি কুটুম্ব এবং পিতার পরিবার ত্যাগ করে, আমি যে দেশের পথ দেখাব সেই দেশে চল" (আদিপুস্তক ১২:১-২)।

চরিত্রগত গুণ – নির্ভর করা

প্রস্তুত করার জন্য প্রশ্ন- ধরুন , একদিন রাত্রিকালীন আহার গ্রহন করবার সময় আপনি খাবার টেবিলে এই খবর পেলেন যে, " আমরা আমাদের ঘর এবং প্রতিবেশীদের ছেড়ে অন্য একটি রাজ্যে চলে যাচ্ছি"। আপনি কি কখন এর আগে স্থানান্তরিত হয়েছেন? আপনি জায়গা বদলি সম্বন্ধে কি অনুভব করেন? আপনার স্থান পরিবর্তিত হলে কি অনুভব করবেন?

লেওরা ইঙ্গেলস্ উইলডার(Laura Ingalls Wilder) উইস্কন্সিন (Wisconsin) নামক স্থানে ১৮৬৭ সালে জন্মগ্রহন করেন। ১৮৬৮ সালে তার বাবা-মা, শিশু লেওরা ও তার বোন মেরীকে নিয়ে বিগউডস্ থেকে মিসউরীতে(Missouri)আসেন।

কিন্তু পরিবারটি মিসউরীতে বেশী দিন থাকতে পারলেন না। পরবর্তীতে তার বাবা (পা) তাদের প্রেরীসের ক্যানসাস্ শহরে নিয়ে আসলেন। ১৮৭০ সালের ঘটনায় ইঙ্গলস্ পরিবার বাধ্য হয়েছিল সেই স্থান ছাড়তে। তাদের তৃতীয় কন্যার জন্মের পরেই ঘটনাটি হয়েছিল এবং পা তার পরিবারকে নিয়ে পুনরায় বিগউডসের পুরাতন ঘরে ফিরে এলেন। ১৮৮৪ সালে ইঙ্গেলস্ কর্মক্ষেত্রে মীনেসোটার পশ্চিম দিকে ওয়ালনাট গ্রোভ নামক স্থানে একটি ছোট্ট কৃষি খামারে যাত্রা করেছিলেন। পরিবার একটি গাছের গুঁড়ি খুদে তৈরি করা নৌকায় ক্ষুদ্র জলাশয়ের ধারে বসবাস করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পা কাঠ কেটে তৈরী ঘর না বানালেন। ১৮৭৫ সালের নভেম্বর মাসে ইঙ্গেলসের পরিবারে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহন করেন। তার নাম রাখা হয়েছিল চার্লস ফেডেরিক। পরের গ্রীষ্মকালে সপরিবারে তাদের শস্য খামারের জন্য মিনেসোটার পূর্ব দিকে যাত্রা করল,যখন তারা সেখানে ছিল তখন শিশু ফেড্রী অসুস্থ হয়ে মারা যায় আগস্ত মাসের ১৮৭৬ সালে। পুত্রের বিয়োগে পরিবার দুঃখিত হয়ে ফিরে আসে লোয়ার, বুরওয়াকে তারপর ১৮৭৭ সালে ওয়ালনাট গ্রোভে ফিরে আসেন এবং অবশেষে ১৮৭৯ সালে দক্ষিণ ডাকোটা তে ফিরে আসেন।

এই অভিজ্ঞতার জন্য বিশেষত যারা মিনেসোটার বিগ্ উডসে থাকত তারা লাউরাকে " Little House On The Prarie" নামক পুস্তকটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

যদিও এইভাবে ভ্রাম্যমাণ হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল ইঙ্গেলসের তবুও তারা জানত কোথায় যাচ্ছে। আজকে বাইবেলের গল্প একজন আব্রাহাম নামক লোককে নিয়ে, তিনি জানতেন না কোথায় যাচ্ছেন,

তার কোন ধারণা ছিল না জীবনে কি অপেক্ষা করছে, কিন্তু ঈশ্বর করেছিলেন।

ঈশ্বরে আমরা নির্ভরশীল

.....

(শাস্ত্রাংশঃ- প্রেরিত ৭:২-১৬)

হাজার হাজার বছর পুর্বে, একটি দেশে বর্তমানে যাকে ইরান ও ইরাক নামে জানা যায়, ঈশ্বর আব্রাহাম নামক একজন লোকের কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, " তুমি তোমার দেশ,জাতি কুটুম্ব ও পিতার বাড়ি ত্যাগ করে, আমি যে দেশ তোমাকে দেখায় সেই দেশে চল। আমি তোমার থেকে এক মহাজাতি উৎপন্ন করব"। সেইদিন ঈশ্বর আব্রাহামকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর বলেছিলেন, তিনি তাঁর বংশ পরম্পরায় ঈশ্বর হবেন এবং তারা ঈশ্বরের প্রজা হবেন।

প্রশ্নঃ- আপনি জানেন কি কেন ঈশ্বর আব্রাহামকে সন্তান ও মহাজাতি উৎপন্ন করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যা খুবই আশ্চর্য্যজনক? (যদিও আব্রাহামের ৯৯ বছর হয়েছিল, তবুও ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁর সন্তান বহুবংশ হবে বলে)।

বাইবেলে উল্লেখ আছে, "যখন আব্রাহামের ৯৯ বছর বয়স সদাপ্রভু তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, ' আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি আমার সামনে গমনাগমন করে সিদ্ধ হও। আমি তোমার সঙ্গে আমার নিয়ম স্থির করব, ও তোমার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করব" (আদিপুস্তক ১৭:১-২)।

সুতরাং, ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হয়ে আব্রাহাম ও তাঁর পরিবার ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন এবং অনেক বছর পরে তিনি ইসহাকের পিতা হন, ইসহাক যাকোবের পিতা, এবং যাকোব(যার নাম পরবর্তীতে ইস্রায়েল রাখা হয়েছিল) ১২ টি পুত্রের পিতা হন(একটি কন্যা যার নাম দীনা)। যাকোবের একটি পুত্রের নাম ছিল যোষেফ। কিন্তু তার ভাইয়েরা হিংসা করে একদিন তাকে মিশর দেশে দাসরূপে বিক্রি করে দিলেন।কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল, যার জন্য মিশরের রাজা ফরৌণের দৃষ্টিতে প্রীতির পাত্র হয়েছিলেন। যার ফলে ফরৌণ সমগ্র মিশর দেশের শাসনকর্তা হিসাবে যোষেফকে নিযুক্ত করেন।

তারপর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল সমস্ত মিশর দেশে ও যাকোব এবং তার সন্তানরা যেখানে বসবাস করছিলেন সেখানে খাদ্যাভাব ঘটল, কিন্তু ঈশ্বর যোষেফকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়ে দুর্ভিক্ষের কথা পূর্বের থেকেই সতর্ক করে দেন, যার ফলস্বরুপ, যোষেফ বুদ্ধিমান হওয়াতে অধিক পরিমাণে খাদ্য সঞ্চয় করে রাখেন যেন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন।

যখন যাকোব শুনতে পেলেন মিশর দেশে খাদ্য রয়েছে, তখন তিনি তার সন্তানদের প্রথমবারের জন্য খাদ্য ক্রয় করতে পাঠালেন যেন তারা রুটি বানাতে পারেন। যোষেফের ভায়েরা তাকে চিনতে পারে নি কিন্তু যোষেফ জানতেন তারা কারা। তাদের দ্বিতীয় যাত্রায় যোষেফ তার ভাইদের সমস্ত কথা খুলে বলেন ও নিজেকে পরিচয় দেন এবং ফরৌণকে তার পরিবারের সমস্ত কথা খুলে বলেন। এরপর যোষেফ, ইস্রায়েল ও তার সন্তানদের এবং তার সমস্ত পরিবার সর্বমোট ৭৫ জনকে মিশর দেশে নিয়ে আসলেন। সময় খুব কাছে এগিয়ে আসছিল প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য যা ঈশ্বর আব্রাহামকে দিয়েছিলেন।

আব্রাহামের গল্প থেকে শিক্ষা পায়- ঈশ্বরে ভরসা রাখতে এবং তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেন তা সফলও করেন।

প্রশ্নঃ- আব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বর কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

বাইবেলে উল্লেখ আছে ..... " পরে তিনি(ঈশ্বর) তাকে(আব্রাহামকে) বাইরে এনে বললেন, 'তুমি আকাশে তাকিয়ে যদি তারা গণনা করতে পার,তবে গণনা করে বল'। তিনি তাঁকে আরও বললেন, এইরুপে তোমার বংশ হবে" (আদিপুস্তক ১৫:৫)।

প্রশ্নঃ-ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা গ্রহন করবার জন্য আব্রামকে কি করতে হয়েছিল?

আব্রামকে ভরসা বা বিশ্বাস রাখতে হয়েছিল ঈশ্বর যা বলেছেন তার উপরে।

বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে, "আব্রাম সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করলেন.....(আদিপুস্তক ১৫:১৬)। ঈশ্বর, আব্রাহামকে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার পরিপূর্ণতা দেখবার জন্য, তিনি ঈশ্বরের উপর যথেষ্ট পরিমাণে ভরসা করেছিলেন।

যেমন করে ঈশ্বর, আব্রাহামকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং আব্রাহাম প্রতিজ্ঞার উপর ভরসা করেছিলেন, তেমনভাবে আপনিও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপরে ভরসা করতে পারেন।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কি প্রতিজ্ঞা করেছেন?

বাইবেল বলে, " কারণ তুমি যদি যীশুকে মুখে প্রভু বলে স্বীকার করো, এবং হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃতগণের মধ্যে থেকে তুলেছেন, তবে তুমি পরিত্রান পাবে" (রোমীয় ১০:৯)।

ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, যদি তুমি যীশুকে প্রভু বলে হৃদয়ে বিশ্বাস কর, যে তিনিই ঈশ্বরের পুত্র এবং বিশ্বাস কর তিনি মরেছেন ও পুনরুত্থিতও হয়েছেন, তবে তিনি তোমার সমস্ত পাপ,খারাপ চিন্তা ও ভাবনা অতীতের এবং বর্তমানের ক্ষমা করবেন এবং তুমি তাঁর সঙ্গে চিরকাল ধরে স্বর্গে বসবাস করবে।

আমাদের পরবর্তী পাঠ্যক্রম মোশির আহ্বান ও আশ্চর্য্য কাজ, ইহা ইস্রায়েলীয়দের জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার ধারাবাহিক গল্প।

.....

পাঠ্যক্রম> ২ মোশি ও আশ্চর্য্য কার্য

পুনরাবৃত্তিঃ- বিগত সপ্তাহের ঘরের কাজ প্রশ্ন ও মুখস্ত পদ

আজকের শাস্ত্রাংশঃ- "আমি আব্রাহামের ইশ্বর,ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর। আমার এই নাম অনন্তকাল স্থায়ী, যে নামের জন্য আমি পুরুষে পুরুষে স্মরনীয়" (যাত্রাপুস্তক ৩:১৫)।

চরিত্রগত গুনঃ- বিশ্বাস

প্রস্তুত করার জন্য প্রশ্নঃ- আপনাকে কি কখনও বড় ধরনের কিছু করতে বলা হয়েছে- যা প্রকৃতই বড়? আপনি কি অনুভব করেন, যখন আপনি প্রথমবারের জন্য করবার চিন্তা করেন?

আজকে একজন মানুষের গল্প বলব যার নাম,ব্রুশ উইল্ কিনশন্।একদিন তিনি কিছু কলেজের ছাত্রকে বাইরে গিয়ে কিছু বড় করবার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন- প্রকৃতই বড় সেই অর্থে যে, লোকদের যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলা।

এক সপ্তাহ পরে ব্রুশ একটি চিঠি পেলেন দুইজন ছাত্রের কাছ থেকে, যাদের তিনি এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। এই দুইজন ছাত্র প্রার্থনা করেছিলেন যে- তারা যেন যীশুর কথা ক্যালিফোর্নিয়ার রাজ্যপালের কাছে বলতে সুযোগ পান, এবং তারা তৎক্ষণাৎ করবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যে সপ্তাহে উইল্ কিনশন্ চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। সেই সপ্তাহেই তারা একটি গাড়ি নিয়ে ৪০০ মাইল রাস্তা অতিক্রম

করে রাজধানীতে রাজ্যপালের দরজায় উপস্থিত হলেন।যখন তারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একটি ঘটনা ঘটল, তারা গ্যাস ষ্টেশনের ২ জনকে, ৪ জন পাহারাদারকে, রাজ্যপালের সচিব এবং রাজ্যপালের সঙ্গেও যীশু খ্রীষ্টের কথা বললেন।

এখানেই শেষ নয়, দুজন ছাত্র তাদের আরও সমস্ত ছাত্রদের ও শিক্ষকদের নিয়ে একটি ১২৬ জনের দল গঠন করে একটি উড়োজাহাজ ভাড়া করে ট্রিনিড্যাড় (Trinidad) নামে একটি দ্বীপে উড়ে গেলেন ও গ্রীষ্মকালীন বাইবেল প্রশিক্ষণ শুরু করলেন যার ফলে, সেই দ্বীপের হাজারেরও বেশি মানুষ যীশুকে জানতে পেরেছিল।

আমি দাবী সহকারে বলতে পারি, এদের মধ্যে কোন ছাত্রেরই ধারনা ছিল না যে তারা ঈশ্বরের জন্য এতো বড় কাজ করতে পারবে। সম্ভবতঃ তারা ভাবছিল বড় কিছু করতে গিয়ে ভীত হয়ে মৃত্যুর মুখে পরতে না হয়। কিন্তু যখন আমরা নিজেদের তাঁর হাতে সঁপে দিয়, তখন সত্যিই তিনি আমাদের মহৎ কিছু করতে ব্যবহার করেন- তাঁর জন্য প্রকৃতই মহৎ কাজ।

আজ আমাদের বাইবেল অধ্যায়ন একটি মানুষকে নিয়ে যার জীবনে ঈশ্বরের এক মহৎ পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই কলেজের ছাত্রদের মত সম্ভবতঃ তাঁর কোন ধারনা ছিল না যে- ঈশ্বর তাঁর জন্য সম্মুখে কি প্রস্তুত করে রেখেছেন। কিন্তু আজ আমরা দেখব, ঈশ্বর, মোশিকে সাহায্য করেছিলেন মহৎ কিছু করবার জন্য-প্রকৃতই মহৎ।

মোশি এবং আশ্চর্য্য কাজ

.....

(শাস্ত্রাংশঃ- প্রেরিত ৭:১৭-৩৬ এবং যাত্রাপুস্তক থেকে কিছু অংশ)

প্রায় ৪০০ বছর পার হয়ে গিয়েছিল যখন ইস্রায়েল(যাকোব) এবং তাঁর পরিবার মিসর দেশে গিয়েছিল।অল্প সংখ্যক ইস্রায়েল যারা মিসরে বসবাস করছিল তারা বৃদ্ধিলাভ করতে করতে বহু সংখ্যক হয়ে পরে। তখন অন্য একজন নতুন রাজা, যিনি যোষেফের কথা কিছুই জানতেন না , তিনি মিসরের রাজা হলেন। তিনি তখন ইস্রায়েলীয়দের দাসরূপে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করালেন। এমন কি তিনি বাধ্য করেছিলেন ইস্রায়েলীয়দের নবজাত পুত্র সন্তানকে নীল নদীতে ছুড়ে ফেলে দিতে যেন তারা মারা যায়।

সেই সময়ে মোশির এক ইস্রায়েলীয় পরিবারে জন্ম হয়, কিন্তু তিনি এক সাধারন শিশু ছিলেন না। মোশির বাবা ও মা তাঁকে লুকিয়ে রেখেছিলেন যেন তাকে মরতে না হয় মিস্রীয়দের হাতে। যখন তার বাবা- মা দেখল তাকে আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তখন তারা শিশুটিকে একটি ঝুড়িতে করে নীল নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। সেখানে ফরৌণের কন্যা তাকে খুঁজে পান। ফরৌণের কন্যা তাঁকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহন করেন এবং মোশি মিশর দেশের উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত হন।

- একদিন মোশি যখন বড় হয়ে তাঁর নিজের ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, আর দেখতে পেলেন একজন মিস্রীয় একজন ইব্রীয়কে(ইস্রায়েলীয়কে) মারধর করছে, তখন মোশি

সেই মিস্রীয়কে মেরে ফেললেন। কিন্তু কিছু লোক মোশির এই ঘটনাটি দেখে ফেলল। ভয়ে তিনি ফরৌণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য অন্য দেশে পালিয়ে গেলেন ও সেখানে বসবাস করতে শুরু করলেন। ৪০ বছর বিগত হওয়ার পরে, একদিন স্বর্গদূত মোশিকে জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে সিনয় পর্বতের মরুভূমিতে দেখা দিলেন।

- প্রশ্নঃ- আপনি ভেবে দেখুন, সেই জ্বলন্ত ঝোপের অস্বাভাবিকতা কি ছিল? বাইবেল বলে... " ঝোপ আগুনে জ্বলছে কিন্তু বিনষ্ট হচ্ছে না" (যাত্রাপুস্তক ৩:২)।

মোশি ঝোপের কাছে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন,তখন তিনি ঈশ্বরের আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং ঈশ্বর নিজেকে মোশির নিকট প্রকাশ করলেন, বললেনঃ- " আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, আব্রাহামের ঈশ্বর,ইসহাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের ঈশ্বর"। তখন ঈশ্বর, মোশিকে কিছু করবার জন্য আহ্বান করলেন। ঈশ্বর বললেন, আমি মিসরে আমার প্রজাদের আর্তনাদ শুনেছি ও নেমে এসেছি তাদের বন্ধন মুক্ত করতে। এখন এসো, আমি তোমাকে ফরৌণের কাছে পাঠাচ্ছি, আমার লোকদের মিসর থেকে বের করে আনবার জন্য"।

প্রশ্নঃ- আপনি মনে করে দেখুন, যখন ঈশ্বর মোশিকে প্রথমবার কাজটি করতে বলেছিলেন,তার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়েছিল?

(প্রথমেই তিনি বলেছিলেন, 'আমি যাব না')। তিনি ঈশ্বরকে বলেছিলেন, অন্য কাউকে পাঠানোর জন্য (যাত্রাপুস্তক ৪:১৩)। কিন্তু অবশেষে তিনি ঈশ্বরের দেওয়া দায়িত্ব মেনে নিয়েছিলেন,যা তাঁকে করবার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং মোশি, মিসরে ফিরে গেলেন এবং তিনি ও তাঁর ভাই হারোণ ফরৌণের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, " সদাপ্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর এই কথা বলেন, " আমার প্রজাদের ছেড়ে দিন"। কিন্তু ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের যেতে দিলেন না, ফলে ঈশ্বর আশ্চর্য্য কার্য্য সকল মিসরীয়দের মধ্যে দেখাতে লাগলেন।

প্রশ্নঃ- আপনি কি ঈশ্বরের কিছু আশ্চর্য্য কাজের কথা মনে করতে পারছেন, যা মিসরীয়দের মধ্যে তিনি করেছিলেন?

(তিনি নীল নদীর জলকে রক্তে পরিণত করেছিলেন। তিনি ব্যাঙ, উকুন ও মাছির দ্বারা মহামারি পাঠালেন। তিনি মিসরীয়দের ও জন্তু জানোয়ারের উপরে এক ভয়ঙ্কর রোগ পাঠালেন। তিনি বজ্রপাতসহ শিলাবৃষ্টি পাঠালেন। তিনি পঙ্গপাল(ফড়িং) পাঠালেন যা তাদের সমস্ত তৃণ ও গাছের পাতা এবং ফল ভক্ষণ করে ফেলল। তিনি অন্ধকারে সমস্ত মিসর দেশকে তিনদিন পর্যন্ত ঢেকে দিলেন ফলে কেউ কোন জিনিস দেখতে পেলেন না)।

ফরৌণের সামনে এই সকল আশ্চর্য্য কাজ মোশি ও হারোণ করলেন কিন্তু তবুও ফরৌণ ঈশ্বরের প্রজাদের যেতে দিলেন না। তখন সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, " আমি আর একটি আঘাত ফরৌণ ও মিশরের উপর আনব। তারপর তিনি তোমাদের যেতে আজ্ঞা দেবেন। মধ্যরাত্রে আমি মিসরের

মধ্যে দিয়ে গমন করব এবং প্রত্যেক প্রথমজাত সন্তান কি মানুষের বা কি পশুর আমি আঘাত আনব এবং আমি মিসরের সমস্ত দেব-দেবীর উপরে বিচার আনব"।

প্রশ্নঃ- মিসরীয়দের বিরুদ্ধে ঈশ্বর কেন এই সমস্ত আশ্চর্য্য কাজগুলি বেছে নিয়েছিলেন, এই বিষয়ে আপনার মতামত কি?

(মিসরের লোকেরা ভাবত, অনেক ঈশ্বর রয়েছে, তারা নদী, সূর্য ও সমস্ত রকমের জন্তুর সেবা করত। মূলতঃ প্রত্যেকটি মহামারি/ আঘাত ঈশ্বর মিসরীয়দের উপরে এনেছিলেন তাদের দেব-দেবীকে পরাজিত করবার জন্য, যার তারা উপাসনা করত)। সদাপ্রভু, ঈশ্বর দেখাতে চেয়েছিলেন যে, মিসরীয়রা যাদের আরাধনা করে, তারা প্রকৃত ঈশ্বর নয়, কিন্তু তিনিই একমাত্র সত্য ঈশ্বর। মোশিকে ঈশ্বর প্রেরণ করেছিলেন ইস্রায়েলের মুক্তিদাতারুপে এবং তিনি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত চিহ্নের দ্বারা মিসরীয়দের হাত থেকে তাদের মুক্ত করে এনেছিলেন।

ঈশ্বর, আব্রাহামের সঙ্গে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার পরিপূর্ণতার জন্য কার্য্য করে চলেছিলেন,ইস্রায়েলীয়দের সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে যাবার জন্য।

আব্রাহামের মতো মোশিরও বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা তিনি করবেন এবং ঈশ্বর অদ্ভুত কাজের মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা আপনাকে করেছেন, তার উপরে আপনি কিভাবে ভরসা রাখতে পারেন?

(কারন বাইবেল সত্য, আপনি নির্দ্বিধায় তাঁর বাক্যের উপরে বিশ্বাস করতে পারেন)।

.....

আমাদের পরবর্তী পাঠ্যক্রমঃ- মহা যাত্রা। মোশি, ইস্রায়েলীয়দের মিসরের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দশ আজ্ঞা গ্রহন করেছিলেন।

পাঠ্যক্রম> ৩ মহা যাত্রা

.....

পুনরাবৃত্তিঃ- বিগত সপ্তাহের গৃহ কর্মের প্রশ্ন ও মুখস্ত পদ

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে। এবং দ্বিতীয়টি এইরূপ- 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো প্রেম করবে' (মথি ২২:৩৭-৩৯)।

চারিত্রিক গুণঃ- ভরসা/ নির্ভর করা

আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- যদি আপনি, আপনার পরিবার, এবং বন্ধুবান্ধব একসঙ্গে ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন এবং হয়তো আপনাকেই দলনেতা বানাল, তবে আপনি কী নিয়ম করবেন যাতে সকলেই

আপনার পাশে ও সুরক্ষাপূর্বক থাকে? আপনি কীভাবে জানবেন যে আপনার নিয়মাবলী ভালো বা খারাপ?

আজকের বাইবেলের গল্প হল মোশি ও ইস্রায়েলীয়দের ভ্রাম্যমান যাত্রা যখন তারা মিসর থেকে বেরিয়ে আসলেন। এই সময় মোশি দশ আজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন।

মহা যাত্রা

.....

(শাস্ত্রাংশঃ- যাত্রাপুস্তক ২০:৩-১৭ এবং যাত্রাপুস্তকের কিছু বেছে নেওয়া অংশ)

মোশিকে, ঈশ্বর পাঠিয়েছিলেন ইস্রায়েলের নিস্তারকর্তারূপে এবং তিনি সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের মিসর থেকে বের করে এনেছিলেন।মিসর দেশে চমৎকার ও আশ্চর্য কার্য সাধনের মধ্যে দিয়ে এবং লাল সাগর পার করেছিলেন। সেখানে প্রায় ২০ লক্ষ ইস্রায়েলীয় 'যাত্রা' করেছিল (যাত্রা কথার অর্থ হল বাহির হওয়া বা প্রস্থান করা) এবং মোশি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে সুদূর যাত্রা আরম্ভ করলেন।

প্রশ্নঃ- মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাত্রাকালীন ইস্রায়েলীয়দের নিশ্চিতরূপে মোশির উপর নির্ভর করা উচিত ছিল,এই বিষয়ে আপনার মতামত কি?

তাঁর লোকেদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ঈশ্বর, মোশিকে সাহায্য করেছিলেন।

প্রশ্নঃ- স্মরণ করুন সেই আশ্চর্য কাজকে যা মিসরীয়দের বিরুদ্ধে ঈশ্বর , মোশির মাধ্যমে করেছিলেন?

মোশি ও ইস্রায়েলীয়রা মিসর ত্যাগ করার পর, ঈশ্বর কিভাবে লাল সাগরকে বিভক্ত করলেন, যেন তারা মিসরীয় সেনার হাত থেকা রক্ষা পেতে পারে যারা তাদের পিছনে তাড়া করেছিল? ঈশ্বর কেনই বা এই সমস্ত করছিলেন?

ঈশ্বর, তাঁর লোকেদের বুঝতে সাহায্য করছিলেন, যেন তারা মোশির উপর ভরসা করে যিনি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

মিসর ত্যাগ করার তিনমাস পরে মোশি ও ইস্রায়েলীয়রা প্রান্তর পার হয়ে মরুভূমিতে উপস্থিত হলেন এবং সিনয় পর্বতের নিকট শিবির স্থাপন করলেন। ঈশ্বর পর্বতের মধ্যে থেকে মোশিকে আহ্বান করে বললেন, " আমি তোমাকে কিছু আদেশ দিতে চাই, যা তুমি আমার লোকেদের দেবে, এবং ঈশ্বর মোশিকে দশ আজ্ঞা দিলেন"।

পর্যবেক্ষণঃ- গ্রুপ বা দলটিকে সমস্ত দশ আজ্ঞাগুলি একসঙ্গে পড়তে বলুন, প্রতিটি আজ্ঞা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলটিকে তার অর্থ জিজ্ঞাসা করুন, দশ আজ্ঞাগুলি খুঁজে পাওয়া যায় যাত্রাপুস্তক ২০:৩-১৭)।

১) আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।

শুধুমাত্র ইশ্বরকেই আরাধনা করা। ঈশ্বর চান আপনার জীবনের প্রথম স্থান তাঁকে দিতে।

২)তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ কোরো না, উপরের স্বর্গে, নীচের পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচে জলের মধ্যে যা যা আছে, তাদের কোন মূর্তি নির্মাণ কোরো না।

কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই যেন আমরা আরাধনা করি, যে মতো তিনি আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।

৩)তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক নিও না।

আমাদের আচরণ ও কথাবার্তা দ্বারা যেন ইশ্বরকে সমাদর করি।

৪)তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করে পবিত্র মেনে চল, ছয়দিন পরিশ্রম করবে, তোমার সমস্ত কাজ করবে,কিন্তু সপ্তমদিন তোমার ঈশ্বর, সদাপ্রভুর উদ্দ্যেশে বিশ্রামদিন। কেননা ঈশ্বর সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয়দিনে নির্মাণ করেন কিন্তু তিনি সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেন।

ঈশ্বরের পক্ষ থেকে দেওয়া বিশ্রাম দিনটি দান হিসেবে গ্রহন করুন এবং সংবেদনশীলতার সঙ্গে ব্যবহার করুন।

৫)তোমার পিতাকে ও মাতাকে সমাদর কোরো।

পিতা ও মাতার কথা শুনুন ও সন্মান করুন।

৬)খুন কোরো না ।

অন্যের প্রান/জীবনকে সন্মান করুণ।

৭)ব্যভিচার কোরো না।

আপনার দেহে ঈশ্বরের সন্মান করুন। আপনার চিন্তা, বাক্য ও কার্যকে সিদ্ধ রাখুন।

৮) চুরি কোরো না।

অপরের সম্পত্তিকে সমাদর করুন।

৯)তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না (মিথ্যা বোলো না)।

১০) প্রতিবেশীর দ্রব্যে লোভ কোরো না।

আপনার যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন।

.....

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর কেন মোশি ও ইস্রায়েলকে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন?

ঈশ্বরকে ও একে অন্যকে কেমনভাবে ভালবাসতে হয় সেই বিষয়ে ইস্রায়েলকে শিক্ষা দেবার জন্য , ঈশ্বর মোশিকে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

প্রশ্নঃ- কিভাবে ঈশ্বরকে আমরা ভালবাসতে পারি?

আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা তাঁকে ভালবাসতে পারি। ঈশ্বর যা বলেছেন তার আজ্ঞাকারী হয়েও , তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখাতে পারি।
যদিও অনেকদিন পূর্বে ঈশ্বর মোশিকে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তবুও আজকের দিনে আমাদের পালন করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।
প্রতিটি পাঠে আমরা প্রতিটি আজ্ঞা সম্পর্কে শিক্ষা করব। আমরা আলোচনা করব তার অর্থ ও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে কিভাবে সুন্দর জীবন যাপন করা যায়।

পাঠ্যক্রম> ৪ প্রার্থনা করা অথবা না করা

.....

আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক (কেবল ঈশ্বরেরই আরাধনা করা)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের গৃহ কর্মের প্রশ্ন ও মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- দানিয়েল প্রত্যেকদিন তিনবার করে নতজানু হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন এবং তাঁর গুণগান করতেন।যখন তিনি এই আজ্ঞার কথা শুনলেন তিনি তার বাড়ীর ভিতরে গিয়ে জেরুশালেমের দিকে মুখ করে খোলা জালনার কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে প্রতিদিনের মতো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন।

চারিত্রিক গুনঃ- বিশ্বাসযোগ্য/সমর্পণ।

আলোচনাভিত্তিক প্রশ্নঃ- আপনি যা জানেন তা সঠিক, যদিও অন্য লোকেরা সহমত নন, তাসত্ত্যেও আপনি কখন থেমে গেছেন কি?

ভুমিকা/পরিচয়ঃ- হল্যান্ডের একটি খ্রীষ্টান পরিবারে ১৮৯০ সালের শেষের দিকে কোরি টেন বুম্ (Corrie Ten Boom) জন্মগ্রহন করেছিলেন। খ্রীষ্টান পরিবারে জন্ম নেওয়ার অর্থ এই নয় যে, আপনি আপনা আপনি খ্রীষ্টান হয়ে গেছেন, কিন্তু কোরি যীশুকে ভালবাসতেন। ১৯৪০ সালে যখন হল্যান্ডের উপরে জার্মানি আক্রমন(চড়াও) করলেন তখন তাদের পরিবারে বিশ্বাসের পরীক্ষা উপস্থিত হল।
জার্মানির লোকেরা যিহুদীদের ঘৃণা করতেন। তারা তাদের সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছিলেন এবং যিহুদী পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুদের কর্মশিবির ও মনোসংযোগ শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ৫০ লক্ষ্যেরও বেশি যিহুদীকে হত্যা করা হয়েছিল, এই সমস্ত ঘটনা অনেকের চোখের সামনে ঘটেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই আজও জীবিত রয়েছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোরির পরিবার, তাদের ঘরে তাড়িত ও খারাপভাবে তাড়ণাপ্রাপ্ত যিহুদীদের লুকানোর স্থান করে দিয়েছিল। তার পরিবার প্রতারিত হয়েছিল, তারা যে দয়া

দেখিয়েছিল তার পরিবর্তে কোরিকে তার পরিবারসহ বন্দীশিবিরে যেতে হয়েছিল তখন তার ৫৯ বছর বয়স ছিল। তার বাবা এবং বোনকে বন্দীশিবিরেই প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের ২৮ ই ডিসেম্বর, বিগত দশ মাস যাবৎ ন্যাজি জার্মানি বন্দীশিবিরে থাকার পর কোরিকে মুক্ত করা হয়েছিল। কোরি, ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যদি তিনি জীবিত থাকেন তবে যতজনকে পারেন তিনি খ্রীষ্টের প্রেম ও ক্ষমার কথা প্রচার করবেন। তারপর ঈশ্বর তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কোরির চিন্তাভাবনার থেকেও অধিক দূরবর্তী লোকদের যীশুর সুসমাচার তিনি শোনাবেন। বন্দী থেকে তিনি মুক্ত হয়ে পরবর্তী ৩০ বছর যাবৎ লোকেদের ঈশ্বরের প্রেম এবং বিশ্বস্ততার কথা প্রচার করেছেন, তার অভিজ্ঞতার থেকে যখন তিনি বন্দী ছিলেন তখন থেকে প্রায় ৬০টিরও বেশি দেশে তিনি ভ্রমন করেছেন। তার লেখা নয়টি বইয়ের মধ্যে, খুবই জনপ্রিয় পুস্তক "লুকায়িত স্থান"(The Hiding place), তার বন্দী হওয়া ও জেলে অতিবাহিত দিনগুলির কথা তিনি এই পুস্তকে উল্লেখ করেছেন।

.....

অনেক সময় সত্যের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ানো খুবই কঠিন, আমাদের বাইবেল অধ্যয়নের গল্প দানিয়েল নামক একজনকে নিয়ে, তিনি যিহুদী ছিলেন ও পারস্য দেশে(যা বর্তমানে ইরাক ও ইরান) বাস করছিলেন। এই গল্পে দানিয়েলকে একটি বৃহৎ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

প্রার্থনা করা অথবা না করা

(শাস্ত্রাংশ দানিয়েল ৬:১-২৩)

" দারিয়াবস ভাবলেন যে, ১২০ জন রাজ্যপালকে তার সম্পূর্ণ রাজত্বের দায়িত্ব দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এবং তিনি এই ১২০ জন রাজ্যপালকে তত্বাবধান করবার জন্য তিনজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। দানিয়েল ছিলেন এই তিনজনের একজন। রাজা ওদের নিযুক্ত করেছিলেন যাতে কেউ তাকে ঠকিয়ে রাজ্যের ক্ষতি করতে না পারে। দানিয়েল তার উৎকৃষ্ট চরিত্রের জন্য অন্য যে কোন অধ্যক্ষ অথবা রাজ্যপালের চেয়ে তার পদে ভালো অবস্থায় ছিলেন। এতে রাজা এতই সন্তুষ্ট হলেন যে তিনি দানিয়েলকে সমগ্র রাজ্যের শাসক হিসাবে নিয়োগ করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু অন্য অধ্যক্ষ ও শাসকরা এই খবর শুনে ঈর্ষান্বিত হল। তাই দানিয়েল রাজার জন্য যে কাজ করছিলেন তার মধ্যে তারা দোষ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তারা দানিয়েলের কাজে কোন দোষ ত্রুটি খুঁজে পেল না।

প্রশ্নঃ- আপনি কি ভাবেন, কেন অন্য রাজ্যপালরা দানিয়েলের দোষত্রুটি খুঁজবার চেষ্টা করছিলেন?

কারণ তারা দানিয়েলের সাফল্যে অসুখি(ঈর্ষান্বিত) হয়েছিলেন।

তারা কোন ত্রুটি খুঁজে পায় নি, কারণ দানিয়েল ছিলেন বিশ্বাসী, তিনি কখন ইচ্ছে করে বা ভুলেও কোন ভুল কাজ করেন নি। তখন সেই ব্যক্তিরা বললেন, " আমরা দানিয়েলের অন্য কোন দোষ পাব না, কেবল তার ঈশ্বরের ব্যবস্থা নিয়ে যদি তার কোন দোষ পায়"।

প্রশ্নঃ- দানিয়েলের মধ্যে কি দুটি গুন ছিল,যা তাকে সমস্ত কাজে সফল করেছিল?

দানিয়েল খুবই সৎ ও মনোযোগী ছিলেন।

৬) তখন অধ্যক্ষ ও শাসকরা দল বেধে রাজার কাছে গিয়ে বলল, মহারাজ দারিয়াবস চিরজীবি হন, ৭) সমস্ত অধ্যক্ষগন,গুরুত্বপূর্ণ রাজ কর্মচারীগণ, মন্ত্রীগণ এবং রাজ্যপালেরা একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারে একমত হল। আপনি এই বিষয়টিকে একটি আদেশ হিসাবে প্রচার করুন যা সকলে মানবে।এই আদেশটি হল যে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে কেউ যদি রাজা ছাড়া অন্য কোন দেবতা বা মানুষের কাছে প্রার্থনা করে তবে তাকে সিংহের খাঁচাই নিক্ষেপ করা হবে। ৮) এখন হে রাজা আপনি এই আদেশ লেখা কাগজটিতে স্বাক্ষর করে এই আদেশটি অপরিবর্তিত রাখার ব্যবস্থা করুন,কেননা মাদীয় ও পারশীকদের নিয়মানুসারে কোন আইন বা আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন হয় না"। ৯) অতএব দারিয়াবস রাজা এই আদেশ পত্রটি স্বাক্ষর করলেন।
১০)আদেশ পত্রটি যখন স্বাক্ষর হয়েছে এই কথা দানিয়েল শুনলেন, তখন নিজের ঘরে গিয়ে, জানালা খুলে যার মুখ যেরুশালেমের দিকে ছিল, তিনি দিনের মধ্যে তিনবার হাটু পেতে নিজের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন ও স্তব গান করলেন, যেমন আগেও করতেন। ১১) তখন সেই লোকেরা এসে দেখলেন যে, দানিয়েল নিজের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন। ১২) তাই তারা রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে তার আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল, "মহারাজ আপনি একটি আদেশ জারী করেছেন যে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে যদি কেউ রাজা ছাড়া অন্য কোন মানুষ বা দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তবে তাকে সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করা হবে"।

প্রশ্নঃ- দানিয়েলের প্রতিদিনের অভ্যাস কি ছিল?

তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন।

প্রশ্নঃ- প্রার্থনা করবার জন্য তার জীবনে সমস্যা এসেছিল তবুও দানিয়েল প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করতেন, এই বিষয়ে আপনার ধারনা কি?

তিনি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত করেছিলেন প্রার্থনা করবার জন্য, দানিয়েলের কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, মানুষকে সন্তুষ্ট করার চাইতে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা উত্তম।

রাজা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এই আদেশটি মাদীয় ও পারসিকদের একটি আদেশ। এই আদেশ কখনো বাতিল করা বা বদলানো যায় না। ১৩) তখন তারা রাজার কাছে বললেন, হে মহারাজ যিহুদী বন্দীদের মধ্যে থেকে দানিয়েল নামে একজন আপনার আদেশকে উলঙ্ঘন করেছেন। সে এখনো প্রতিদিন তিনবার করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। ১৪) রাজা এই কথা শুনে প্রচণ্ড

দুঃখ পেলেন ও মুষড়ে পড়লেন, তিনি দানিয়েলকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং সেই জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি দানিয়েলকে রক্ষা করবার উপায় ভাবতে লাগলেন। ১৫) তখন ওই লোকেরা রাজার কাছে গিয়ে বলল, " মহারাজ, মনে রাখবেন মাদীয় ও পারসিকদের নিয়মানুসারে কোন নিয়ম বা আদেশ যদি রাজা স্বাক্ষর করেন তবে তা বাতিল বা পরিবর্তন করা যায় না। ১৬) তখন রাজা দানিয়েলকে এনে সিংহের খাতে ফেলার আদেশ দিলেন। রাজা দানিয়েলকে বললেন, "তুমি অবিরত যার সেবা করে থাক, সেই ঈশ্বরই তোমায় রক্ষা করবেন"।

প্রশ্নঃ- দানিয়েল অবিরত ঈশ্বরের আরাধনা করত, একথা রাজা কিভাবে জানল?

দানিয়েলের জীবন যাত্রা ও তাঁর কার্যকলাপ এবং তাঁর ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে সমর্পিত জীবন- রাজা তা দেখতে পেয়েছিলেন। ১৭) পরে একখানা পাথর আনা হল ও খাতের মুখে রাখা হল, এবং দানিয়েলের বিষয়ে যেন কিছু পরিবর্তন না হয়, সেই জন্য রাজা কর্মচারীদের সীলমোহর মারতে বললেন, যাতে কেউ না পাথর সরাতে পারে এবং দানিয়েলকে গুহা থেকে বের করে আনতে পারে। ১৮) তারপর রাজা তার প্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাত্রে কিছু খেলেন না ও কাউকে আসতেও দিলেন না এবং মনোরঞ্জন করতে দেন নি, তিনি ঘুমাতেও পারেন নি। ১৯) পরের দিন সকালে আলো ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গুহার কাছে ছুটে গেলেন। ২০)তিনি গুহার কাছে গিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন স্বরে দানিয়েলকে ডাকতে লাগলেন। তিনি বললেন, " হে দানিয়েল, জীবন্ত ঈশ্বরের সেবক, তুমি সব সময় যার সেবা কর, সেই ঈশ্বর কি তোমায় সিংহের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন?" ২১) দানিয়েল উত্তর দিলেন, মহারাজ দীর্ঘজীবী হন। ২২) আমার ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর দূত পাঠিয়েছেন। দূত সিংহের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। সিংহেরা আমাকে আঘাত করেনি কারণ ঈশ্বর জানেন আমি নির্দোষ। আমি কখন আপনার প্রতি কোন অন্যায় করিনি"। ২৩) তখন রাজা অতিশয় আনন্দিত হলেন ও দানিয়েলকে সিংহের খাত থেকে বের করতে আদেশ দিলেন। তিনি যখন সিংহের খাত থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তার শরীরে কোন প্রকার ক্ষতের আঘাত পাওয়া গেল না, কারন তিনি আপন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন"।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার বিরুদ্ধে যে আদেশ বের হয়েছিল, তখন দানিয়েল কোন সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হয়েছিলেন?

তার জীবনের সর্বোচ্চ স্থানে ঈশ্বরকে স্থান দিয়েছিলেন, অথবা ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করে ঈশ্বরের চাইতেও কোন কিছু বা কাউকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া।

প্রথম আজ্ঞা ঈশ্বর মোশিকে যা দিয়েছিলেন, " আমার সামনে তুমি অন্য কোন দেবতা রাখবে না"(যাত্রাপুস্তক ২০:৩)। তার মানে ঈশ্বর আপনার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে বসতে চান।

দানিয়েলের জীবন চরিত্র থেকে অন্যকে শিক্ষা দেয় যে, " মানুষকে সন্তুষ্ট করার চাইতে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা ও তাঁর আজ্ঞাবহ হওয়া উত্তম।

প্রশ্নঃ- আজকে কিভাবে আপনি আপনার জীবনে ঈশ্বরকে প্রধান স্থান দিতে পারেন?

.....

পাঠ্যক্রম>৫ গেৎশিমানী বাগানে যীশু

তোমার পিতা ও মাতাকে সমাদর করবে(তোমার পিতা-মাতাকে সন্মান ও সমাদর করবে)

পুনরাবৃত্তিঃ- বিগত সপ্তাহের গৃহকাজের প্রশ্ন ও মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " পিতা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে এই পানপাত্র দূর কর, তথাপি আমার ইচ্ছে নয়, তোমারই ইচ্ছে সিদ্ধ হোক" (লূক ২২:৪২)।

চারিত্রিক গুনঃ- বাধ্যতা।

ভূমিকা/পরিচয়ঃ- এই পাঠে দুটি ভাগ রয়েছে।

১> সন্তানেরা কেন পিতামাতাকে সন্মান করবে ও বাধ্য হয়ে থাকবে?

২> পিতামাতার একটি দায়িত্ব রয়েছে তাদের সন্তানের প্রতি।

প্রশ্নঃ- কাউকে সন্মান করার অর্থ কি বোঝায়?

সন্মান করার অর্থ হল মনোযোগ দেওয়া কোন কিছুর প্রতি বা কোন কিছুকে সমাদর করা। সুতরাং যখন আমরা পিতামাতাকে সন্মান করি, তার মানে তাদের প্রতি আমাদের মনোযোগ ও সমাদর করি।

প্রশ্নঃ- কি উপায়ে আমরা পিতামাতাকে সন্মান জানাতে পারি?

একটি উৎকৃষ্ট উপায়ে আমরা পিতামাতাকে সন্মান করতে পারি, তা হল তাদের কথা শোনার দ্বারা। আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- কেন আমরা পিতামাতাকে সমাদর করব, সেই সম্বন্ধে বাইবেলে তিনটি কারন দেওয়া রয়েছে,সেইগুলি কি আপনি তা চিন্তা করুন?

{ ঈশ্বর বলেছেন সেই জন্য, এটা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে, এটা যথাযথ}। আসুন আমরা এই বিষয়ে দেখি।

গেৎসীমানী(শাস্ত্রাংশ লূক ২২:৪১-৪৪)

.....

পঠভূমিঃ- অনেক যিহুদী লোকেরা প্রতি বছরে নিস্তার পর্ব পালন করেন, যে রাত্রে মোশি সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের মিসরের বন্দীত্ব থেকে বের করে এনেছিলেন তার স্মরণার্থে। যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার আগের দিন রাতে, তিনি ও তাঁর শিষ্যরা যিরুশালেমে নিস্তারপর্বের ভোজ আয়োজন করেছিলেন। ভোজের পরে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে জৈতুন পর্বতে গেৎশিমানী নামক বাগানে গেলেন। যীশু জানতেন যে তিনি শত্রুদের হাতে সমর্পিত হতে চলেছেন, তাঁকে মারা হবে ও ক্রুশে দেওয়া হবে। কিন্তু যা ঘটতে চলেছিল তা দুর্ভাগ্যজনক বিষয় ছিল না। যীশুর জন্য আরও দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটতে চলেছিল। বাইবেল আমাদের বলেঃ- ৪১)পরে তিনি তাদের কাছ থেকে কমবেশ এক ঢেলার পথ দূরে গেলেন ও হাঁটু পেতে প্রার্থনা করতে লাগলেন। ৪২) " পিতা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমার থেকে এই পানপাত্র দূর

কর, তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক"। ৪৩) তখন স্বর্গের থেকে এক দূত দেখা দিয়ে তাঁকে সবল করল। ৪৪) পরে তিনি মর্মভেদী দুঃখে দুঃখিত হয়ে আরও মনোযোগের সঙ্গে প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর ঘাম যেন রক্তের মত বড় বড় ফোটা হয়ে ভূমিতে পড়তে লাগল"।

প্রশ্নঃ- আপনি কি কখনও পিতা-মাতার থেকে হারিয়ে গিয়ে একাকী জীবন যাপন করেছেন? তখন আপনার কি রকম লাগে?

যীশু কখন তাঁর পিতার(ঈশ্বর) কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকেন নি কিন্তু ক্রুশের উপরে সেটাই ঘটতে চলেছিল তাঁর জীবনে। যীশু জানেন যে তাঁর জীবনে যেটা ঘটতে চলেছে তা এক ভয়ানক বিষয়।

প্রশ্নঃ- যীশু যখন ক্রুশের উপরে ছিলেন, তখন তিনি কিভাবে ঈশ্বরের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন?

আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরুপ যীশু তাঁর জীবনকে বলিদান করতে চলেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত পাপের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন, বাইবেল আমাদের বলে যে, পাপ কখনই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসতে পারে না। যেহেতু যীশু আমাদের পাপের ভার নিজের উপর তুলে নিয়েছিলেন, সেইজন্য তাঁকে ক্ষণিকের জন্য ঈশ্বরের থেকে পৃথক হয়ে থাকতে হয়েছিল।

প্রশ্নঃ- যীশুর এই কথা বলার অর্থ কি, যখন তিনি বললেন, " এই পানপাত্র আমার থেকে দূরে যাক?"

যীশুর বলার অর্থ , তাঁর ক্রুশের উপর উঠা এবং ঈশ্বর থেকে আলাদা হওয়া।

শীঘ্যই তাঁকে ঈশ্বরের থেকে পৃথক হতে হবে একথা জানতেন, পিতা ঈশ্বর তাঁকে দিয়ে যা করাতে চেয়েছিলেন তার জন্য যীশুর শক্তির প্রয়োজন ছিল। কার্যত পিতার থেকে আলাদা হওয়ার যে চিন্তা তা যীশুকে শারীরিকভাবে যাতনা দিয়েছিল। তাই তিনি সেই যাতনার মধ্যে দিয়ে যেতে চাইছিলেন না, তবুও তিনি বললেন, " আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমার(তাঁর পিতার ইচ্ছা) ইচ্ছায় পূর্ণ হোক"। বা অন্য কথায় বলা যেতে পারে- আমি এটা পছন্দ করি না, কিন্তু তুমি যা চাও সেচ্ছাপূর্বক আমি তাই করব"।

কিছু সহজ বিষয় দেখবার রয়েছে যে, কেন আপনার বাবা-মা চান যেন আপনি কিছু করেন। যেমন 'আস্তাকুঁড়ে বেড়ে না উঠার আগে বর্জ্য পদার্থ বের করে ফেলুন'।অন্য বিষয়ে এটা সহজ নয় বোঝা, যেমন 'এটা প্রত্যেকে করছে সুতরাং আমি কেন করব না'? আপনার পিতা-মাতার সিদ্ধান্তের পিছনে ভাল কারন রয়েছে। যদিও আপনি তা হয়তো বুঝতে পারেন না।

প্রশ্নঃ- আপনার প্রতি বাবা-মায়ের কিছু কর্তব্য রয়েছে এবং তারা আশা করেন যেন আপনি তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন। আপনার কি মনে হয়, সেই দায়িত্বটা কি হতে পারে?

ঈশ্বর চান যেন, আপনার পিতা-মাতা আপনাকে তাঁর বাক্যের শিক্ষা- তাঁর আদেশ শিক্ষা দেন আপনার মঙ্গলের জন্য।

বাইবেল বলে, "..... বরং প্রভু যেমন চান সেইরূপ শাসন করে ও শিক্ষা দিয়ে তাদের(আপনার সন্তানদের) মানুষ করে তোল"।

কোন কোন সময় ঈশ্বরের মনে উত্তম সঙ্কল্প থাকে যে কেন তিনি বিশেষ বিষয় করাতে(বা না করাতে) চান, কারণ তিনি উত্তমরূপে জানেন যেন আমরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলি, আমাদের শরীর, আমাদের পরিবার, আমাদের বিদ্যালয়, আমাদের কর্মক্ষেত্র, ও আমাদের দেশ যেন সঠিকভাবে কাজ করে। এই জন্য ঈশ্বর পরিবার নিযুক্ত করেছেন যেন পিতা-মাতা ঈশ্বর বিষয়ক শিক্ষা আপনাকে দান করেন,যেন আপনিও পরবর্তীতে আপনার ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিতে পারেন।

যীশুর উদাহরণটি দেখুন, পিতা আমি এটা করতে চাই না, কিন্তু যেহেতু তুমি চাও, তাই আমি এটা করব। এটা একটা সিদ্ধ উদাহরণ যে, কেমন করে একজন ছেলে বা মেয়ে তাদের মা- বাবার সন্মান করবে।

- বাইবেল এখানে কি বলে যে, কিভাবে আপনার পিতা-মাতা আপনাকে শিক্ষা দেবেঃ- " আজ আমি তোমাদের যে আদেশগুলি দিলাম সেগুলি তোমরা সব সময় মনে রাখবে। তোমাদের সন্তানদেরও ওইগুলি শেখানোর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবে। যখন তোমরা বাড়ীতে বসে থাক এবং যখন তোমরা রাস্তায় হাঁট সেই সময় তোমরা এই সকল বিধিগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। যখন তোমরা শুয়ে থাক এবং যখন তোমরা ঘুম থেকে ওঠ, সেই সময় ঐগুলো নিয়ে আলোচনা করবে" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৬-৭)।

আপনার পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া ,যেন আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জেনে আপনার জীবন নির্বাহ করতে পারেন।

প্রশ্নঃ- **একজন ছেলে বা মেয়ে হিসেবে আপনার কর্তব্য কি- এই বিষয়ে আপনি কি ভাবেন?**

পিতা-মাতাকে সন্মান করা ও আজ্ঞাকারী হওয়া, কারণ এটা ন্যায্য এবং ঈশ্বরের সন্তোষজনক।

প্রশ্নঃ- **কিভাবে আপনার পিতা-মাতা আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেয়? আপনি কি অন্য পদ্ধতি জানেন, যে উপায়ে আপনার পিতা-মাতা আপনাকে শিক্ষা দিতে পারে?**

প্রশ্নঃ- **একটি উপায় বলুন, যে উপায়ে এই সপ্তাহে আপনি আপনার বাবা-মাকে সন্মান দেখাতে পারেন?**

পাঠ্যক্রম> ৬ এক উত্তম প্রতিবেশী

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না

(আপনার কথাবার্তা ও চাল- চলনের মাধ্যমে ঈশ্বরকে সন্মান করুন)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের গৃহ কর্মের প্রশ্ন ও মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " কিন্তু একজন শমরীয় ঐ পথে যেতে যেতে সেই লোকটির কাছাকাছি এল, লোকটিকে দেখে তার মনে মমতা হল" (লূক ১০:৩৩)।

চারিত্রিক গুণঃ- দয়া

প্রশ্ন আলোচনাঃ- কখনও আপনি কারও প্রতি ভাল কাজ বা দয়া করেছেন?/ কখনও আপনার প্রতি কোন লোক ভাল কাজ বা দয়া করেছে?

আগ্নেস্ বোজাক্সা(Agnes Bojaxhiu) ১৯১০ সালের যুগোস্লোভিয়াতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯২৮ সালে সন্ন্যাসিনী হবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।অল্প সময় তিনি আয়ারল্যান্ডে থাকার পরে তাকে উত্তরপূর্ব ভারতের দার্জিলিং এ একটি কনভেন্ট স্কুলে যোগদান করবার জন্য পাঠান হয়। যখন তার বয়স ২১ তখন তিনি টেরেসা নাম গ্রহন্ন করেন।

প্রথমে তিনি কোলকাতার একটি গার্লস স্কুলে ভূগোল পড়াতে লাগলেন। কিন্তু সেই শহরে আরও অন্য প্রয়োজনও ছিল। সেখানে অনেক ভিখারী ও গৃহহীন লোক ছিল, অনাথদের মতো কুষ্ঠ রোগীরাও রাস্তায় বসে থাকত। ১৯৪৬ সালে টেরেসা তার শিক্ষকতার জীবন ত্যাগ করে কোলকাতার দুস্থ লোকদের সেবা শুরু করলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ভারতবর্ষের নাগরীক হিসাবে স্বীকৃতি পান। ১৯৫০ সালে তিনি সন্ন্যাসিনীদের জন্য মিশনারীজ্ অফ্ চ্যারিটি গঠন করেন।

তার প্রাথমিক স্তরে কাজ ছিল শিশুদের নিজেদের যত্ন নেওয়ার জন্য ও প্রাথমিকভাবে লেখাপড়া শেখার জন্য শিক্ষা দেওয়া। ১৯৪৯ সালে তিনি নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে অনেকেই তার সঙ্গে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে তিনি মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের জন্য কালীঘাট হোম স্থাপন করেন। তিনি কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য করনার্থে কুষ্ঠ কলোনীও প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে প্রায় ২০০০ থেকে ৩০০০ সন্ন্যাসীনি(মহিলা) মিশনারীজ্ অফ্ চ্যারীটির কাজ এগিয়ে নিয়ে যান ১০০ ও বেশী দেশে।

*১৯৯৭ সালে মাদার টেরেসা মারা যান। তিনি যাদের সাহায্য করতেন তাদের মধ্যেই তিনি বসবাস করতেন। তিনি লোকেদের যত্ন নিতেন কারণ তার প্রয়োজন ছিল,তার পরিবর্তে তিনি কোন কিছুই তাদের কাছে আশা করেন নি। তিনি প্রকৃত অর্থে নিজের জীবনকে সকলের জন্য বিলিয়ে দিয়েছিলেন ভালবাসা ও করুণা দিয়ে।

আজ আমরা বাইবেল থেকে একটা গল্প দেখব যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে কিভাবে সন্মান করতে হয় তা প্রকাশিত হবে। সেই গল্পটা হল উত্তম শমরীয়ের গল্প।

উত্তম শমরীয় (লূক ১০:২৫-৩৭)

.....

এরপর একজন ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুকে পরীক্ষার ছলে জিজ্ঞাসা করল, গুরু অনন্ত জীবন লাভ করার জন্য আমায় কি করতে হবে? যীশু তাকে বললেন, বিধি ব্যবস্থায় এই বিষয়ে কি লেখা আছে? সেখানে তুমি কি পড়েছ?

সে জবাব দিল, "তোমার সমস্ত অন্তর,মন,প্রাণ ও শক্তি দিয়ে অবশ্যই তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসো, আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো"।

তখন যীশু তাকে বললেন, 'তুমি ঠিক উত্তর দিয়েছ, ঐ সবই করো তবে অনন্ত জীবন লাভ করবে'। কিন্তু সে নিজেকে ধার্মিক দেখাতে চেয়ে যীশুকে জিজ্ঞাস করল আমার প্রতিবেশী কে?

এর উত্তরে যীশু বললেন, ' একজন লোক যীরুশালেম থেকে যিরীহোর দিকে নেমে যাচ্ছিল,পথে সে ডাকাতের হাতে ধরা পড়ল, তারা লোকটির জামা কাপড় খুলে নিয়ে তাকে মারধর করে আধমরা

অবস্থায় সেখানে ফেলে রেখে চলে গেল। ঘটনাক্রমে সেই পথ দিয়ে একজন ইহুদী যাজক যাচ্ছিল,যাজক তাকে দেখতে পেয়ে পথের অন্য ধার দিয়ে চলে গেল। সেই পথে এরপর একজন লেবীয় এল, তাকে দেখে সেও পথের অন্য ধার দিয়ে চলে গেল। কিন্তু একজন শমরীয় ঐ পথে যেতে যেতে সেই লোকটির কাছাকাছি এল। লোকটিকে দেখে তার মনে মমতা হল। সে ঐ লোকটির কাছে গিয়ে তার ক্ষত স্থান দ্রাক্ষারস দিয়ে ধুয়ে তাতে তেল ঢেলে বেঁধে দিল। এরপর সেই শমরীয় লোকটিকে তার নিজের গাধার উপর চাপিয়ে একটি সরাইখানায় নিয়ে এসে তার সেবা যত্ন করল। পরের দিন সেই শমরীয় দুটি রৌপ্যমুদ্রা বের করে সরাইখানার মালিককে দিয়ে বলল, ‘ এই লোকটির যত্ন করবেন আর আপনি যদি এরচেয়ে বেশী খরচ করেন, তবে আমি ফিরে এসে আপনাকে তা শোধ করে দেব’। এখন বল, এই তিনজনের মধ্যে সেই ডাকাতদলের হাতে পড়া লোকটির প্রকৃত প্রতিবেশী কে?
সে বলল, যে লোকটি তার প্রতি দয়া করল। তখন যীশু তাকে বললেন, সে যেমন করল, যাও তুমিও গিয়ে তেমন করো”।

প্রশ্নঃ- প্রতিবেশী শব্দের মানে/ অর্থ কি?

বাইবেলে যখন প্রতিবেশী শব্দের ব্যবহার করেছে তার অর্থ হতে পারে, একজন যিনি পাশের বাড়ীতে থাকেন অথবা যিনি দূরে থাকেন।অর্থাৎ এর প্রকৃত অর্থ হল, যে কোন ব্যক্তি যিনি আপনার জীবনের সঙ্গে জড়িত।
সুতরাং ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুকে পরীক্ষা করবার ছলে যে জিজ্ঞাসা করেছিল ‘আমার প্রতিবেশী কে? তার মানে তিনি বলতে চাইছিলেন যে, আমাকে কি প্রত্যেককেই ভালবাসতে হবে? কারণ কিছু লোক রয়েছে যাদের আমি পছন্দ করি না বা ভালবাসতে চেষ্টাও করি না।
শমরীয় হচ্ছে তারা যারা শমরীয় দেশে বসবাস করে,ইস্রায়েলের কাছের একটি দেশ। যিহুদী লোকেরা শমরীয়দের ঘৃণা করে কারণ তাদের ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল। ইস্রায়েলীয়রা তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখত না।

প্রশ্নঃ- তাহলে কেন সেই শমরীয় লোকটা থেমে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত যিহুদীর সাহায্য করেছিল?

সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ভুলে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত যিহুদীর প্রতি দয়া করা এটাই শমরীয়ের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল-তার প্রতিবেশীকে ভালবাসা।
উত্তম শমরীয়ের দৃষ্টান্তে দুইজন লোক যাজক ও লেবীয় আধমরা ব্যক্তিকে দেখেও মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিলেন। যখন বাইবেলের এই গল্পটি লেখা হয়েছিল, তখন যাজকরা ছিলেন সেবাকারী এবং লেবীয়রা ছিলেন তাদের সহায়তাকারী।

প্রশ্নঃ- যাজক ও লেবীয় আধমরা লোকটাকে সাহায্য করেন নি- এটা খুবই খারাপ বিষয় ছিল কেন?

কারণ এটা তাদের কাজ ছিল ঈশ্বরের বিশেষ সেবক হওয়ার জন্য।
কিন্তু তারা ঈশ্বরের মনোনীত বিশেষ সেবকের মত ব্যবহার করে নি বরং তার উল্টোটা করেছিল। ঈশ্বর যে মতো চেয়েছিলেন সেই মতো তারা ঈশ্বরকে উপস্থাপন করেন নি, সেই জন্য ঈশ্বর বলেছেন, “ যদি তোমরা আমার শিষ্য/প্রতিনিধি হও তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন কর।

প্রশ্নঃ- আপনার কাজের দ্বারা আজকে আপনি কিভাবে ঈশ্বরকে সন্মান করবেন?

.....

পাঠ্যক্রম> ৭ সাময়িক বিরতি (প্রথম খণ্ড)

বিশ্রামবার পবিত্র বলে মান্য কর

(ঈশ্বরের দেওয়া দান হিসাবে বিশ্রাম দিনটি দায়িত্ব সহকারে পালন করুন)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের বাড়ীর কাজ ও মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " তোমরা সমস্ত কাজ আন্তরীকতার সঙ্গে কর, মানুষের জন্য যে করছ তা নয় , কিন্তু প্রভুর কাজ মনে করেই কাজ করে যাও"। (কলসীয় ৩:২৩)

চারিত্রিক গুনঃ- প্রসন্ন মনোভাব।

প্রশ্ন আলোচনাঃ- আপনার কি সংসারের দৈনন্দিন কাজ বা ঘরের দায়িত্ব রয়েছে? আপনি যখন সেটা করেন তখন কেমন লাগে?

ভূমিকাঃ- আপনি কি কখনও এস. ট্রেট ক্যাথির নাম শুনেছেন? সেই মুরগীর মাংস খাওয়া বিলবোর্ডস্ সম্বন্ধে? আমেরিকাতে চিক- ফিল্- এ নামে একটি রেস্টুরেন্ট খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের জানতে চেয়েছিলেন যে, তাদের সফলতার রহস্য কি?

মিস্টার ট্রেট প্রথম তার দোকান ১৯৬৭ সালে খুলেন। তিনি রবিবারের দিন দোকান বন্ধ রেখে ঈশ্বরকে সন্মান করতে চান,তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রতি সপ্তাহের রবিবার দোকান বন্ধ থাকবে। তথ্য অনুসারে বলছি, রবিবার হচ্ছে সপ্তাহের তৃতীয় ব্যস্ততম দিন রেস্টুরেন্টদের জন্য। কিন্তু চিক- ফিল- এ সেই দিন বন্ধ থাকত। সেইজন্য ,বড় বড় দোকানগুলি সাধারনত বন্ধ থাকত সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনে,অন্যান্য রেস্টুরেন্টগুলি সপ্তম দিনে।

অল্প সময় পরে, চিক- ফিল- এ তাদের কমিটি পুনরায় মূল্যায়ন করেন রবিবারের দিনটি বন্ধের বিষয়ে, কিন্তু যখনি মূল্যায়নের শেষের দিকে আসতেন তখনি ঈশ্বরকে সন্মানের কথা মনে করতেন। সমস্ত দোকানের মালিকরা যৌথ ব্যবসায়িক সংস্থার উদ্দেশ্যে একমত হনঃ "তিনি যা আমাদের হাতে গচ্ছিত রেখেছেন তা বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা এবং ইতিবাচক অনুপ্রেরণা যারা চেক-ফিল-এ র সংস্পর্শে এসেছিল"।

- চতুর্থ আজ্ঞায় বলা হয়েছে " ৮) বিশ্রামের দিনটিকে বিশেষ দিন হিসাবে মনে রাখবে। ৯) সপ্তাহের ছয় দিন কাজ কোরো। ১০) কিন্তু সপ্তম দিনটি হবে অবসরের। প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের দিন। সুতরাং সেই দিনে কেউ কাজ করবে না- তুমি নয়, অথবা তোমার ছেলে বা মেয়েরা, অথবা তোমার স্ত্রী, অথবা তোমার কৃত দাস-দাসীরা কেউ নয়। এমনকি তোমাদের গৃহপালিত পশু এবং তোমাদের শহরে বাস করা বিদেশীরাও বিশ্রামের দিনে কোন কাজ করবে না। ১১) কারন প্রভু সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করে এই আকাশ,পৃথিবী,সমুদ্র,এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছু বানিয়েছেন এবং সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নিয়েছেন। এইভাবে বিশ্রামের দিনটি প্রভুর আশীর্বাদ ধন্য ছুটির দিন। প্রভু এই দিনটিকে বিশেষ দিন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন" (যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১)।

যদিও চতুর্থ আজ্ঞাটি বিশেষত আমাদের বিশ্রাম সম্বন্ধে, তবুও সেই দিনে কাজের কথাও বলা হয়েছে। তার পাশাপাশি আমাদের কোন কিছু করার থেকে বিশ্রাম নিতে হবে। তাহলে আমরা আপনাদের বলব,কিভাবে এই আজ্ঞাটি আমাদের কাজ কর্মে সাহায্য করে।

ঈশ্বরকে ভালবাসার চিহ্ন হিসেবে ইস্রায়েল লোকেদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল কাজ ও বিশ্রাম সম্বন্ধে যেন তারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে।

সাময়িক বিরতি (প্রথম খণ্ড)

(শাস্ত্রঃ- আদিপুস্তক ১:৩১-২:৩)

১) " ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সব কিছু দেখলেন এবং ঈশ্বর দেখলেন সমস্ত সৃষ্টিই খুব ভাল হয়েছে, সন্ধ্যে হল,তারপর সকাল হল, এভাবে ষষ্ঠ দিন হল। ২:১) এইভাবে পৃথিবী, আকাশ, এবং তাদের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় জিনিস সম্পূর্ণ হল। ২)যে কাজ ঈশ্বর শুরু করেছিলেন তা শেষ করে সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নিলেন। ৩)সপ্তম দিনটিকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করে সেটিকে পবিত্র দিনে পরিণত করলেন। দিনটিকে ঈশ্বর এক বিশেষ দিনে পরিণত করলেন কারণ ওই দিনটিতে পৃথিবী সৃষ্টির সমস্ত কাজ থেকে তিনি বিশ্রাম নিলেন"।

সৃষ্টির গল্পে ঈশ্বর কাজ করেছেন এবং তা উত্তম বলেছেন, পরে আদমকে সৃষ্টি করবার পরে ঈশ্বর তাঁকে কাজ করতে দিয়েছিলেন। বাইবেল বলে, " কৃষিকাজ ও বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রভু ঈশ্বর মানুষটিকে এদন বাগানে রাখলেন" (আদিপুস্তক ২:১৫)।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর আদমকে বাগানের দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন , তিনি কোথায় বসবাস করতেন ও কাজ করতেন?

আজকে ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর বাগানকে রক্ষণাবেক্ষণ করি যা তিনি আমাদের দিয়েছেন।

আমরা যেখানে বসবাস করি সেটা কীভাবে দেখাশোনা করতে পারি?

আমাদের ঘর পরিষ্কার রাখা, নোংরাকে তুলে ফেলে দেওয়া, কাগজকে পচনশীল করা, কাঁচ ও প্লাস্টিকের জিনিসকে আমাদের বাসস্থান থেকে দূরে ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের বাসস্থানকে দেখাশোনা করতে পারি।

প্রশ্নঃ- এই সংসারের যত্ন নেওয়ার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আচরণ কেমণভাবে দেখাতে পারি?

আমাদেরকে তিনি যা দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা দেখানোটাই প্রকাশ করে আমরা তাঁকে সন্মান করি। আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আচরণ প্রকাশ পায়।

প্রশ্নঃ- আপনার কাজের বা দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে দিয়ে কীভাবে ঈশ্বরকে সন্মান করবেন?

সানন্দে, আমাদের আচার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তা করতে পারি।

প্রশ্নঃ- বাইবেল আমাদের দুটি বিষয় বলে, আমাদের যে কাজ দেওয়া হয়েছে তা কীভাবে করতে হয়। আপনি কি জানেন সেটা কি?

১) " তোমরা সমস্ত কাজ আন্তরিকতার সঙ্গে কর। মানুষের জন্য যে করছ তা নয়, কিন্তু প্রভুর কাজ মনে করেই কাজ করে যাও" (কলসীয় ৩:২৩)। আমাদের উত্তম কাজ ও আচরণের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে আমরা সন্মান প্রদর্শন করতে পারি।
২) "তোমরা অভিযোগ ও তর্ক বিতর্ক না করে সব কাজ কর" (ফিলিপীয় ২:১৪)। ঈশ্বর বলেছেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের কাজ কর্মের প্রতি ভাল আচরণ থাকা।
প্রশ্নঃ- এই সপ্তাহে আপনাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে কিভাবে ঈশ্বরকে সন্মান দেখাবেন?

- আমাদের পরবর্তী পাঠে আমরা দেখব বিশ্রাম দিন সম্বন্ধে এবং এটা পবিত্র করার অর্থই বা কী?

পাঠ্যক্রম> ৮ সাময়িক বিরতি (দ্বিতীয় খণ্ড)

" বিশ্রাম দিনকে পবিত্র বলে মান্য কর"

(ঈশ্বরের দেওয়া দান হিসাবে বিশ্রাম দিনটি দায়িত্ব সহকারে পালন করুণ)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজ এবং মুখস্ত পদ।
আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " প্রভু তোমাদের ঈশ্বর যে রকম আজ্ঞা করেছিলেন, সেই অনুসারে তোমরা অবশ্যই বিশ্রামের দিনটিকে একটি বিশেষ দিন হিসেবে পালন করবে" (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১২)।
চারিত্রিক গুনঃ- বাধ্যতা
গত সপ্তাহের পাঠ্যক্রমের পুনরাবৃত্তিঃ- ঈশ্বরের জন্য তাদের ভালবাসা তার চিহ্নস্বরূপ- ইস্রায়েলীয়দের আদেশ করেছিলেন, যেন তারা কাজ কর্ম ও বিশ্রাম বারকে ঈশ্বরের দেওয়া বিধি হিসাবে পালন করে।
আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- আপনার সখ বা প্রত্যেকদিন বিনোদনের উপায় কি?
ভূমিকাঃ- ১৯২৪ সালে অলিম্পিক খেলা যা প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ইংল্যান্ডের কাছে ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতবার একটা বড় সুযোগ ছিল, কিন্তু ফ্রান্স তাতে অংশ নিতে প্রত্যাক্ষান করেছিল। প্রথম ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার রবিবারের দিন ধার্য হয়। এরিক বললেন, " আমি রবিবার দৌড়ায় না, রবিবার খেলাধুলার জন্য নয় কিন্তু শুধুমাত্র ঈশ্বরের আরাধনার জন্য, অন্ততঃ আমার জন্য"।
ব্রিটিশ কর্মকর্তারা দিনটি পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হন নি। এই ঘটনায় কেউ কেউ তাকে বোকা বলেছিল, কেউবা তাকে বিশ্বাসঘাতক বলেছিল, কিন্তু এরিক তার প্রতিজ্ঞায় অনড় থাকলেন, ঈশ্বরকে সন্মানার্থে রবিবার যা প্রভুর দিন, খেলা ও কার্য থেকে বিরাম। এরিক স্কটিস্ট চার্চে ভাষণ দেওয়ার সময় যীশু খৃষ্টের প্রতি তার সমর্পণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথম ১০০ মিটার দৌড়ের কথা তিনি বলেছিলেন। যদিও এটা তার খুব ভাল সফলতা/ কৃতিত্ব পান নি, এরিক ৪০০ মিটার দৌড়ে

উত্তীর্ণ হয়ে সেমি ফাইনাল পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তার দৌড় প্রতিযোগিতার শেষের দিন একজন প্রশিক্ষক তার হাতে একটি কাগজ ধরিয়েছিলেন যাতে লেখা ছিল, " যে আমাকে সন্মান করে আমিও তাকে সন্মানিত করব" (১ শমূয়েল ২:২০)। যদিও এরিক সম্পূর্ণ সফলতা পান নি তবুও তিনি ৪০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন অল্প সময়ের মধ্যে। ১৯৮১ সালে এরিক লিডেল্স্ এর গল্প ঈশ্বরের সন্মানার্থে বিশ্রাম বারকে আরামের জন্য একটি বিশেষ দিন হিসাবে পালন করা- এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি সিনেমা তৈরি হয়েছিল যার নাম 'অগ্নিরথ' (Chariots of Fire)।
(এই অংশটি হিরো টেলস্ থেকে নেওয়া হয়েছে যা দেভ ও নিতা জ্যাক্সন্ লিখেছিলেন, বেথানী হাউস,১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৮১-৮৮)।

সাময়িক বিরতি (দ্বিতীয় খণ্ড)

(শাস্ত্রঃ- দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১২-১৩)

১২) " এখন হে ইস্রায়েল লোকেরা শোনো, প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, প্রকৃতই তোমাদের কাছ থেকে কি আশা করেন? ঈশ্বর চান যে তোমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করবে এবং তিনি যা বলেন সেটা করবে। ঈশ্বর চান যে তোমরা তাঁকে ভালবাসবে এবং তোমাদের সমস্ত হৃদয় এবং সমস্ত আত্মা দিয়ে তাঁর সেবা করবে। ১৩) সেই কারনে আমি আজ তোমাদের যেগুলো দিচ্ছি সেই বিধি সমূহ এবং আজ্ঞা সমূহ তোমরা মেনে চল।তোমাদের ভালোর জন্যই এই নিয়মাবলী এবং আজ্ঞা সমূহ"।

- বিগত পাঠ্যক্রমে আমরা শিখেছি, আমাদের কাজের প্রতি মনোভাব, কিন্তু চতুর্থ আজ্ঞাটি হল বিশেষত বিশ্রাম দিন সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব। বিশ্রাম বার এবং আমরা সেটা কিভাবে পবিত্র রাখব।

প্রশ্নঃ- পবিত্র কথার অর্থ কি? (আপনার মুজোর মতো পবিত্র নয়)
পবিত্র মানে হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য সম্পুর্ণ পৃথক হওয়া)।

বিশ্রামবারের আরম্ভ

.....

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর দশ আজ্ঞা দেওয়ার আগেই, ইস্রায়েলীয়দের বিশ্রাম বার দিয়েছিলেন।
প্রশ্নঃ- আমাদের অনেক আগেকার পাঠ্যক্রম মনে করে দেখেন যেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম ইস্রায়েলীয়রা প্রান্তরে তাম্বু গেঁড়ে ছিল (পাঠ্যক্রম> ৩)। আপনার কি মনে পড়ছে তারা কতদিন মরুভূমিতে ছিল?
৪০ বছর।
প্রশ্নঃ- স্মরণ করুণ ঈশ্বর কিভাবে তাদেরকে ৪০ বছর যাবৎ আহার যুগিয়েছিলেন?
ঈশ্বর মরুভূমিতে ইস্রায়েলীয়দের মান্না খেতে দিয়েছিলেন।

৪) তখন প্রভু মোশিকে বললেন, " আমি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে খাবার ফেলবার ব্যবস্থা করব।সেই খাবার তোমাদের খাবার যোগ্য হবে।লোকেরা প্রতিদিন বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের প্রয়োজন মতো সাড়াদিনের খাবার কুড়িয়ে নিয়ে আসবে।আমি যা বলছি তোমরা তা করছ কিনা শুধু তা দেখবার জন্য আমি এটা করব। ৫) প্রত্যেকদিন তারা কেবলমাত্র একদিনের মতো পর্যাপ্ত খাবার সংগ্রহ করবে। কিন্তু ষষ্ঠদিন(শুক্রবার) যখন তারা খাবার তৈরি করবে তখন তারা দেখবে যে দুদিনের মতো পর্যাপ্ত খাবার সঞ্চিত আছে" (যাত্রাপুস্তক ১৬:৪-৫)।

মোশিও তাদের বলেছিলেন, (২২) " দেখ, প্রভু এই বিশ্রামের দিনটি তোমাদের অবসরের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। তাই প্রভু ষষ্ঠদিন(শুক্রবার) তোমাদের দুদিনের জন্য পর্যাপ্ত খাবার দিয়েছেন। সুতরাং যে যেখানেই থাক না কেন শনিবার অর্থাৎ বিশ্রামের দিনে তোমরা সকলে বিশ্রাম নেবে ও আরাম করবে"। (৩০) তাই লোকেরা প্রভুর কথা মতো বিশ্রামের দিনে আরাম করতে লাগল"(যাত্রাপুস্তক ১৬:২৯-৩০)।

পরবর্তীতে ইস্রায়েলীয়রা স্থায়ী বসবাস শুরু করে এবং কৃষিকর্ম করে। প্রভু তাঁর লোকেদের বললেন, " তোমরা ছয়দিন যাবৎ পরিশ্রম করবে ও সপ্তমদিন বিশ্রাম নেবে। চাষের বীজ রোপণ ও ফসল কাটার সময় তোমরা অবশ্যই বিশ্রাম নেবে" (যাত্রাপুস্তক ৩৪:২১)।

এবং অনেক বছর কেটে গেছে, ইস্রায়েলীয়রা যে কেবল কৃষিকাজ করে তা নয় ,যে কোন অন্যান্য কর্ম , চাকুরী তারা করুক না কেন ঈশ্বর তাদের জন্য একই বিধি বেধে দিয়েছেন, ' ছয়দিন কাজ কর এবং সপ্তমদিন বিশ্রাম কর'।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর কেন বিশ্রাম দিন দিয়েছিলেন?

চতুর্থ আজ্ঞা অনুসারে, সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে বিশ্রাম দিনটি হয়েছিল। ঈশ্বর সমস্ত কিছু ষষ্ঠদিনে(ছয়) সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নিয়েছেন। তিনি পুনরায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যা বানিয়েছিলেন সেটাকে দেখবার জন্য সময় নিয়েছিলেন।

আমরা কাজ করি কারণ ঈশ্বরও কাজ করেছিলেন। আমরা বিশ্রাম নিয় কারণ ঈশ্বরও বিশ্রাম নিয়েছিলেন। ঈশ্বর আমাদের সামনে একটা উদাহরণ রেখেছেন।

প্রশ্নঃ- আরাম বা বিশ্রাম করবার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে কিভাবে সন্মান দিতে পারি?

তিনটি মুখ্য কারণ রয়েছে যে, ঈশ্বর কেন আমাদের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন।

১) কারণ তিনি আমাদের জন্য চিন্তা করেন বা যত্ন নেন।

প্রশ্নঃ- আমরা আমাদের যত্ন নিয় তা আরাম বা বিশ্রামের মধ্যে দিয়ে কিভাবে প্রকাশ পায়?

যদি আমরা লাগাতার যেতেই থাকি, যেতেই থাকি তবে আমরা ক্লান্ত হয়ে যায় ও আমরা ভেঙ্গে পড়ি বা হয়রাণ হয়ে যায়, ফলস্বরুপ,আমরা যা করছি তাতে সফল বা ভালো ফল করতে পারি না।

২) এটা দেখায় যে, আমরা ঈশ্বরে নির্ভরশীল।

প্রশ্নঃ- বিশ্রাম বা আরামের মধ্যে দিয়ে কিভাবে প্রকাশ পায় যে, আমরা ঈশ্বরে নির্ভর করি?

ঈশ্বর চান যেন আমরা একদিনের বিরতি নিয়ে তিনি যে সমস্ত আশীর্বাদ বা উপকার করেছেন সেগুলিকে স্মরণ করি এবং আমাদের বিশ্বাস ও ভরসা রয়েছে যে, যদি আমরা একদিনেরও বিরতি বা আরাম নিয় তিনি আমাদের সকল প্রয়োজন মেটাবেন।

৩) এটা দেখায় যে, আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি ও তাঁর আদেশ সকল পালন করি ।

প্রশ্নঃ- বিশ্রামের মধ্যে দিয়ে কিভাবে প্রকাশ পায় যে আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি?

তাঁর আদেশ পালন করার মধ্যে দিয়ে।

বাইবেল বলে, " এখন হে ইস্রায়েল শোনো, প্রভু তোমাদের ঈশ্বর প্রকৃতই তোমাদের কাছ থেকে কি আশা করেন? ঈশ্বর চান যে তোমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করবে এবং তিনি যা বলেন সেটা করবে। ঈশ্বর চান যে তোমরা তাঁকে ভালবাসবে এবং তোমাদের সমস্ত হৃদয় এবং সমস্ত আত্মা দিয়ে তাঁর সেবা করবে। সেই কারণে আমি আজ তোমাদের যেগুলো দিচ্ছি সেই বিধিসমূহ এবং আজ্ঞাসমূহ তোমরা মেনে চল। তোমাদের ভালোর জন্যই এই নিয়মাবলী এবং আজ্ঞা সমূহ" (দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১২-১৩)।

প্রশ্নঃ- আর অন্য কি উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা বিশ্রাম দিনটি পালন করতে পারি?

ঘরে বসে পরিবারের কাজকর্ম নিয়ে একটু পরিকল্পনা করুণ, একটু ঘুমিয়ে বা গড়িয়ে নিন, বই পড়ুন।

.....

পাঠ্যক্রম> ৯ আরও অধিক,অধিক,অধিক

'তোমার প্রতিবেশীর দ্রব্যে লোভ করিও না'

(তোমার যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকো)

পুনরাবৃত্তিঃ- বিগত সপ্তাহের ঘরের কাজ এবং মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " .....বরং স্বর্গে তোমার জন্য ধন সঞ্চয় কর" (মথি ৬:২০)।

চারিত্রিক গুণঃ- সন্তুষ্ট থাকা বা তৃপ্ত থাকা।

ভূমিকাঃ- ১৯৯৮ সালের আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে, আমেরিকার হেরিটেজ্ ম্যাগাজিন তৎকালীন ৪০ জন ধনী ব্যক্তির একটি তালিকা তৈরী করেন। সেই তালিকায় ৩৯ জন পুরুষ ও একজন মহিলার নাম ছিল। আমেরিকার সবচাইতে ধনী মহিলা ছিলেন হেইটি গ্রীন্। তার সৌভাগ্য যখন তিনি ১৯১৬ সালে মারা গেলেন, তখন হিসাব করে দেখা গেল ১০০ মিলিয়নেরও বেশী তার কাছে ধন ছিল(আজকের ডলারের হিসাবে তার সংখ্যা হল ১৭ বিলিয়ানেরও বেশী)। কিন্তু হেইটি গ্রীন্ প্রচুর ধনবতী ছিলেন বলেই যে তার খ্যাতি ছিল তা নয় বরং তার কৃপণতার জন্য তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন।

আপনি এই বিষয়ে কি ভাবেন? তার ২১ তম জন্মদিনে হেইটি মোমবাতি জ্বালাতে অস্বীকার করেছিলেন কারণ তা একটা অযথা খরচ। পরেরদিন তিনি মোমবাতিটা বের করে মুছে নিয়ে দোকানে ফিরত দিয়েছিলেন ও টাকা ফেরত নিয়েছিলেন।

১৯০২ সালে যখন তার স্বামী মারা গেলেন, তারপর তিনি তার ঘর বেলোস্ ফল্স্, ভারমন্ট টু হবোকেন্ এর নিউ জার্সি ছেড়ে দিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরে এলেন যেখানে তার টাকা রাখা ছিল তার কাছাকাছি। সেখানে তিনি ঘর কিনেন নি বরং লিজে দেওয়া একটা ভাড়া ঘরে থাকতেন যার খরচ ছিল সপ্তাহে মাত্র ৫ ডলার। তিনি প্রত্যেকদিন একই জামা কাপড় পড়তেন যতক্ষণ পর্যন্ত তা না ন্যাকড়া হয়ে যেত। অফিসের হিটারে তিনি ওত্স্ (সহজ হজমকারক) খাদ্য বানিয়ে দুপুরের খাবার সারতেন। হেইটি গ্রীন খুবই নীচ প্রকৃতির লোভী ছিলেন। এই সবের জন্যই দায়ী ছিল তার আচরণ। প্রথম নয়টা আদেশ যা আমাদের কাজকর্ম বা আচরণের উপর নির্ভর করে- যেগুলো আমাদের করা উচিৎ বা উচিৎ না বা ভাবা উচিৎ নয়। কিন্তু লোভ করাটা আমাদের আচরণের উপর নির্ভর করে। লোভ করার অর্থ হল মন্দ ভাবে আকাঙ্ক্ষা বা আশা করা।

প্রশ্নঃ- আপনি কি ধরনের জিনিস সংগ্রহ করতে ভালবাসেন?

(বেস বলের কার্ড, অটোগ্রাফ, সিকি পয়সা, পাথর, জঙ্ক জানোয়ারের উপাদান)। আপনি এমন কোন কিছুরই আশা করবেন না যেটা আমাদের কাছে অপরিস্কার, ঠাণ্ডা, আকর্ষণীয় নয়। আপনার আকাঙ্ক্ষা বা পাওয়ার চেষ্টা সেটাকেই করবেন যেটা সঠিক জিনিস এবং আমরা পছন্দ করি ও আমাদের আকর্ষণ করে।

প্রশ্নঃ- কি ধরনের জিনিস করতে আপনি পছন্দ করেন?

(খেলাধূলা, ছবি আঁকা, বন্ধু বান্ধব, গান গাওয়া)। আপনি হয়তো খেলাধূলা করতে বেশী পছন্দ করেন। আপনি স্কুলের কাজে ভালো নম্বর বা স্থান অধিকার করে সফল হতে চান। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি এবং সমস্ত কিছু ঠিকঠাক হয়।

প্রশ্নঃ- কি ধরনের জিনিস আপনি বানাতে বা তৈরী করতে পছন্দ করেন?

কোন কিছুর নমুনা, একটি ঘর গাছপালায় ঢাকা, হস্তকলা(ছবি আকাঁ), বিস্কুট বানানো। আপনার কোন কিছু বানাবার বা তৈরী করবার আকাঙ্ক্ষা থাকে কারণ ঈশ্বর আমাদের মধ্যে সেই ইচ্ছা বা যোগ্যতা ঢেলে দিয়েছেন যেন আমরা তৈরী করতে পারি।

প্রশ্নঃ- বাইবেলে কি সে রকম কোন জিনিসের নাম রয়েছে যেটা আপনি পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত বা উৎসুক?

প্রেম, আনন্দ, শান্তি, মঙ্গলভাব, জ্ঞান।

একা মনোযোগ দিয়ে শুনুনঃ " প্রভুর শিক্ষামালা ভালো ও ন্যায় সঙ্গত, তা খাটি সোনার চেয়েও মুল্যবান। তাহা মধুর থেকেও মিষ্টি" (গীতসংহিতা ১৯:৯-১০)। ঈশ্বর বলেন যে, আপনি বাইবেলের মধ্যে সঠিকভাবে জীবনে চলবার জন্য রাস্তা খুঁজে পেতে পারেন যা খুবই আকাংখাজনক।

- 'কভেট্'-(covet)লোভ করা এই শব্দটা 'পরিতৃপ্ত করা বা কামনা/ বাসনা' উক্ত শব্দের থেকে এসেছে।যার অর্থ একটাই। কোন কিছুর জন্য কামনা করার মধ্যে কোন ভুল নেই। একটু আগেই যে কথাগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বিশেষ

আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন এবং আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন যেন আমরা আনন্দিত/খুশি হতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের যেমন আকাঙ্ক্ষা ও অনেক উত্তম জিনিসগুলি দিয়েছেন, সেই সঙ্গে তিনি আরও কিছু বলেছেন যেটা নাগালের বাইরে। আসুন আমরা বাইবেলের থেকে একটি ঘটনা দেখি, যে কিভাবে একজন মন্দভাবে বাসনা/ লোভ করেছিল।

একজন ধনী যুবক (লূক ১৮:১৮-২৩)

১৮) " ইহুদীদের একজন দলনেতা তাঁকে জিজ্ঞাস করল, " হে সৎগুরু, অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে? ১৯) যীশু তাকে বললেন, ' তুমি আমায় সৎ বলছ কেন? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ সৎ নয়। ২০) তুমি তো ঈশ্বরের সব আজ্ঞা জান, ব্যভিচার কর না, নর হত্যা কর না, চুরি কর না, মিথ্যা সাক্ষী দিয় না, তোমার বাবা-মাকে সন্মান কর'। ২১) সে বলল, 'আমি ছোটবেলা থেকেই সে সব পালন করে আসছি'। ২২) একথা শুনে যীশু তাকে বললেন, " কিন্তু তোমার মধ্যে একটি বিষয়ের এখনও ত্রুটি আছে। তোমার যা কিছু আছে সে সব বিক্রি করে তা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেও, তাহলে স্বর্গে তোমার ধন সম্পদ জমা হবে, তারপর আমায় অনুসরণ করো"। ২৩) কিন্তু একথা শুনে তার খুবই দুঃখ হল, কারণ তার প্রচুর ধন সম্পদ ছিল"।

প্রশ্নঃ- যীশু সেই যুবকটিকে কি করতে বলেছিলেন?

যীশু সেই যুবককে বলেন নি যে, অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য তোমার আরও অনেক ধন সম্পত্তির দরকার রয়েছে । যীশু তাকে অন্য কিছু করতে বলেছিলেনঃ - যে আর বেশী জিনিসের দরকার নাই বরং যা আছে তা অন্যকে দিয়ে দিতে।

প্রশ্নঃ- যখন যীশু তাকে বলেছিলেন সমস্ত ধন সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে তখন ধনী যুবকটি কেন দুঃখিত হয়েছিল?

তিনি তার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে ধন সম্পদকে রেখেছিলেন- এমনকি ঈশ্বরের থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যীশু যে তার সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারেন তা, ধনী ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়েছিল। তিনি তার ধন সম্পত্তিকে বেশী ভালবাসতেন।

শুনুন সুসমাচার লূক আমাদের কি বলেঃ- "সাবধান, সমস্ত রকম লোভ থেকে নিজেদের দূরে রাখ, কারণ মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি থাকলেও তার জীবন তার সম্পত্তির উপর নির্ভর করে না" (লূক ১২:১৫)।

ধনী লোকটি নিজের সম্পত্তি ভালভাবে দেখাশোনা করেন নি এবং তার মন্দভাবে বাসনা করার ফলস্বরুপ প্রচণ্ড লোভে পরিণত হয়েছিল।

প্রশ্নঃ- সম্পত্তি মানেই কি সবসময় টাকা? টাকার বাইরে অন্য জিনিসের উপরেও কি আপনার লোভ রয়েছে?

মনোযোগ, প্রশংসা, পদ, যোগ্যতা, জ্ঞান, সম্পত্তি।

আসুন আমরা জানতে চেষ্টা করি, লোভী না হয়ে কিভাবে সঠিক রাস্তাতে আকাঙ্খা বা বাসনা করা যায়ঃ- " তোমাদের যা আছে তা অভাবী ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে ভাগ করে নেও" (রোমীয় ১২:১৩)। সুযোগ পেলেই ভাগ/দান করুন।

"..... অকাতরে দান করুণ" (হিতোপদেশ ২১:২৬)। আপনার সামর্থ্য অনুসারে দান করুণ।

" বিনা মুল্যে তোমরা পেয়েছ, বিনামুল্যে দান কর" (মথি ১০:৮)। দেও কারণ তুমি পেয়েছ। আমাদের আজ যা আছে তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তিনি আশা করেন যা আমাদের তিনি দিয়েছেন তা থেকে যাদের প্রয়োজন তাদের যেন দান করি।

প্রশ্নঃ- ধন সম্পত্তি রাখা কি অনুচিত?

না।

প্রশ্নঃ- যাদের দরকার আছে বা প্রয়োজন আছে তাদের সাহায্য না করাটা কি অনুচিত?

হ্যাঁ।

যীশু বলেছেন, "..... তোমরা নিজের জন্য স্বর্গে ধন সঞ্চয়/জমা করো....." (মথি ৬:২০)। পৃথিবীতে দান দেওয়ার মধ্যে দিয়েও আপনি স্বর্গে ধন জমা করতে পারেন।

.....

পাঠ্যক্রম> ১০ প্রথমে খোঁজ কর

তোমার প্রতিবেশীর দ্রব্যে লোভ কর না

(তোমার যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাক)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজ এবং মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " কিন্তু প্রথমে তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার খোঁজ কর....." (মথি ৬:৩৩)।

চারিত্রিক গুণঃ- সন্তুষ্ট বা তৃপ্তি।

আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- তুমি কি বাবা-মায়ের কাছে কখন এমন কিছু চেয়েছ যে, তোমার বাবা-মা বলেছে, তুমি পাবে না?

উদাহরণ- যেমন রাত্রে খাবার আগে বিস্কুট, একটি বিশেষ ভিডিও গেম, উপরে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা।

পুনরাবৃত্তিঃ- আমাদের গত বাইবেল অধ্যয়নের পাঠে আমরা দেখেছি, যে কিভাবে লোভ আমাদের মধ্যে থেকে অপরকে দেওয়ার যে আনন্দ তা কেড়ে নিয়ে যায়। অন্যকে দান করা বা ভাগ করে নেওয়া যা তোমার আছে, যার মধ্যে দিয়ে সঠিক মনোভাব গঠন করতে সাহায্য করে। যেমন- খেলনা,টাকা পয়সা, এবং আরও অন্যান্য দরকারী বস্তু যেটা আপনার।

ভূমিকাঃ- আজকে বাইবেল থেকে একটি গল্প শুনব, যেটা আমাদের দেখাবে যখন কোন লোক কোন কিছুর আশা করে তখন ঈশ্বর বলেন, 'তোমার জন্য সেটা নিষিদ্ধ'। তারপর আমরা আলোচনা করব, কোন কিছুর বিষয়ে ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়া যেটা আমার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রথমে খোঁজ কর

(আদিপুস্তক ২:৪-৯,১৫-১৮,৩:১-৭)

৪) " এই হল আকাশ ও পৃথিবীর ইতিহাস, ঈশ্বর যখন পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন যা কিছু ঘটেছিল এটা তারই গল্প। ৫) পৃথিবীতে তখন কোন গাছপালা ছিল না। মাঠে তখন কিছুই জন্মাতো না। কারণ প্রভু তখনও পৃথিবীতে বৃষ্টি পাঠান নি এবং ক্ষেতে চাষবাস করার জন্য কেউ ছিল না। ৬) পৃথিবী থেকে জল উঠে চারপাশের জমিতে ছড়িয়ে পড়ল। ৭) তখন প্রভু ঈশ্বর মাটি থেকে ধূলো তুলে নিয়ে একজন মানুষ তৈরি করলেন এবং সেই মানুষের নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করালেন এবং মানুষটি জীবন্ত হয়ে উঠল। ৪) তখন প্রভু ঈশ্বর, পূর্বদিকে বাগান বানালেন আর সেই বাগানটির নাম দিলেন এদন এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি করা মানুষটিকে সেই বাগানে রাখলেন। ৯) এবং সেই বাগানে প্রভু ঈশ্বর সব রকমের সুন্দর বৃক্ষ এবং খাদ্যপযোগী ফল দেয় এমন প্রতিটি বৃক্ষ রোপণ করলেন। বাগানের মাঝখানটিতে প্রভু ঈশ্বর রোপণ করলেন জীবন বৃক্ষটি যা ভাল এবং মন্দ বিষয়ে জ্ঞান দেয়।

....

১৫) কৃষিকাজ আর বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রভু ঈশ্বর মানুষটিকে এদন বাগানে রাখলেন। ১৬) প্রভু ঈশ্বর মানুষটিকে এই আদেশ দিলেন, বাগানের যেকোনো বৃক্ষের ফল তুমি খেতে পার। ১৭) কিন্তু যে বৃক্ষ ভাল আর মন্দ বিষয়ে জ্ঞান দেয় সেই বৃক্ষের ফল কখনও খেও না। যদি তুমি সেই বৃক্ষের ফল খাও, তোমার মৃত্যু হবে। ১৮) তারপর প্রভু ঈশ্বর বললেন, মানুষের নিঃসঙ্গ থাকা ভাল নয়। আমি ওকে সাহায্য করার জন্য ওর মতো আর একটি মানুষ তৈরী করব"।

.... →

৩:১-৭ - ১) প্রভু ঈশ্বর যত রকম বন্য প্রানী সৃষ্টি করেছিলেন সে সবগুলোর মধ্যে সাপ সব চেয়ে চালাক ছিল। সাপ সেই নারীর সঙ্গে একটি চালাকি করতে চাইল। একদিন সেই সাপটা নারীকে জিজ্ঞাস করল, ' নারী, ঈশ্বর কি বাগানের কোন গাছের ফল না খেতে সত্যিই আদেশ দিয়েছেন? ২) তখন নারী সাপটাকে বলল, না, ঈশ্বর তা বলেন নি। বাগানের সব গাছগুলোর থেকে আমরা খেতে পারি। ৩) শুধু একটি গাছ আছে যার ফল কিছুতেই খেতে পারি না। ঈশ্বর আমাদের বলেছিলেন, " বাগানের মাঝখানে যে গাছটা আছে, তার ফল কোনোমতেই খাবে না। এমনকি ঐ গাছটা ছোঁবেও না- ছুঁলেই মরবে"। ৪) কিন্তু সাপটা নারীকে বলল, না, মরবে না। ৫) ঈশ্বর জানেন, যদি তোমরা ওই গাছের ফল খাও তাহলে তোমাদের ভাল আর মন্দের জ্ঞান হবে। আর তোমরা তখন

ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে"। ৬) সেই নারী দেখল গাছটা সুন্দর এবং এর ফল সুস্বাদু, আর এই ভেবে সে উত্তেজিত হল যে, ওই গাছ তাকে জ্ঞান দেবে, তাই নারী গাছটার থেকে ফল নিয়ে খেল। তার স্বামী সেখানেই ছিল, তাই সে স্বামীকেও ফলের একটা টুকরো দিল আর স্বামীও সেটা খেল। ৭) তখন সেই নারী ও পুরুষ দুজনের মধ্যেই একটা পরিবর্তন ঘটল, যেন তাদের চোখ খুলে গেল আর তারা সব কিছু অন্যভাবে দেখতে শুরু করল। তারা দেখল তাদের কোন জামা কাপড় নেই, তারা উলঙ্গ। তাই তারা কয়েকটা ডুমুরের পাতা জোগাড় করে সেগুলোকে জুড়ে জুড়ে সেলাই করল এবং সেগুলোকে পোশাক হিসাবে পরল"।

- আমাদের ইশ্বর, সেই একই ঈশ্বর যিনি আদমকে প্রাণবায়ু দিয়েছিলেন, সেই একই ঈশ্বর যিনি আদম ও হবার জন্য বাগান নির্মাণ করেছিলেন। তিনি আমাদের ভালবাসেন।

প্রশ্নঃ- একটি বিষয় বলুন যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন?

একটি রাস্তা রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন, কারণ তাঁকে ভালোবাসার জন্য তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেন নি। বরং তিনি আপনাকে পছন্দ দিয়েছেন আপনি তাঁকে ভালবাসবেন কিনা ?

প্রশ্নঃ- একটি বিষয়ে বলুন যার মাধ্যমে ঈশ্বরকে আপনি যে ভালবাসেন তা প্রকাশ করবেন ?

তাঁকে মেনে চলার দ্বারা বা তাঁর বাধ্য হয়ে চলার দ্বারা আপনি দেখাতে পারবেন যে আপনি তাঁকে ভালবাসেন।

- 'বাধ্যতা' সম্বন্ধে আমি কিছু আপনাদের বলতে চাই, আপনি যদি 'বাধ্য' এই শব্দটাকে অভিধানে দেখেন তাহলে তাতে বলা হয়েছে- " তোমাকে যেমনটি বলা হয়েছে তেমনি কর"। কিন্তু ইহার অন্য অর্থ হল " মেনে চলা/অনুবর্তী হওয়া"। কোন কিছুর বা কোন ব্যক্তির অনুবর্তী হওয়া মানে তার মতো হওয়া।
- আপনি সম্পূর্ণ টাকা খরচ করছেন গাটোরেড পান করে আর আশা করছেন যে আপনি মাইকেল জর্ডনের মতো হবেন, যদি আপনি শুধু মাইকের মতো হতে চান তবে বাইরে গিয়ে গাটোরেড (Gatorade) পান করুন ।

ঈশ্বর বলেন নি মাইকের মতো হতে, কিন্তু তিনি বলেছেন খ্রীষ্টের মতো হতে।

প্রশ্নঃ- আপনি অন্য একজনের মতো হতে গেলে কি করবেন?

আপনাকে সেই ব্যক্তির সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। লক্ষ্য রাখবেন যখন আপনি কোন ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে রয়েছেন, তখন আপনি সেই ব্যক্তির মতো কথা বলতে এবং ব্যবহার করতে শুরু করবেন।

প্রশ্নঃ- আপনি কি ভাবে যীশুর মতো হতে পারেন?

তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে লেগে থাকুন। যখন আপনি যীশুর সাথে সময় অতিবাহিত করবেন তখন তাঁকে জানতে পারবেন। অন্য কোন ব্যক্তির পিছনে ঘুরে না বেড়িয়ে যখন আপনি যীশুর পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগেন , তখন আপনি তাঁর মতো হতে শুরু করেন। তাঁর অনুবর্তী হতে লাগেন। সুতরাং যখন আপনি ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে চলেন তখন আপনি আরও বেশী তাঁর মতো হতে থাকেন।

প্রশ্নঃ- আমাদের প্রথম স্তরে ঈশ্বর কেন আজ্ঞা/ আদেশ দিয়েছিলেন?

আমাদের মঙ্গল বা ভালোর জন্য।

বাইবেল বলে, ১২) " এখন হে ইস্রায়েলের লোকেরা শোন, প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, প্রকৃতই তোমাদের কাছ থেকে কি আশা করেন? ঈশ্বর চান যে তোমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করবে এবং তিনি যা বলেন সেটা করবে। এবং চান যে তোমরা তাঁকে ভালবাসবে এবং তোমাদের সমস্ত হৃদয় এবং সমস্ত আত্মা দিয়ে তাঁর সেবা করবে। ১৩) সেই কারণে আমি আজ তোমাদের যেগুলো দিচ্ছি , সেই বিধি সমূহ এবং আজ্ঞা সমূহ তোমরা মেনে চল। তোমাদের ভালোর জন্যই এই নিয়মাবলী এবং আজ্ঞাসমূহ" (দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১২-১৩)।

ঈশ্বর আমাদের বলেন, " আমি তোমাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছি এবং তুমি যখন আমার নির্দেশানুসারে চল তখন ভালোই ফল হয়, কিন্তু ইহা তোমার পছন্দ তুমি মেনে চলবে না নাই। মনে রাখবে তোমার পছন্দের সঙ্গে পরিণামও রয়েছে(তোমার সিদ্ধান্তের পরিণাম)। আপনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্বাধীন, কিন্তু আপনি যে সিদ্ধান্ত নেন তার পরিণাম আপনার পছন্দের উপর নির্ভর করে না।

প্রশ্নঃ- সেই বাগানের গাছের ফল সম্বন্ধে ঈশ্বর কি বলেছিলেন?

ঈশ্বর, আদম আর হবাকে বাগানের মাঝখানে থাকা গাছটির ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, এমনকি স্পর্শ করতেও বারণ করেছিলেন।

যদিও ফলটা দেখতে সুন্দর এবং লোভনীয় ছিল, যে কোন কারণই হোক না কেন, ঈশ্বর তা আদম আর হবার জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা আদম-হবা অবজ্ঞা করলেন এবং সরাসরি তাঁর অবাধ্য হলেন, অবাধ্যতার ফলস্বরুপ, তাদের জীবনে পরিণাম নেমে আসলো।

প্রশ্নঃ- আপনি কি জানেন, আদম-হবার অবাধ্যতার জন্য কি ঘটেছিল?

সব থেকে বড় পরিণামস্বরূপে পাপ পৃথিবীতে প্রবেশ করল।

বাইবেল বলে, " একজনের মধ্যে দিয়ে যেমন পৃথিবীতে পাপ এসেছিল, তেমনি পাপের সাথে এসেছে মৃত্যু। সকল মানুষ পাপ করেছে আর পাপ করার জন্যই সকলের কাছে মৃত্যু এল" (রোমীয় ৫:১২)।

প্রশ্নঃ- কেন আপনার বাবা-মা অথবা শিক্ষক, আপনার খুবই আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা , আপনাকে নিষেধ করে, এই বিষয়ে আপনার ভাবনা/ ধারনা কি?

আবার বলব, সেটা আপনার ভালোর জন্য, আপনার সুরক্ষার জন্য, আপনার কুশলতার জন্য, ধীরে ধীরে বেড়ে উঠবার জন্য চরিত্র এবং মুল্যবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

যেমন করে আপনার বাবা-মার কোন ভালো উদ্দেশ্য রয়েছে এবং সম্ভবতঃ সেটা মনে রাখা ভালো- যদি তারা কোন কিছু নিষেধ করে থাকে।

ঈশ্বর বলেন, নিষিদ্ধ জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করাটা ভুল। তিনি যানেন অনেক সময় যখন আমাদের লালসা পূরণের জন্য ভুল রাস্তায় পদক্ষেপ নিয়, তখন আমরা বিপদে পড়ি।

প্রশ্নঃ- আপনি যা নিষিদ্ধ, তার থেকে কিভাবে বেঁচে থাকতে পারেন?

এখানে কিছু ধারনা দেওয়া হল- " প্রথমে তোমরা যা ভাল এবং উচিৎ তার খোঁজ কর তাহলে তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা সব দেওয়া হবে" (মথি ৬:৩৩)। আপনি কার্যে প্রকাশ না করার আগেই চিন্তা করুন সেই সঠিক বিষয়গুলি কি কি। " একজন সৎ ব্যক্তি প্রভুর শিক্ষাকে ভালবাসেন। সে প্রভুর শিক্ষা বিষয়ে দিন রাত চিন্তা করে" (গীতসংহিতা ১:২)। বাইবেল পাঠ করুন এবং জানতে চেষ্টা করুন কোনটা উচিৎ ও কোনটা অনুচিত।

" আর আমাকে খুব বেশি ধনী বা দরিদ্র কর না, কিন্তু আমার প্রতিদিনের প্রয়োজনের জিনিস দেও....." (হিতোপদেশ ৩০:৮-৯)। আপনার যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন।

" আমার ঈশ্বর তোমাদের সব অভাব মিটিয়ে দেবেন, খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের যে মহিমার ভাণ্ডার আছে তার থেকে তিনি তোমাদের সব অভাব মোচন করবেন" (ফিলিপীয় ৪:১৯)। মনে রাখবেন আপনার যা প্রয়োজন ঈশ্বর যোগাবেন।

অনেক সময় যা নিষিদ্ধ আপনি ও আমি সেটা আকাঙ্ক্ষা করি। যেমন আদমের অবাধ্যতার জন্য জগতে পাপ প্রবেশ করল এবং তার পছন্দের পরিনামস্বরুপ আমি ও আপনি পাপ করি।

কিন্তু সুখবর এটা যে আপনাকে ও আমাকে বেঁছে নেওয়ার জন্য যীশু শক্তি দিয়েছেন।

যীশুর কাছে প্রার্থনা করুণ, যে আপনার যা আছে যেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, এবং মনে রাখবেন ঈশ্বর আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মেটাবেন।

.....

পাঠ্যক্রম> ১১ ঘাস সর্বদা সবুজতর

তুমি তোমার প্রতিবেশীর দ্রব্যে লোভ কর না

(তোমার যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থেকো)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজ ও মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " কেন তুমি প্রভুর আদেশ অমান্য করলে? তাঁর দৃষ্টিতে যা মন্দ তা করার দ্বারা?" (দ্বিতীয় শমূয়েল ১২:৯)।

চারিত্রিক গুনঃ- সন্তুষ্ট থাকা

আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- আপনার কি কোন বন্ধু আছে যিনি তার জন্মদিনে বা বড়দিনে সুন্দর একটি পরিপাটি জিনিস পেয়েছেন যেটা আপনিও পেতে চান? সেটা কি? আর আপনি কি এখনও সেটা পেতে চান?

পুনরাবৃত্তিঃ- আমাদের বিগত বাইবেল অধ্যয়নে আমরা আলোচনা করেছি, কিভাবে আদম ও হবা লোভ করেছিলেন যেটা ঈশ্বর তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের অবাধ্যতার পরিনামস্বরুপ পৃথিবীতে পাপ

প্রবেশ করে। তারপর আমরা দেখেছি, আপনার যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে কারণ ঈশ্বর সমস্ত প্রয়োজন মেটাবেন।

ভূমিকাঃ- গ্রে হাউন্ড (এক ধরনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও ঘ্রান শক্তিসম্পন্ন শিকারি কুকুর) উত্তর আটলান্টিকের একটি ঝড়ের মধ্যে এক সপ্তাহের বেশী পরে ছিল। ঝরের এগারো দিনের সময় নাবিক জন্ নিউটন্ জাহাজের জল বের করতে করতে খুবই ক্লান্ত হয়ে পরেছিলেন, তবুও তিনি জাহাজের হাল শক্ত করে ধরলেন যেন জাহাজটা তার গতি পথে ঠিক থাকতে পারে, এইভাবে তিনি দুপুর একটা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত হাল ধরে বসে থাকলেন।

কিন্তু ঝড় যখন জাহাজে ভয়ংকরভাবে ধাক্কা মারতে লাগল, নিউটনের চিন্তা করবার সময় ছিল। তার জীবন যেন বিপন্ন ও ভেঙে যেতে লাগল তবুও তিনি ঝড়ের মধ্যেও জাহাজের হাল ধরে রাখতে চেষ্টা করলেন। যখন তার ১১ বছর বয়স তখন তিনি সামুদ্রিক জীবন যাপন করেছেন। নাবিকরা তার আচরণের মধ্যে দিয়ে তার ব্যবহার লক্ষ্য করেন নি কিন্তু নিউটনের বর্বর জীবন ধারণের বিষয়ে জনপ্রিয়তা ছিল যা অনেক নাবিককেই হতবাক করে দিয়েছিল।

নিউটন তার মায়ের শিক্ষা যা বাইবেল থেকে দিতেন তা অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং নাবিককে বিপথে পরিচালিত করেছিলেন। যদিও শাস্ত্রগুলি সত্যি ছিল তবুও তার কোন আশা বা উদ্ধারের উপায় ছিল না, কিন্তু নিউটন যীশু খ্রীষ্টের দিকে ফিরে আসবার জন্য চিন্তা করলেন।

সেইদিন ১৭৪৮ সালের ২১ শে মার্চ জাহাজের হালের কাছে নিউটনের জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে, " সেদিন প্রভু ঊর্ধ্ব থেকে তাঁর দূত পাঠিয়ে আমাকে গভীর জল থেকে উদ্ধার করেন"। ঈশ্বরের পরম বিস্ময়কর অনুগ্রহই একজন অভদ্র, অধার্মিক, দাসবাহী জাহাজের নাবিককে ঈশ্বরের সন্তানে রূপান্তরিত করেছিলেন।

যদিও নিউটন লাগাতার তার ব্যবসাতেই যুক্ত ছিলেন তবুও তার জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল। ৩৯ বছর বয়স থেকে শুরু করে ৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যীশু খ্রীষ্টের প্রচার করতে শুরু করলেন।

নিউটন রবিবারীয় সন্ধ্যার উপাসনার জন্য প্রায়সঃ গান রচনা করতেন যা তাকে সেই দিনের প্রচারের জন্য পরিচালিত করত। তার সবচেয়ে বিখ্যাত গান যা আমাদের সকলের পরিচিত " অ্যামেজিং গ্রেস্ (কি আশ্চর্য্য অনুগ্রহ) । (**Christian History Institute, Glimpses article # 28, www.gospelcom.net**)

এক সময় জন নিউটন হারিয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তিনি জানতেন যে, তিনি কতটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলেন। এবং ঈশ্বর কেমনভাবে তাকে মন্দ থেকে বের করে এনেছেন। আজকে আমরা বাইবেল থেকে একটি গল্প শুনব, একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে যিনি ভীষণভাবে ভুল করেছিলেন এবং তারপর ঈশ্বর কিভাবে তাকে রক্ষা করলেন। এবং রক্ষা পাওয়ার পর তিনি কিভাবে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।

দায়ুদ ও বৎশেবা

(শাস্ত্রাংশঃ- ২শমূয়েল ১১ অধ্যায় থেকে ১২:১-১০)

পঠভূমিঃ- একদিন বসন্ত কালে দায়ূদ (ইস্রায়েলের রাজা) যোয়াবকে (সেনাপতি) ও সমস্ত ইস্রায়েলের সেনা বাহিনীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠালেন কিন্তু দায়ূদ নিজে যিরুশালেমে থাকলেন। ২) " একদিন সন্ধ্যায়, তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন এবং রাজবাড়ীর ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। দায়ূদ যখন ছাদে পায়চারি করছিলেন, তখন তিনি এক মহিলাকে স্নান করতে দেখলেন। সেই মহিলা ছিল পরমাসুন্দরী। ৩) দায়ূদ তার আধিকারিককে ওই

মহিলাটির সম্বন্ধে খোঁজ নিতে পাঠালেন। এক আধিকারিক উত্তর দিল, ‘ মেয়েটি ইলিয়ামের কন্যা বৎশেবা। সে হিত্তীয় উরিয়ের স্ত্রী। ৪) দায়ূদ লোক পাঠিয়ে বৎশেবাকে তার কাছে আনলেন.....”

দায়ূদ এই গল্পে একটি চরম ভুল করেছিলেন। তিনি বৎশেবাকে তার স্ত্রী করতে চেয়েছিলেন যদিও তিনি জানতেন সে উরিয়ের স্ত্রী। তারপর আরও অন্য কিছু খারাপ ঘটনা ঘটল। দায়ূদ বৎশেবার কাছ থেকে খবর পেলেন যে, “ দায়ূদ আমি গর্ভবতী হয়েছি, যে রাত্রে তুমি আমাকে রাজপ্রাসাদে এনেছিলে সেই রাত্র থেকেই”। দায়ূদ জানতেন তিনি খুবই ভয়ানক ভুল করেছেন এবং ঈশ্বর তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

প্রশ্নঃ- আপনার কি মনে হয়, ঈশ্বর কেন দায়ূদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন?

রাজার দায়িত্ব ছিল ঈশ্বরের লোকদের রক্ষা করা ও পরিচালনা করা।সঠিক কাজ করার দ্বারা এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হওয়ার দ্বারা। কিন্তু দায়ূদ একটি ভুল করেছিল। তার একজন লোককে আঘাত করেছিল এবং ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল। তার ভুল বাসনা/কামনা চুরি করতে, মিথ্যা বলতে, এমনকি হত্যা করতে পরিচালিত করেছিল।

এখন শুনুন, কিভাবে ঈশ্বর, দায়ূদকে তার অবাধ্যতার জবাব দিয়েছিলেনঃ- ১) “ প্রভু, নাথনকে দায়ূদের কাছে পাঠালেন। নাথন দায়ূদের কাছে গেলেন। নাথন বললেন, “ এক শহরে দুইজন লোক ছিল। একজন ছিল ধনী, অন্য জন দরিদ্র। ২) ধনী লোকটির অনেক মেষ ও গবাদি পশু ছিল। ৩) দরিদ্র লোকটার একটি স্ত্রী মেষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দরিদ্র লোকটা মেষটিকে খাওয়াত, মেষটি ওই দরিদ্র লোক ও তার সন্তান সন্ততিদের সঙ্গেই বড় হল। মেষটা গরিব লোকটার থেকেই খাবার খেত এবং তার পেয়ালা থেকেই পান করত। মেষটা ওই লোকটির বুকের উপর ঘুমাত, মেষটা লোকটির মেয়ের মতই ছিল। ৪) একদিন এক পথিক ধনী লোকটার সঙ্গে দেখা করতে এল। ধনী লোকটি পথিককে কিছু খাবার দিতে চাইল। কিন্তু পথিককে দেবার জন্য ধনী লোকটি তার মেষ বা গবাদি পশুর থেকে কিছুই নিতে চাইল না। ধনী লোকটি দরিদ্র লোকটির মেষটা নিয়ে এল এবং তাকে কেটে পথিকের জন্য রান্না করল”। ৫) দায়ূদ ধনী লোকটির উপর ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি নাথণকে বললেন, ‘ এ কথা জীবন্ত প্রভুর দিব্য,যে লোক এই কাজ করেছে সে অবশ্যই মারা যাবে। ৬) তাকে ওই মেষের মূল্যের চারগুণ বেশী দিতে হবে কারণ সে এমন ভয়াবহ কাজ করেছে এবং তার কোন দয়া মায়া ছিল না”। ৭) নাথণ দায়ূদকে বললেন, তুমিই সেই ধনী ব্যক্তি,প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর এ কথায় বলেন, “ আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে মনোনীত করেছি। আমি তোমাকে শৌলের হাত থেকে রক্ষা করেছি। ৪) আমিই তোমাকে তার পরিবার ও স্ত্রীগণকে দিয়েছি। এবং আমি তোমাকে ইস্রায়েল ও যীহুদার রাজা করেছিলাম,তাও যেন যথেষ্ট ছিল না, আমি তোমাকে আরও অনেক কিছু দিয়েছি। ৯) কিন্তু কেন তুমি প্রভুর আদেশ অমান্য করলে? কেন তুমি সেই কাজ করলে যা তিনি(ঈশ্বর) গর্হিত বলে ঘোষণা করেছেন? তুমি হিত্তিয় উরিয়কে অম্মনীয়দের দ্বারা হত্যা করালে এবং তার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিলে।এইভাবে তুমি তরবারির দ্বারা উরিয়কে হত্যা করালে। ১০) এই কারণে তোমার পরিবারও তরবারি থেকে রক্ষা পাবে না। তুমি উরিয় হিত্তীয়ের স্ত্রীকে তোমার স্ত্রী করার জন্য নিয়ে এসেছ। এইভাবে তুমি বুঝিয়ে দিয়েছ যে তুমি আমায় ঘৃণা করেছ” (দ্বিতীয় শমূয়েল ১২:১-১০)।

নাথনের কথা বলা শেষ হলে, “ দায়ূদ নাথনকে বললেন, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি” (দ্বিতীয় শমূয়েল ১২:১৩)। দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করলেন যে, তিনি যা করেছেন তা,তিনি ভুল কাজ করেছেন এবং তার ভুলের জন্য তিনি শাস্তি পেয়েছিলেন।

প্রশ্নঃ- যা ভুল কাজ করেছিলেন সেটাকে স্বীকার করবার পর দায়ূদ কি করেছিলেন, এবিষয়ে আপনি কি চিন্তা করেন?

তিনি যা করেছেন,তা ভুল এটা স্বীকার করবার পর তিনি গীতসংহিতা রচনা করেছিলেন।

গীতসংহিতা বলে,- " ঈশ্বর আমার মধ্যে বিশুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি করুন....." (গীতসংহিতা ৫১:১০)। দায়ূদ জানতেন তার জীবনে তিনি পরীক্ষা বা প্রলোভনকে আসতে দিয়েছিলেন, যেটা তার নয় সেটাকে কামনা করবার মধ্যে দিয়ে। ঈশ্বরের আদেশকে অমান্য করে তিনি নিজের বিষয়ে ভেবেছিলেন। তিনি জানতেন যে তার অনুতাপ করবার দরকার রয়েছে, যে ভুল তিনি করেছেন তার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দরকার রয়েছে।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর ,তাঁর দশ আজ্ঞার শেষে কেন বলেছিলেন 'তোমার যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাক'- এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?

কারণ অসৎভাবে কামনা করার দ্বারা আরও বাকী নয়টি আজ্ঞাও ভঙ্গ করবার পথে পরিচালিত করে।

প্রশ্নঃ- " আমার যা আছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকা", এটা কিভাবে আমাদের জীবনে অভ্যাস করতে পারি?

এখানে কিছু ধারনা দেওয়া হল.....

আপনার যে সকল আশীর্বাদ আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন।

বাইবেল বলে..... ৯) ..... কারণ যে কোন অবস্থাতেই আমি তৃপ্ত থাকতে শিখেছি....." (ফিলিপীয় ৪:১১)।

চিন্তা করুন, আপনার কার্য্য এবং চিন্তা ভাবনা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে কিনা। বাইবেল বলে, ৯) " একজন যুবক কি করে শুদ্ধ জীবন যাপন করবে? আপনার আদেশসমুহ মেনে সে এ রকম করতে পারবে। ১০) সমগ্র অন্তর দিয়ে আমি প্রভুর সেবা করতে চেষ্টা করি। ইশ্বর, আপনার আজ্ঞা মানতে আমায় সাহায্য করুন। ১১) আপনার শিক্ষামালা আমি যত্ন করে অনুধাবন করি, যাতে আমি আপনার বিরুদ্ধে পাপ না করি" (গীতসংহিতা ১১৯:৯-১১)।

চিন্তা করুন, যদি আপনার আকাঙ্খা/বাসনা অপরের জন্য উপকারী হয়। বাইবেল বলে, " প্রত্যেকে কেবল নিজের বিষয়ে নয়, কিন্তু অপরের মঙ্গল কিসে হয় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখুন" (ফিলিপীয় ২:৪)।

.....

পাঠ্যক্রম> ১২ সাবধানতার সহিত যত্ন নেওয়া (প্রথম ভাগ)

চুরি করিও না(অপরের সম্পত্তিকে সন্মানের চোখে দেখা)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজ ও মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- "..... নিজের মতো তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস। ভালবাসা কখন কারও ক্ষতি করে না....." (রোমীয় ১৩:৯-১০)।

চারিত্রিক গুনঃ- দায়িত্ব এবং সন্মান।

আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- আপনি অথবা আপনার পরিবার কখন কি চুরি করেছেন? আপনার তখন কি রকম অনুভব হয়?

ভূমিকাঃ- আপনি যা চিন্তা করছেন সেটাই হচ্ছে কাজের মধ্যে দিয়ে বহিঃপ্রকাশ। সেই জন্য, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আপনার মনে সবসময় যেন সঠিক চিন্তা ভাবনা আসে।

আজকে আমরা একটু অন্যভাবে দেখব, লোকেরা অন্যের থেকে চুরি করে এবং ঈশ্বর কেন বলেন অন্যের সম্পত্তিকে সন্মানের চোখে দেখতে।

সাবধানতার সঙ্গে যত্ন নেওয়া

(শাস্ত্রঃ- বিশেষ পদগুলি)

প্রশ্নঃ- লোকে কেন চুরি করবে- এই বিষয়ে আপণি কী কী কারণ দেখাতে পারেন?

লোকেরা বিভিন্ন কারণে চুরি করে, কিন্তু কোনটাই সঠিক নয়।

আমাদের হৃদয় শুদ্ধ নয়। বাইবেল বলে, " মানুষের হৃদয় সব থেকে প্রবঞ্চক(কৌশলপূর্ণ) এবং অপ্রতিকার্য্য" (যিরমিয় ১৭:৯)। স্বাভাবিক চরিত্রই আমাদের খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে।

কোন কোন লোক তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হতে চায় না এবং তারা আরও চায়, অনেক সময় অপেক্ষাও করতে চাই না, যেটা বাঞ্ছা করছে সেটা পাওয়ার জন্য কাজও করতে চাই না।

কোন কোন লোক ঈশ্বরের আদেশ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

কোন কোন লোক অন্য লোকদের অনুভবের বিষয়ে ভাবেই না।

কেউ কেউ ঈশ্বরকে ভরসা করেন না যে তিনি তাদের সমস্ত প্রয়োজন যোগাবেন।

প্রশ্নঃ- তিনভাবে লোকেরা অন্যের কাছ থেকে চুরি করতে পারে- সেগুলি কি কি?

- বিনা অনুমতিতে সম্পত্তি নেওয়া।
- সন্মান অথবা অধিকার চুরি করা।
- সময় অথবা সুযোগ চুরি করা।

আসুন আমরা কিছু উদাহরণ দেখিঃ-

প্রশ্নঃ- একটি উদাহরণ কি হতে পারে, কেমন করে একজন ছাত্র তার শিক্ষকের কাছ থেকে চুরি করতে পারে?

ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে না শুনবার দ্বারা।

মিস স্মার্ট অনেক পরিশ্রম করে ক্লাসে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করেছেন। যদি বিলি বর ক্লাস চলাকালীন তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে তবে সম্পূর্ণ ক্লাস বিঘ্ন পাবে। ফলে মিস স্মার্টকে বিলির ব্যবহারকে ঠিক করার জন্য থামতে হবে। এইভাবে বিলি বর তার শিক্ষিকার সময় চুরি করতে পারে।

প্রশ্নঃ- একটি উদাহরণ- কেমন করে একজন ছাত্র তার সহপাঠীর কাছ থেকে চুরি করতে পারে?

ক্লাসে বিঘ্ন জন্মানোর দ্বারা।

একই সময়ে মিস স্মার্ট বিলির অসন্মানীয় ব্যবহারের জন্য তাকে ভৎসনা করেছিলেন, কারণ তার বিঘ্ন জন্মাবার দ্বারা অন্য সহপাঠীর শিক্ষার সুযোগ সে চুরি করেছিল।

প্রশ্নঃ- আপনার পিতা-মাতার কাছ থেকে কিভাবে চুরি করেন তার একটি উদাহরণ দিন?

অবাধ্যতার দ্বারা।

সুগার স্যুইটস্ এর পিতা-মাতা তাকে টিভি বন্ধ করে নিজের ঘরের কাজ (home work) করতে বলল। যদি সুগার তা প্রত্যাখ্যান করে তবে সে তার বাবা-মায়ের অধিকার চুরি করল। কারণ সে ঈশ্বরের দেওয়া আজ্ঞার অবাধ্য হয়েছে- যেটা ন্যায্য (দেখুন তোমার পিতা ও মাতাকে সন্মান কর)।

প্রশ্নঃ- একজন সদস্য অন্য সদস্যর থেকে কেমনভাবে চুরি করতে পারে তার একটি উদাহরণ দিন ?

অভ্যাস বা অনুশীলন বন্ধ করার দ্বারা।

যদি সামান্থা গ্রাসফিল্ড্ সকার অনুশীলন না করে তবে সে তার দলের সহ খেলোয়াড়দের সুযোগ চুরি করে কারণ তার অনুশীলনের সঙ্গে দলের রণকৌশল ও উন্নতি জড়িয়ে রয়েছে। কারণ ক্রিয়া শিক্ষিকা মিডফিল্ড্ চান যেন প্রত্যেক ক্রিয়াবিধ উপস্থিত থেকে সকার (soccer) অনুশীলন করে।

প্রশ্নঃ- চুরি করার বিপদগুলি কি কি ?

অপরের সম্পত্তি চুরি করলে আইন ব্যবস্থা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে।

চুরি বন্ধুত্বকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

চুরি করলে, যারা আপনাকে বিশ্বাস করে তাদের থেকে সম্পর্ক ভেঙে যায়।

চুরি, আপনার চৌর্যবৃত্তিকে ঢাকার জন্য মিথ্যা বলতে প্রবণতা দেয়।

চুরি, আপনাকে আরও চুরি করার জন্য পরিচালিত করে।

প্রশ্নঃ- সন্মান এবং অপরের জন্য যেটা ভাল সেটা করবার জন্য বাইবেলের কোন পদটি আপনাকে সাহায্য করতে পারে?

" কারণ যে কোন অবস্থাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছি" (ফিলিপীয় ৪:১১)। ইতিপূর্বেই আপনার যে সকল আশীর্বাদ আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে শিখুন।

" একজন যুবক কি করে শুদ্ধ জীবন যাপন করবে? আপনার আদেশসমূহ মেনে সে এই রকম করতে পারবে" (গীতসংহিতা ১১৯:৯)। ঈশ্বরের বাক্যকে আপনার হৃদয়ে রাখুন।

" প্রত্যেকে কেবল নিজের বিষয়ে নয়, কিন্তু অপরের মঙ্গল কিসে হয় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখুন" (ফিলিপীয় ২:৪), আপনার কাজ না করার আগে চিন্তা বা পরীক্ষা করে দেখুন যে, আপনার যে বাসনা/আকাংখা সেটা অন্যের জন্য সাহায্যকারী কি নয়।

"..... যা মন্দ তা ঘৃণা কর ....."(রোমীয় ১২:৯)। চুরি করাটা যে মন্দ তা বুঝতে চেষ্টা করুন ও সেটাকে ঘৃণা করুণ।

প্রশ্নঃ- যদি আপনার থেকে কেউ চুরি করে তবে আপনার কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়?

প্রতিশোধের বদলে দয়া দেখাও।

বাইবেল বলে, " দেখ, যেন অপরের প্রতিশোধ নিতে কেউ কারও অপকার না করে। তোমরা পরস্পরের মঙ্গল করতে চেষ্টা কর এবং বাকী সকলের ভাল করতে চেষ্টা কর" (১ থিষলনীকীয় ৫:১৫)। এর অর্থ যে শুধু বসে থেকে " উঃ ভাল, খুবই খারাপ, খুব দুঃখিত" বলাটায় যথেষ্ট নয়। বহু রাস্তা আছে, যেখানে আমরা এই পরিস্থিতিগুলিকে সামলাতে পারি। তার মানে এটা নয় যে, প্রতিশোধ নেবার জন্য, তাদের যা আছে তা নিয়ে নেওয়া, তাহলে আপনার ও তার মধ্যে তফাৎ কি থাকল,যদি আপনিও তার মতো খারাপ কাজ করেন।

ঈশ্বর ঘৃণা করেন চুরিকে কারণ তা সম্পর্ক ভেঙে দেয়। একজন খ্রীষ্টানুসারী হিসেবে আমাদেরকে বলা হয়েছে, ".....তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে প্রেম কর। প্রেম কখনই প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে না" (রোমীয় ১৩:৯-১০), ঈশ্বরের সাহায্যে, দয়া, মৃদুতা, এবং আত্মসংযম এর মধ্যে দিয়ে অপরকে দেখতে সাহায্য করবে যে ঈশ্বরের রাস্তায় হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।

.....

পাঠ্যক্রম> ১৩ বাহবা (well done) দ্বিতীয় খণ্ড

তুমি চুরি কর না (অন্যের সম্পত্তিকে সন্মান করা)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " ...আর মনিব তখন তাকে বললেন, বেশ তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি এই

সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকাতে আমি তোমার হাতে অনেক বিষয়ের ভার দেব। এস, তোমার মনিবের আনন্দের সহভাগী হও" (মথি ২৫:২১)।

চারিত্রিক গুনঃ- দায়িত্ব

আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- আপনার শিক্ষক বিগত দিনে যে কাজ দিয়েছিল সেই বিষয়ে চিন্তা করুন।আপনার কাজে কি আপনার শিক্ষক খুশী ছিলেন?

আজকের বাইবেল অধ্যয়নে আমরা দেখব যে, দুইভাবে মানুষ, ঈশ্বরের কাছ থেকে চুরি করতে পারেঃ-

- আমাদের তিনি(ঈশ্বর)যে দক্ষতা দিয়েছেন তাতে দায়িত্বশীল না হওয়ার দ্বারা।
- আমাদের তিনি(ঈশ্বর)যে জিনিস দিয়েছেন তাতে দায়িত্বশীল না হওয়ার দ্বারা।

আসুন আমরা বাইবেল থেকে একটি গল্প দেখি, ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন তাতে কিভাবে দায়িত্বশীল হব সেই বিষয়ে আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে।

তালন্তের দৃষ্টান্ত (শাস্ত্রঃ- মথি ২৫:১৪-৩০)

১৪)" স্বর্গরাজ্য এমন একজন লোকের মতো, যিনি বিদেশে যাবার আগে চাকরদেরকে ডেকে সম্পত্তির ভার তাদের হাতে দিয়ে গেলেন. ১৫)তিনি একজনকে পাঁচ থলি মোহর, আর একজনকে দুই থলি মোহর এবং আর একজনকে এক থলি মোহর দিলেন।যার যেমন ক্ষমতা সেই অনুসারে দিয়ে তিনি বিদেশে চলে গেলেন. ১৬)যে পাঁচ থলি মোহর পেয়েছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা খাটাতে শুরু করল, আর তাই দিয়ে আরও পাঁচ থলি মোহর লাভ করল. ১৭)যে লোক দুই থলি মোহর পেয়েছিল সেও সেই টাকা খাটিয়ে আরও দুই থলি মোহর রোজগার করল. ১৮)কিন্তু যে এক থলি মোহর পেয়েছিল, সে গিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মনিবের টাকা সেই গর্তে পুঁতে রাখল। ১৯)অনেকদিন পর সেই চাকরদের মনিব ফিরে এসে তাদের কাছে হিসাব চাইলেন। ২০)যে পাঁচ থলি মোহর পেয়েছিল, সে আরও মোহর নিয়ে এসে বলল, 'হুজুর, আপনি আমাকে পাঁচ থলি মোহর দিয়েছিলেন, দেখুন আমি তাই দিয়ে আরও পাঁচ থলি মোহর রোজগার করেছি'। ২১)তার মনিব তখন তাকে বললেন, 'বেশ, তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস।তুমি এই সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকাতে আমি তোমার হাতে অনেক বিষয়ের ভার দেব। এস, তোমার মনিবের আনন্দের সহভাগী হও। ২২)এরপর যে দুই থলি মোহর পেয়েছিল,

সেও তার মনিবের কাছে এসে বলল, ‘হুজুর, আপনি আমায় দুই থলি মোহর দিয়েছিলেন,দেখুন আমি তাই দিয়ে আরও দুই থলি মোহর রোজগার করেছি’। ২৩)তার মনিব তাকে বললেন, ‘বেশ,তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি সামান্য বিষয়ের উপর বিশ্বস্ত হলে, তাই আমি আরও অনেক কিছুর ভার তোমার উপর দেব। এস, তুমি তোমার মনিবের আনন্দের সহভাগী হও। ২৪)এরপর যে লোক এক থলি মোহর পেয়েছিল সে তার মনিবের কাছে এসে বলল, ‘হুজুর, আমি জানি আপনি বড় কড়া লোক।আপনি যেখানে বীজ বোনেন নি সেখানে কাটেন, আর যেখানে কোন বীজ ছড়ান নি সেখান থেকে শস্য সংগ্রহ করেন। ২৫)তাই আমি ভয়ে আপনার দেওয়া মোহরের থলি মাটিতে পুঁতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আপনার যা ছিল তা নিন’। ২৬)এর উত্তরে তার মনিব তাকে বললেন, ‘তুমি দুষ্ট ও অলস দাস। তুমি তো জানতে আমি যেখানে বুনি না সেখানেই কাটি, আর তুমি এও জান যেখানে আমি বীজ ছড়ায় না সেখান থেকেই সংগ্রহ করি। ২৭)তাই তোমার উচিৎ ছিল মহাজনদের কাছে আমার টাকা জমা রাখা, তাহলে আমি এসে আমার টাকার সঙ্গে কিছু সুদও পেতাম’। ২৮)“তাই তোমরা এর কাছ থেকে ওই মোহর নিয়ে যার দশ থলি মোহর আছে তাকে দেও। ২৯) হ্যাঁ, যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে,তাতে তার প্রচুর হবে। কিন্তু যার নেই, তার যা আছে তাও তার কাছে থেকে নিয়ে নেওয়া হবে”। ৩০)তোমরা ঐ অকর্মণ্য দাসকে অন্ধকারে বাইরে ফেলে দেও; সেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে।

প্রশ্নঃ- কেন দুইজন চাকরকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল?

দুইজন চাকরকে যা দেওয়া হয়েছিল তার সঠিক ব্যবহার করেছিল এবং তাদের দক্ষতাকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছিল।

প্রশ্নঃ- মনিব কেন অন্য এক চাকরের প্রতি ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন?

সেই অকর্মণ্য চাকর দুষ্ট ও অলস ছিল।

তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে চুরি করেছিলেন, কারণ ঈশ্বর যা তাকে দিয়েছিলেন সেই দক্ষতাকে তিনি নষ্ট করেছিলেন এবং ঈশ্বর যে কাজটি করতে দিয়েছিলেন সেটা না করে তিনি সুযোগ নষ্ট করেছিলেন। ঈশ্বর সেই অলস চাকরকে একজন চোর হিসাবেই দেখেন কারণ ঈশ্বর সেই চাকরের কাছ থেকে কিছু ভাল ফল পাওয়ার বাঞ্ছা করেছিলেন কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি কিছুই পান নি।

প্রশ্নঃ- এই গল্পের থেকে আপনি কি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পান?

সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের।

বাইবেল বলে, “ এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুই প্রভুর, এই জগত এবং জগতের সব লোকও তাঁর” (গীতসংহিতা ২৪:১)।

বাইবেলের এই গল্পের চাকরদের মতো, ঈশ্বর আপনাকে তাঁর কিছু সম্পত্তি দেখাশোনার ভার দিয়েছেন এবং তিনি আপনাদের প্রত্যেককে সেই সম্পত্তি দেখাশোনা করবার জন্য বিশেষ দক্ষতা দিয়েছেন। বাইবেলে একটি পদে বলছে, “ আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারে আমরা ভিন্ন ভিন্ন বরদান পেয়েছি”(ইশ্বর আমাদের যেটার যোগ্য দেখেছেন সেটাই দিয়েছেন) রোমীয় ১২:৬ ।

আসুন আমরা দেখি এটা কিভাবে কাজ করে। এই নীচের উদাহরণের মধ্যে দিয়ে কিছু উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করবেঃ-

~ একজন শিক্ষকের দক্ষতা রয়েছে যা(লোকেদের শিখাতে সাহায্য করে)।

~ একজন চিকিৎসক বুঝতে পারেন আমাদের শরীর কিভাবে কাজ করে এবং তার দক্ষতা রয়েছে যা(লোকেদের সুস্থ হতে সাহায্য করে)।

~ একজন ক্রিয়া শিক্ষক খেলোয়াড়কে বুঝতে পারেন যে(কিভাবে একসঙ্গে দলগতভাবে কাজ করা যায়)।

~ একজন স্থপতি(Architect) জানেন যে(কিভাবে ঘরের নক্সা বা কারুকার্য করা যায়)।

~ একজন ঘর নির্মাতা জানেন যে(কিভাবে ঘর বানাতে হয় যেন সেটা না পড়ে যায়)।

~ একজন পরামর্শ দানকারী জানেন যে(কিভাবে লোকদের কথা শুনতে হয় ও ভাল পরামর্শ দিতে হয়)।

~ একজন সেবকের জ্ঞান রয়েছে যা(বাইবেল কি বলে তা লোকেদের শিখাতে সাহায্য করে)।

~ একজন কৃষক জানেন যে(ফসল কিভাবে বৃদ্ধিলাভ করাতে হয় যেটা আমরা খায়)।

কিন্তু যা কিছুই হোক না কেন, আমাদের যা করতে দেওয়া হয়েছে এটাই ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে আশা করেন, " তোমরা সমস্ত কাজ আন্তরিকতার সঙ্গে করো। মানুষের জন্য যে করছ তা নয়, প্রভুর কাজ মনে করেই করে যাও" (কলসীয় ৩:২৩)।

সুতরাং আপনি যখন ঘরের কাজ করেন তখন নির্দ্বিধায় করেন কারণ তা করলে আপনি অভ্যাস ও নৈতিক বিষয়ে গড়ে উঠতে পারবেন যা আপনাকে সেই জ্ঞান ও কৌশল বা শৈলীকে ব্যবহার করতে সাহায্য করবে আপনার সম্পূর্ণ জীবনে।

একজন গৃহ শিক্ষক বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রকে অঙ্ক শিখতে সাহায্য করছিলেন। ছাত্রটি বললেন, " আমাকে কেন এইগুলি শিখতে হবে? আমি বড় হয়ে একজন ট্রাকের চালক হতে চায়"। গৃহ শিক্ষক উত্তর করলেন, 'ভালো যখন তুমি ট্রাকের চালক হবে তখন তোমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে ট্রাকে কত মাল উঠল ও কত মাল নামল। তোমাকে জানতে হবে তোমার ট্রাক কত ওজন বহন করতে পারবে। সেই পরিমাণ জানতে হবে, ট্রাকের ওজন ছাড়াও কতটা ওজন তুমি ট্রাকে যোগ করতে পারবে। সেটা হল যোগ করা। তোমার খরচেরও খসরা তৈরি করতে হবে, সেটা হল হিসাব। এখন এসো আমরা অঙ্ক শুরু করি'।

প্রশ্নঃ- ইশ্বর, তাঁর জন্য আপনাকে দিয়ে যা করাতে চান সেই বিষয়টি কি?

একটি বিষয়ে এই মুহূর্তে আপনাকে দায়িত্বশীল হতে হবে যেটা আপনাকে করতে দেওয়া হয়েছে। হতে পারে এটি একটি শিক্ষকের দ্বারা দেওয়া ঘরের কাজ, বা আপনার বাবা-মায়ের কথা মেনে চলতে শেখা। আর একটি বিষয় হল যে, ঈশ্বর আপনাকে কি রকম জীবন যাপন করা দেখতে চান।

যখন, ঈশ্বর আপনাকে বলবে, " এই একটি কাজ রয়েছে তোমার জন্য, তুমি কি প্রস্তুত? এবং যখন আপনি সেই কাজটা শেষ করবেন তখন ঈশ্বর আপনাকে বলতে সক্ষম হবে, " সাবাস্, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস"।

.....

পাঠ্যক্রম> ১৪ তোমার ঈশ্বর প্রভুকে স্মরন কর (তৃতীয় ভাগ)

চুরি করিও না (অন্যের সম্পত্তিকে সন্মানের চোখে দেখা)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজের প্রশ্ন ও মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " তোমরা মনে মনেও বল না, ' আমি আমার নিজের শক্তি ও সমর্থের দ্বারা এই সমস্ত সম্পদ পেয়েছিলাম'। কিন্তু প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরকে স্মরন কর কারণ তিনিই তোমাদের ওই সম্পদ লাভ করার জন্য শক্তি দিয়েছিলেন....." (দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১৭-১৮)।

চারিত্রিক গুণঃ- সন্মানীয়

আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- আপনি কি কখন ধন্যবাদের চিঠি লিখেছেন? কাকে এবং কেন আপনি তা লিখেছিলেন?

পুনরাবৃত্তিঃ- আমাদের গত বাইবেল অধ্যয়নে আমরা দেখেছি কিভাবে লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে চুরি করে। আমাদের যে ভার দেওয়া হয়েছে তাতে দায়িত্বহীনতার মধ্য দিয়ে করে থাকি।

ভূমিকাঃ- আর একটি উপায়ে মানুষ, ঈশ্বরের থেকে চুরি করে আজ সেটা আমরা দেখব- সন্মান ও মহিমা যা যথাযথ তাঁর প্রাপ্য, সেই ঈশ্বরকে ঠকানোর দ্বারা।

পঠভূমিঃ- ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের যে প্রতিজ্ঞার দেশ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই প্রতিজ্ঞার দেশে প্রবেশের ঠিক আগে, অর্থাৎ মিসর দেশ ছেড়ে মরুভূমিতে ৪০ বছর ভ্রমন করবার পর, মোশি লোকেদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যেন তারা ভুলে না যায় ঈশ্বর কিভাবে ৪০ বছর যাবৎ তাদের সকল প্রয়োজন মিটিয়ে ছিলেন।

তোমার প্রভু, ঈশ্বরকে স্মরন কর

শাস্ত্রঃ- দ্বিতীয় বিবরণ ৮ অধ্যায়

১) " তোমরা অবশ্যই সমস্ত আজ্ঞাগুলো মেনে চলবে যেগুলো আজ আমি তোমাদের দিলাম। কারণ তাহলে তোমরা বেঁচে থাকবে, বৃদ্ধি পাবে এবং প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশ দেবেন বলে শপথ করেছিলেন সেই দেশে প্রবেশ করবে। ২)প্রভু তোমাদের ঈশ্বর ৪০ বছর ধরে মরুভূমিতে যে ভ্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেটার কথা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে। প্রভু তোমাদের পরীক্ষা করছিলেন। তিনি তোমাদের বিনয়ী করতে চেয়েছিলেন। তিনি তোমাদের মনের ভেতরের জিনিস জানতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে তোমরা তাঁর আদেশ মানবে কিনা। ৩)প্রভু তোমাদের নম্র করেছিলেন এবং তোমাদের ক্ষুধার্ত করেছিলেন। তিনি তোমাদের মান্না খাইয়েছিলেন- যা তোমরা আগে কখন জানতে না, যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা আগে কখনও দেখে নি। এই কাজগুলো প্রভু করেছিলেন যাতে তোমরা জান যে কেবলমাত্র রুটিই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে না। মানুষের জীবন প্রভুর কথিত সমস্ত বাক্যের উপর নির্ভর করে। ৪)এই গত ৪০ বছরে তোমাদের জামা কাপড় পুরনো হয় নি এবং তোমাদের পাও ফোলে নি, কারণ প্রভু তোমাদের রক্ষা করেছিলেন। ৫)তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে যে প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন ও সংশোধন করছিলেন যেমন একজন পিতা তার পুত্রকে শিক্ষা দেয় এবং সংশোধন করে। ৬)তোমরা অবশ্যই প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো মেনে চলে তাঁকে অনুসরণ এবং শ্রদ্ধা করবে। ৭)প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের এক উত্তম দেশে নিয়ে যেতে চলেছেন- যে দেশে অনেক নদী ও জলপ্রবাহ আছে। সেখানে উপত্যকা এবং পাহাড়গুলোতে ভূমির ভেতর থেকে জল বেরিয়ে এসে প্রবাহিত

হয়। ৮)সেই দেশে গম এবং বার্লি, দ্রাখালতা, ডুমুর গাছ এবং ডালিম আছে। সেই দেশে জলপাই তেল এবং মধু আছে"।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর, মরুভূমিতে ইস্রায়েলীয়দের যত্ন নিয়েছিলেন- সেইগুলি কি কি ?

ঈশ্বর মরুভূমিতে তাদের পরিচালিত করেছিলেন, মান্না দ্বারা তাদের খাইয়েছিলেন, তাদের কাপড়কে ছিঁড়ে বা ফেটে যেতে দেন নি, তাদের আঘাত পাওয়ার থেকে বাঁচিয়েছিলেন- যখন তারা এতদূরে যাত্রা করেছিলেন।

প্রশ্নঃ- ইস্রায়েলীয়রা প্রতিজ্ঞার দেশে যাবার সম্বন্ধে মোশির কি চিন্তা হচ্ছিল?

মোশির দুশ্চিন্তা হয়েছিল যে, যখন ইস্রায়েল লোকেরা একবার প্রতিজ্ঞার দেশে প্রবেশ করবে তারা হয়তো ভুলে যাবে যে ঈশ্বরই তাদেরকে মরুভূমিতে যত্ন নিয়েছিলেন। তারা যে আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিল তা হয়তো ভুলে যাবে এবং ঈশ্বরকে তার জন্য কৃতিত্ব দেবে না।

প্রশ্নঃ- যখন ইস্রায়েলীয়রা প্রতিজ্ঞার দেশে প্রবেশ করল তখন ঈশ্বর তাদেরকে কি কি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন ?

ঝর্ণা এবং জলের উনুই, খাবার, প্রাকৃতিক সম্পদ।তাদের জীবন ধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই তারা পেয়েছিলেন।

আসুন লাগাতার গল্প দেখিঃ-

১০)তোমরা যা খেতে চাও তা পেয়ে তৃপ্ত হবে এবং সেই সুন্দর দেশটি তোমাদের দেবার জন্য তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করবে। ১১)সতর্ক হও। তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভুলো না। আমি আজ তোমাদের যে আজ্ঞা,বিধি, এবং নিয়মসমূহ দিলাম সেগুলো মেনে চলার বিষয়ে সতর্ক হও। ১২)তাহলে তোমাদের খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার থাকবে এবং তোমরা সুন্দর বাড়ী বানাবে এবং তাতে বাস করবে। ১৩)তোমাদের গরু, মেষ এবং ছাগলগুলো সংখ্যায় বাড়বে। তোমরা প্রচুর সোনা এবং রুপা পাবে। সমস্ত কিছুই তোমরা প্রচুর পরিমাণে পাবে। ১৪)যখন সেগুলো হয়, সে সময় যাতে তোমরা অহংকারী না হও সে ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই সতর্ক থাকবে। তোমরা অবশ্যই প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে ভুলবে না। তোমরা মিসরে ক্রীতদাস ছিলে, কিন্তু প্রভু তোমাদের মুক্ত করে সেই দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন"।

প্রশ্নঃ- কি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আপনি বাইবেলের এই গল্প থেকে শিখতে পারেন?

যখন আপনি কোন কিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে যান, তারমানে ঈশ্বরের সম্মান আপনি চুরি করছেন, যেহেতু সমস্ত কিছুতেই তাঁকে প্রথম স্থান দেওয়া দরকার। শাস্ত্র বলে, " এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুই প্রভুর । এই জগত এবং জগতের সব লোকও তাঁর" (গীতসংহিতা ২৪:১)।

ঈশ্বর চান যেন- আপনি যে নিঃশ্বাস নেন, যে জল আপনি পান করেন, এমনকি আপনার দেহ যা আপনাকে আনন্দ উপভোগ করতে সাহায্য করে। আপনি এই সমস্ত বিষয়ের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেন।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা তিনভাবে চুরি করতে পারি- আপনি চিন্তা করুন সেগুলো কি হতে পারে?

আমাদের দক্ষতা, আমাদের অর্থ এবং আমাদের কথাবার্তা ও কার্য্য।

প্রশ্নঃ- আপনাকে যে সামর্থ্য তিনি দান করেছেন- সেটাকে আপনি ঈশ্বরের থেকে চুরি করা থেকে কিভাবে দূরে সরিয়ে রাখবেন তার একটি উদাহরণ দিন?

আপনার দান, তালন্ত এবং যোগ্যতা যা তিনি দিয়েছেন তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া।

ইস্রায়েল লোকেদের মতো, তিনি যে দক্ষতা দিয়েছেন পড়াশুনো করবার জন্য, অথবা খেলাধুলার জন্য, অথবা কোন বাদ্য যন্ত্র বাজানোর জন্য , যখন আপনি এই সমস্ত বিষয়ের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে যান, সেটাই হল ঈশ্বরের থেকে চুরি করা। কারণ তাঁকে ঠকানো হয় । আমাদের তিনি যা দিয়েছেন তার জন্য সম্মান ও খ্যাতির যোগ্য কেবল তিনিই। মনে করে আপনার দক্ষতার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবেন তারপর সেটাকে উত্তমরূপে ব্যবহার করুণ।

প্রশ্নঃ- আপনার ধন বা অর্থের দ্বারা কিভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে চুরি করা থেকে বিরত থাকতে পারেন তার একটি উদাহরণ দিন?

দান এবং দশমাংশ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে।

ঈশ্বর বলেছেন, “.....তোমরা আমার কাছ থেকে চুরি করেছ। কিন্তু তোমরা বল, ‘আমরা তোমার কাছ থেকে কি চুরি করেছি?’ ঈশ্বর বলেন- “ দশমাংশ ও দানে (মালাখি ৩:৮)।

ঈশ্বর আপনাকে যা দিয়েছেন তার থেকে সামান্য অংশ তাঁকে ফিরিয়ে দেন। যখন আপনি সেটা করেন না তখন আপনি ঈশ্বর থেকে চুরি করেন এবং অন্যকে সাহায্য বা সেবা করবার সুযোগ হারিয়ে দেন, যারা কষ্ট ও অভাবে রয়েছে। এটা আপনাকে জীবনের প্রত্যেকটা পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখতে সাহায্য করে। যখন আপনি ঈশ্বরের আদেশকে উপেক্ষা বা অমান্য করবেন,জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আপনি সফলতা দেখতে পাবেন না যে রকম হওয়া দরকার ছিল।

আপনাকে যে অপর্যাপ্ত দিয়েছেন তার থেকে কিছু অংশ ঈশ্বরকে দিতে ভুলবেন না।

প্রশ্নঃ- আপনার বাক্য বা কার্য্যের দ্বারা কিভাবে আপনি ঈশ্বর কাছ থেকে চুরি করা থেকে বিরত থাকতে পারেন তার একটি উদাহরণ দেন?

এমনভাবে কথা বলব, যা ঈশ্বরকে সন্মান করবে। বাইবেল বলে, “ এই সমস্ত লোকেরা আমার কাছে আসে, তাদের মুখ নিঃসৃত শব্দ আমার প্রতি সন্মান জানায় কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে অনেক দূরে” যিশাইয় ২৯:১৩।

যখন আপনি বলেন, আপনি ঈশ্বরকে সন্মান করেন কিন্তু তাঁর থেকে ফিরে এরকম আচরণ করেন যাতে প্রকাশ পায় আপনি তাঁকে সন্মান করেন না, তবে আপনি ঈশ্বরের সুখ্যাতি এবং নাম চুরি করেন এবং ঈশ্বর তখন আপনার জীবনে কম গুরুত্ব হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যের জন্যেও হেয়জ্ঞানের বিষয় হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর আপনাকে ও আপনার পরিবারকে যে উত্তম জিনিসগুলি দিয়েছেন তা কি কি?

একটি ঘর,খাবার,পোশাক,সাস্থ্য,বন্ধুবান্ধব,মণ্ডলীর ঘর,তাঁর পুত্র যীশু।

প্রশ্নঃ- এই সকল বিষয়গুলির জন্য আপনি প্রত্যেকদিন ঈশ্বরকে কিভাবে ধন্যবাদ দিতে পারেন?

আপনার জীবনের একটি ধন্যবাদমূলক স্মারকলিপি বা পত্র লিখুন।

.....

পাঠ্যক্রম> ১৫ তোমার প্রভু ঈশ্বরকে স্মরণ কর (চতুর্থ ভাগ)

চুরি করিও না(অন্যের সম্পত্তিকে সম্মানের চোখে দেখুন)

গৃহ কর্মের পুনরাবৃত্তিঃ- প্রশ্ন ও মুখস্ত পদ

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- ".....যার অপরকে সাহায্য দানের ক্ষমতা আছে, সে উদারভাবেই সাহায্য করুক"(রোমীয় ১২:৮)।

চারিত্রিক গুনঃ- দান করা

আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- আপনি কি ধরনের জিনিস করবার জন্য ভাল? আপনি যে বিষয়ে ভাল, সেটা অন্যকে সাহায্য করবার জন্য কিভাবে ব্যবহার করতে পারেন?

পুনরাবৃত্তিঃ- এখন পর্যন্ত আমরা দেখলাম অন্যের কাছ থেকে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে- এই দুইভাবে মানুষ চুরি করতে পারে।

প্রশ্নঃ- কিভাবে মানুষ অন্যের কাছ থেকে চুরি করতে পারে?(বিনা অনুমতিতে অপরের জিনিস নেওয়া, অন্য লোকের মর্যাদা বা অধিকার চুরি করার দ্বারা)।

প্রশ্নঃ- কিভাবে লোকেরা, ঈশ্বরের থেকে চুরি করতে পারে?

আমাদের যে দক্ষতা দিয়েছেন তাতে বিশ্বাস যোগ্য না দেখানোর মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বরের মহিমা ও সম্মান চুরি করার মধ্যে দিয়ে ।

ভূমিকাঃ- এণ্ড্রু কারনেগী(Andrew Carnegie) ১৮৩৫ সালে স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহন করেন ।তাঁর পরিবারের দরিদ্রতা কারনেগীকে একটি শিক্ষা দিয়েছিল ।যখন ১৮৪৮ সালে কারনেগীস্ আমেরিকায় আসলেন, এন্ড্রু মনস্থির করলেন তাঁর পরিবারে স্বাচ্ছলতা নিয়ে আসবেন ।

কারনেগী পিটসবার্গের বস্তি থেকে নিউইয়র্কের রাজভবনে উঠেছিলেন ।১৮৬৮ সালে কারনেগীর আমেরিকান অর্থে ৪০০,০০০ টাকা ছিল(যা বর্তমানে প্রায় ৫ মিলিয়নের কাছাকাছি)।প্রায় তিন দশক ধরে তিনি স্টীল ইনডাস্ট্রিতে অধিপত্য করেন।১৯০০ সালে কারনেগী সমস্ত ব্রিটিশ স্টীল ইনডাস্ট্রি থেকে বেশী স্টীল উৎপাদন করেন।যখন তিনি ১৯০১ সালে জে.পি. মরগানের কাছে তাঁর কোম্পানী বিক্রি করে দিলেন, তখন কারনেগী ব্যাক্তিগত রুপে আমেরিকান অর্থে ২৫০ মিলিয়ন(বর্তমানে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন)উপার্যন করেন ।

আজকে মানুষ তাঁকে স্মরন করেন-কারন তাঁর স্বেচ্ছাকৃত মিউজিক হলের দান করবার জন্য, শিক্ষার অনুমোদন, এবং ৩০০০ জনসাধারনের জন্য গ্রন্থাগার তিনি নির্মাণ করেছিলেন ।তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৯ সালের মধ্যে তিনি ৩৫০ মিলিয়নেরও বেশী দান করেছিলেন(যা বর্তমানে আমেরিকার অর্থে ৩ বিলিয়ন)।

আজকের শিক্ষায় আমরা আলোচনা করতে চলেছি, যে আরও অন্য উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা চুরি করতে পারি-নিজের কাছ থেকে ।

প্রশ্নঃ- নিজের কাছ থেকে কিভাবে চুরি করতে পারেন ?

স্বেচ্ছাকৃত উদারতার সঙ্গে দান না করবার দ্বারা । ঈশ্বর আপনাকে যা দিয়েছেন তার থেকে সামান্য একটি অংশ তাঁকে দিন । যখন আপনি তা করেন না তখন আপনি নিজের কাছ থেকে আনন্দ চুরি করেন যা অন্যকে দান করবার মধ্যে দিয়ে আসে ।

দান করা ধন্য হবার বিষয়

(শাস্ত্রাংশঃ- মার্ক ১২:৪১-৪৪)

৪১"যীশু দানের বাক্সের সামনে বসে, লোকেরা কেমন করে তাতে টাকা পয়সা ফেলছে দেখছিলেন । বহু ধনী লোক প্রচুর টাকা পয়সা তার মধ্যে রাখল । ৪২পরে একজন গরীব বিধবা এসে তাতে দুটি তামার মুদ্রা ফেলল, যার মূল্য এক সিকিরও কম । ৪৩তখন যীশু নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, দানবাক্সে যারা টাকা পয়সা রেখেছে, তাদের সবার থেকে এই গরীব বিধবা বেশী রাখল । ৪৪কারন তারা সকলে নিজের নিজের অতিরিক্ত অর্থ থেকে কিছু কিছু রেখেছে কিন্তু এই গরীব বিধবা তার যা কিছু সম্বল ছিল, তার সবটুকুই দিয়ে গেল" ।

খুব গোপনে, কপটতা না করে, এই গরীব বিধবাটি তার জীবনধারনের জন্য যা ছিল তা দান করেছিল। তুলনামূলকভাবে ব্যবস্থার শিক্ষকেরা, ইস্রায়েলের নেতারা নিজেদের প্রতি মনোযোগ দিতে পছন্দ করতেন । আলখাল্লা পরিধান করে রাস্তায় চলাফেরা করত, যেন প্রত্যেকে লক্ষ্য করে । মণ্ডলীতে বিশেষ স্থান গ্রহণ করত এবং ভোজ বাড়িতে সম্মানীয় স্থান গ্রহণ করত ।

প্রশ্নঃ- যীশু কি বলেছিলেন যে এই বিধবার ছোট্ট দানটি মহৎ দান রুপে পরিগণিত হয়েছিল ?

[তার বাঁচার জন্য যা ছিল সে তা সর্বস্ব দিয়েছিল] । তার দান করার মানসিকতাই তার দানটিকে মহৎ দান রুপে গণিত করেছিল ।

উদার হস্তে এই দান করার মানসিকতাই আজ আমরা ছড়াতে চাই ।

প্রশ্নঃ- আর কি কেউ ঈশ্বরের উদ্দেশে উদারহস্তে দান করেছিলেন ?

না ।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর আমাদের কিভাবে দান করেছেন ?

আমাদের যা কিছু আছে সব ঈশ্বরেরই দান । বাইবেল বলে, "এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুই প্রভুর....."(গীতসংহিতা ২৪:১)।

"কারন ঈশ্বর জগতকে এতোই ভালোবাসলেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন যেন সেই পুত্রের উপর যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন লাভ করে" (যোহন ৩:১৬)। ঈশ্বর দান স্বরূপে আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন ।

ঈশ্বরকে যারা ভালোবাসে তাদের জন্য তিনি যা প্রস্তুত করে রেখেছেন কোন মানুষ তা কখনও চোখে দেখেনি, কানেও শোনেনি, এমনকি কল্পনাও করতে পারেনি" (১ করিন্থীয় ২:৯)। ঈশ্বর আমাদের চিন্তার অতীত কিছু দিতে চলেছেন ।

প্রশ্নঃ- লোকেরা কেন দান করে ?

[লোকেরা দান করে কারন ঈশ্বর আমাদের দান করার জন্য এক আকাঙ্খা দিয়েছেন । আপনি যখন দান তখন ঈশ্বরকে খুশী করেন কারন তাতে অন্যদের সাহায্য হয়] ।

প্রশ্নঃ- তিনটি ভাল উপায় রয়েছে দান করার জন্য, সেগুলি কি হতে পারে এ বিষয়ে আপনার চিন্তাভাবনা কি ?

[আপনার সময়, আপনার দক্ষতা, আপনার অর্থ] ।

এখন বিশেষতঃ আমরা দেখব আপনি কেন দান করবেন, কিভাবে দান করবেন, এবং কখন দান করবেন?

প্রশ্নঃ- আপনি কেন দান করবেন?

[দান করুন কারন আপনি অন্যের থেকে বেশী পেয়েছেন] ।

বাইবেল বলে-

- "তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যে দান কর" (মথি ১০:৮) ।
- "গ্রহণ করা অপেক্ষা দান করা ধন্য হইবার বিষয়" (প্রেরিত ২০:২৫) ।

এটা সবসময় খুবই ভাল কোন জিনিস পাওয়া বা আপনার জন্য কোন জিনিস করে দেওয়া । কিন্তু ঈশ্বর বলেন, যখন আপনি দান করেন তখন তাতে আপনি উপকৃত হন এবং অপর লোকও উপকৃত হয় ।

প্রশ্নঃ- দান করা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করে?

[এটা অনুভব করায় যে, ঈশ্বর আপনার মধ্যে এই দান করার আকাঙ্খা সঞ্চার করেছেন] ।

প্রশ্নঃ- আপনি যখন দান করেন তখন তা অন্যকে কিভাবে সাহায্য করে?

[তাদের প্রয়োজন মেটানোর দ্বারা] ।

প্রশ্নঃ- আমাদের কি দান করা উচিত?

[আপনার যা আছে তা দান করুন কারন আপনি তা চান] ।

বাইবেল বলে, "মনে রেখ : যে অল্প পরিমাণে বীজ বোনে, সে অল্প পরিমাণে ফসল কাটবে এবং যে যথেষ্ট পরিমানে বীজ বোনে সে প্রচুর ফসল কাটবে ।প্রত্যেকে নিজের নিজের অন্তরে যেমন স্থির করেছে, সেই মতোই দান করুক । মনে দুঃখ পেয়ে বা জোর করা হয়েছে বলে নয়, কারন খুশি মনে যারা দেয়, ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন(২ করিন্থীয় ৯:৬-৭) ।

বাইবেল আরও বলে, "পুত্র আমার কাছে এস এবং আমি যা বলছি তা শোন । আমার জীবনকে তোমার জন্য উদাহরন স্বরুপ বিবেচনা কর" ।(উপদেশক ২৩:২৬) ।ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ করুন যেন আপনি সম্পূর্ণ জীবন ও অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারেন ।

প্রশ্নঃ- কেমন ভাবে আমরা দান করব ?

[সামর্থ অনুসারে দান করুন] ।

বাইবেল আমাদের বলে, ".....কিন্তু একজন ভালো লোক অনেক কিছু দিয়ে দেয় কার তার প্রচুর আছে"(হিতোপদেশ ২১:২৬)। মনে করুন সেই বিধবার কথা তার পর্যাপ্ত ছিল না দান করার জন্য কিন্তু তার সামর্থ অনুসারে দিয়েছিল।

প্রশ্নঃ- আমাদের কখন দান করা উচিত ?

যখনই সুযোগ আসে তখনই দান করুন ।

শাস্ত্র আমাদের শেখায়, "তোমাদের যা আছে তা অভাবী ঈশ্বরের লোকেদের সঙ্গে ভাগ করে নাও"(রোমীয় ১২:১৩) ।

শাস্ত্র আমাদের একথাও বলে যে, সব সময় পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা কর। সব রকম প্রার্থনাতে প্রার্থনা করে তোমাদের যা প্রয়োজন সে সব জানাও। এর জন্য সব সময় সজাগ থেকো, কখনও হাল ছেড়ে দিও না। ঈশ্বরের সমস্ত লোকেদের জন্য প্রার্থনা কর"(ইফিষীয় ৬:১৮)। প্রার্থনা করুন যখন আপনি অবগত রয়েছেন আপনার প্রয়োজন সম্বন্ধে ।

প্রশ্নঃ- কে সেই সমস্ত ব্যাক্তিরা যারা আপনাকে দান করেছেন এবং কিভাবে তারা আপনাকে দান করেছেন?

[পিতা–মাতা আপনাকে যারা ঈশ্বরের ভালবাসাকে দেখিয়েছেন; শিক্ষকেরা যারা স্কুলে আপনাকে শিখতে সাহায্য করেছেন; ক্রিয়া শিক্ষক যিনি আপনাকে খেলাধূলা শিখিয়েছেন; সে সমস্ত লোকেরা যারা সেনাবাহিনীতে থেকে আপনার দেশকে সুরক্ষিত রাখে ।

প্রশ্নঃ– আপনি চিন্তা করুন, যখন কেউ আপনাকে সময় নিয়ে সাহায্য করে,তখন আপনার কি অনুভব হয় । আজ আপনি কিভাবে অন্যকে সাহায্য করতে পারেন আপনার সময় বা দক্ষতা বা আপনার অর্থ দ্বারা ?

পাঠ্যক্রম # ১৬:আমার ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর অপেক্ষা মহান

আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য কোন দেবতা না থাকুক

(যে ভাবে তিনি বলেছেন ঠিক সেই ভাবেই ঈশ্বরের আরাধনা করুন)

পুনরাবৃত্তি :- গত সপ্তাহের ঘরের কাজের প্রশ্ন এবং মুখস্ত পদ ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশ :- তোমরা কবে স্থির করবে যে তোমরা কোন দেবতাকে অনুসরণ করবে ? শোন, প্রভুই যদি সত্য ঈশ্বর হন তাহলে তাঁকে অনুসরণ কর; আর বাল মূর্তিকে যদি তোমাদের প্রকৃত দেবতা বলে মনে হয় তাহলে তাকে অনুসরণ কর" (১ম রাজাবলি ১৮:২১)।

চারিত্রিক গুণ :- দায়িত্ব ।

আলোচনা মূলক প্রশ্ন :- আপনার কি কোন বন্ধু রয়েছে যে আপনার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে ? আপনি কি কখন আপনার বন্ধুকে ফোন করেছেন বা চিঠি লিখেছেন ? যদি আপনা তার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখেন তাহলে কি হবে ?

ভূমিকা :- চীন দেশের মেই-হুয়া(Mei-hua) গ্রামে একটি ছুটির অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছিল, যা তাদের ঈশ্বরকে দান সম্বন্ধীয় । পাহারাদার নী(Nee) একদল যুবক প্রচারকের সঙ্গে ছিলেন এবং তারা চেষ্টা করছিলেন সেই অনুষ্ঠানের সময় রাস্তার ধারের লোকেদেরকে সুসমাচার প্রচার করবার জন্য,কিন্তু ভীড়ের মধ্যে লোকেরা শুনল না।তারা বলল, "আমাদের নিজের ঈশ্বর রয়েছে যার নাম টা-ওয়াং(Ta-Wang) যার অর্থ হল মহান রাজা। তার এই অনুষ্ঠানটি আর মাত্র দু-দিন বাকি আছে এবং বিগত ২৮৬ বছর ধরে টা-ওয়াং দেবতা তার এই অনুষ্ঠানের দিনটিতে রৌদ্রক-উজ্জল দিনের সৃষ্টি করে থাকেন.....তারপর লী(Lee) চীৎকার করে(পাহাড়াদার নী এর সঙ্গে থাকা একজন প্রচারক) প্রতিজ্ঞা করে বললেন, "আমাদের ঈশ্বর যিনি সত্য ঈশ্বর তিনি তোমাদের উক্ত টা-ওয়াং পর্বের দিনে বৃষ্টি দেবেন" ।

....এই কথা শুনে সমস্ত গ্রামের লোকেরা উৎসুক হয়ে চিৎকার করে বললেন, "আমরা রাজী!" যদি টা-ওয়াং অনুষ্ঠানের দিনে বৃষ্টি হয় তোমার যীশুই যে ঈশ্বর সেটা আমরা জানব, তাঁর বিষয় তখন আমরা শুনতে প্রস্তুত"।

টা-ওয়াং অনুষ্ঠানের সময় দিনটি ছিল রৌদ্রজ্জল ।পাহারাদার উত্তেজিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে লাগল, কিন্তু একটি ছোট্ট আওয়াজ শুনতে পেলেন "এলিয়ের ঈশ্বর কোথায়?" যখন পাহাড়াদার এবং অন্য লোকেরা তাদের সকালের জল খাবারের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন, তখনই বৃষ্টি আরম্ভ হল । সেই বৃষ্টি প্রচণ্ড প্রবল হতে লাগল এবং তা স্থিরভাবে হতে থাকল ।

কিছু কিছু গ্রামের লোকেরা চিৎকার করে বলল "যীশুই ঈশ্বর।" টা-ওয়াং এর পূজারীরা তার মূর্তিটিকে নিয়ে মিছিল যাত্রা বের করতে চেষ্ঠা করল কিন্তু রাস্তাতে জলমগ্ন হয়ে সমস্ত কিছু লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেল । যারা মিছিলে

বেরিয়ে ছিল তারাও রাস্তাতে পিঁছলে পড়ে গেল । এবং টা-ওয়াং মূর্তিটা ভেঙ্গে পড়ে গেল । তারপর সমস্ত গ্রাম সুসমাচার শোনার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ল ।[এই অংশটি নেওয়া হয়েছে নায়কের গল্প(Hero Tales) ডেভভ এবং নেতা জ্যাকশন্, বেথানী হাউস, ১৯৯৭, পৃষ্টা ৯৮-১০০] ।

****

আজকের বাইবেল অধ্যয়নে, ঈশ্বরের এলিয় নামে একজন পাঠিয়েছিলেন আহাবকে স্মরন করিয়ে দিতে ঈশ্বর সম্বন্ধে এবং তিনি যা করছিলেন তা ভুল । আমরা "এলিয়ের ঈশ্বর" সম্বন্ধে শুনব যেমন করে পাহাড়াদার মেই-হুয়া(Mei-hua) গ্রামের লোকেরা বলেছিল ।

পঠভূমি:- আহাব একজন ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন এবং তিনি খুবই দুষ্ট ছিলেন । বাইবেল বলে আহাব অনেক খারাপ কাজ করেছিলেন ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করবার জন্য যা তার আগে কোন রাজা করেন নি । প্রতিবেশী দেশের এক কন্যাকে আহাব বিয়ে করেন, যার নাম ছিল ইষেবল। তিনি এক রাজার কন্যা ছিলেন এবং তার ফাঁদে পরে রাজা তিনিও বাল দেবীর পূজা শুরু করেন ।

ঈশ্বর আহাবের উপর খুবই ক্রুদ্ধ হলেন, এবং ভাববাদী এলিয়কে পাঠালেন রাজাকে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য:- "আমি নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে আর বৃষ্টি হবে না"(১ম রাজাবলী ১৭:১)। প্রভুর আদেশ অনুসারে এলিয় পালিয়ে গেলেন আহাব রাজার সামনে থেকে এবং লুকিয়ে রয়লেন ।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর আহাবের উপর কেন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ?

মনে রাখবেন রাজার দায়িত্ব হচ্ছে সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের কাছে একটি উদাহরণ স্বরুপ হওয়া ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত ব্যবস্থা ও আদেশ পালন করার দ্বারা, কিন্তু আহাব লোকেদের অন্য দেবতার উপাসনা করবার জন্য বলেছিলেন যা খুবই অনুচিত ছিল ।

তিন বছর পর ঈশ্বর এলিয়কে বলেছিলেন, "তুমি গিয়ে আহাবের সঙ্গে দেখা কর এবং তাকে বল, যে তিনি পৃথিবীতে বৃষ্টি পাঠাবেন ।" সুতরাং, এলিয় আহাবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ।

প্রশ্নঃ- দুর্ভিক্ষ কি তা আপনি জানেন কি?

দুর্ভিক্ষের অর্থ হল যখন দেশে খাদ্য থাকেনা, অভাব দেখা দেয় । আজকে আমাদের গল্পে ইস্রায়েল দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল কারন, তিন বছর যাবৎ সেখানে বৃষ্টি হয়নি । সেখানে পর্যাপ্ত বৃষ্টির জল ছিল না চাষের জন্যে / ফসল বৃদ্ধি লাভের জন্য- এই সকলের কারন হল রাজা আহাবের দুষ্টতা । দুর্ভিক্ষ এতই বেশী হয়েছিল শমরীয়তে (সেই শহর যেখানে আহাব বসবাস করত)যে আহাব তার রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ ওবদিয়কে খাবারের সন্ধানে পাঠালেন। ওবদিয় ঈশ্বরে খুবই দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন । এমনকি যখন আহাব রাজার স্ত্রী ইষেবল সমস্ত ইস্রায়েলের ভাববাদীদের হত্যা করছিলেন তখন ওবদিয় গোপনে ১০০ জন ভাববাদিকে গুহাতে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং তাদের রুটি ও জল দিয়েছিলেন । যখন ওবদিয় যাচ্ছিলেন এলিয় তার সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন, "যাও আহাবকে খবর দাও যে, এলিয় এসেছে"(১ম রাজাবলি ১৮:৮) ।

আমার ঈশ্বর তোমার দেবতা অপেক্ষা মহান

(শাস্ত্র:- ১ম রাজাবলি ১৮:১৬-৩৯)

১৬ "ওবদিয় তখন রাজা আহাবকে গিয়ে এলিয় কোথায় আছে তা জানাল । রাজা আহাব এলিয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ।" ১৭ আহাব এলিয়কে দেখে প্রশ্ন করল,"তুমিই কি সেই লোক যার জন্য ইস্রায়েলের এই দুরাবস্থা ।"

প্রশ্ন:- কেন আহাব এলিয়কে এইভাবে সম্বধন করেছেন ?

মনে রাখবেন, তখন ইস্রায়েল দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল কারন আহাবের দুষ্টতার জন্য, এলিয় বলেছিলেন যখন তিনি বলবেন তখন বৃষ্টি হবে । তিন বছর যাবৎ আহাব রাজা লোক পাঠিয়ে সমস্ত রাজ্যে এলিয়কে খুঁজে ছিলেন এবং আহাব দুর্ভিক্ষের জন্য তার নিজের ভুল কাজের না দোষ দিয়ে এলিয়কেই দোষী করেছিলেন ।

১৮ এলিয় উত্তর দিলেন, "আমার জন্য ইস্রায়েলের কোন দুর্দশাই হয়নি, তুমি ও তোমার পিতৃ পুরুষেরাই এরজন্য দায়ী । তোমরা প্রভুর আদেশ অমান্য করে মূর্ত্তির পূজা শুরু করেছ । ১৯ এখন ইস্রায়েলের সবাইকেই কর্মিল পর্বতে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল । বালদেবের ৪৫০ জন ভাববাদি ও রানী ইষেবল সমর্থক আশেরার মূর্ত্তির ৪০০ ভাববাদিকেও যেন ওখানে আনা হয় । ২০ আহাব তখন সমস্ত ইস্রায়েলীয় এবং ঐসব ভাববাদীদের কর্মিল পর্বতে ডাকলেন । ২১ এলিয় তখন সবাইকে বললেন, "তোমরা কবে স্থির করবে কোন দেবতাকে তোমরা অনুসরন করবে ? শোন, প্রভুই যদি সত্য ঈশ্বর হন তাহলে তাঁকে অনুসরন কর । আর বাল মূর্ত্তিকে যদি তোমরা প্রকৃত দেবতা বলে মনে হয় তাহলে তাকে অনুসরন কর ।"

প্রশ্ন:- এলিয় ইস্রায়েলীয়দের কি করতে চেয়েছিলেন ?

এলিয় ইস্রায়েলীয়দের বলেছিলেন-তারা যেন তাদের মনকে স্থির করে সিদ্ধান্ত নেয় যে কার সেবা করবে, ইস্রায়েলীয় ঈশ্বরকে না বাল্ দেবতাকে । মনে রাখবেন, ইস্রায়েলের রাজা তাদের বলেছিলেন- বাল দেবতার আরাধনা করতে, কিন্তু লোকেরা কিছুই বলল না ।

২২ তখন এলিয় তাদের বলল, "আমি এখানে প্রভুর একমাত্র ভাববাদী হিসাবে উপস্থিত আছি, আর বালদেবের অনুগামী ৪৫০ জন ভাববাদী আছেন। ২৩ এবার দুটো ষাঁড় নিয়ে আসা হোক । বাল মূর্ত্তির ভাববাদীরা তার একটি কেটে টুকরো টুকরো করে কাঠের উপর রাখুন, আমি অন্যটি টুকরো টুকরো করে কাঠের উপর রাখছি । আমরা কেউই নিজে থেকে কাঠে আগুন ধরাব না । আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি, বাল মূর্ত্তির

অনুগামী ভিববাদীরাও তাদের দেবতার কাছে প্রার্থনা করুন । যার প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে কাঠে আগুন জ্বলে উঠবে, তার দেবতায় আসল প্রমানীত হবেন ।” [২৪] তখন সমস্ত লোক এই কাজে সায় দিল ।

প্রশ্ন:- আপনি কি চিন্তা করেন এই বিষয়, যে উক্ত পরিস্থিতিতে এলিয় এখানে কি প্রমান করতে চেয়েছিলেন ?

ইস্রায়েলের ঈশ্বর হচ্ছেন একমাত্র সত্য ঈশ্বর এবং বাল কোন মতেই ঈশ্বর নন ।

[২৫] এলিয় তখন বাল মূর্ত্তির ভাববাদীদের ডেকে বললেন, “আপনারা সংখায় অনেক, আপনারাই প্রথমে যান । যেভাবে বললাম ষাঁড়টিকে কেটে ঠিক করুন, তবে আগুন জ্বালাবেন না ।” [২৬] তখন বাল মূর্ত্তির অনুগামী ভাববাদীরা তাদের যে ষাঁড়টিকে দেওয়া হয়েছিল সেটাকে কথামত কেটে সাজালেন । তারপর তারা বেলা দুপুর পর্যন্ত বাল মূর্ত্তির কাছে প্রার্থনা করলেন, তাদের বানান যজ্ঞবেদী ঘিরে নাচানাচি করলেন কিন্তু কেউ তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিল না, আগুন জ্বলল না । [২৭] দুপুর গড়িয়ে গেল, এলিয় ওইসব ভাববাদীদের নিয়ে রসিকতা শুরু করলেন । এলিয় বললেন, “বাল যদি সত্যি সত্যিই দেবতা হন, তাহলে একটু জোড়ে প্রার্থনা করা উচিত। হয়তো উনি এখন ভাবনায় ডুবে আছেন কিংবা হয়তো ঘুমিয়ে গেছেন, নানা আপনাদের আর একটু জোড়ে হাঁক ডাক দিয়ে তাকে ঘুম থেকে তোলা দরকার ।” [২৮] একথা শুনে তারা আরও উচ্চস্বরে প্রার্থনা করতে লাগলেন, ধারাল অস্ত্র দিয়ে নিজেদের ক্ষত-বিক্ষত করে রক্ত বের করে ফেললেন(বাল দেবের প্রার্থনায় এটিও একটি বিশেষ প্রক্রিয়া ছিল) । [২৯] কিন্তু দুপুর থেকে বিকাল গড়িয়ে গেলে তখনও আগুন ধরার কোন লক্ষণ দেখা গেল না । ক্রমে বিকালের বলিদানের সময় ঘনিয়ে এল, ভাববাদীরা উন্মত্তের মতো ডাকাডাকি করতে লাগলেন কিন্তু বালদেবের দিক থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না ।

[৩০] এলিয় তখন সমস্ত লোকেদের বললেন, “এবার আমার কাছে এস ।” সকলে এলিয়কে ঘিরে দাঁড়াল, এলিয় প্রথমে প্রভুর ভেঙে যাওয়া বেদিটিকে ঠিক করলেন । [৩১] তারপর ইস্রয়েলের ১২ টি পরিবার গোষ্ঠির প্রত্যেকের নামে একটি করে মোট ১২ টি পাথর খুঁজে বের করলেন । যাকোবের ১২ জন সন্তানের নামে এই ১২ জন গোষ্ঠির নামকরণ হয়েছিল । যাকোবকেই প্রভু ইস্রয়েল বলে ডেকেছিলেন ।[৩২] এলিয় প্রভুকে সম্মান জানাতে এই পাথর গুলি দিয়ে যজ্ঞবেদীটি ঠিক করে ছিলেন । তারপর তিনি বেদীর পাশে ৭ গ্যালন জল ধরার মতো একটি ছোট্ট ডোবা কাটলেন, [৩৩] এবং সমস্ত জ্বালানি কাঠ বেদীতে রাখলেন । ষাঁড়টাকে টুকরো করে কাটার পর এলিয় সেইসব টুকরো কাঠের ওপর রাখলেন । [৩৪] তারপর তিনি বললেন, “চারটি পাত্রে জল ভরে নিয়ে এসে সেই জল এই মাংসের টুকরো ও কাঠের ওপর ছড়িয়ে দাও ।” [৩৫] এলিয় এরপর তিনবার একাজ করলে, বেদী থেকে জল গড়িয়ে পড়ে ডোবাটা ভড়িয়ে দিলল । [৩৬] তখন বৈকালিক বলিদানের সময় । ভাববাদী এলিয় বেদীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, “প্রভু অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের ঈশ্বর, আমি আপনাকে আহ্বান করছি । আপনি এসে প্রমান করুন যে আপনিই ইস্রায়েলের প্রকৃত ঈশ্বর । এইসব লোককে দেখান যে আপনিই আমাকে এসব করার আদেশ দিয়েছিলেন । [৩৭] হে প্রভু, আপনি এসে আমার ডাকে সাড়া দিলে তবেই এই সব লোকেরা বুঝতে পারবে আপনিই

তাদের আপনার কাছে ফিরিয়ে নিলেন ।” [৩৮] তখন প্রভু আগুন পাঠালেন । সেই আগুনে সমস্ত বলি, কাঠ, পাথর বেদীর পাশের মাটি পর্যন্ত পুড়ে গেল । আগুন ডোবায় জমা জলকে ভক্ষণ করে নিল । [৩৯] সমস্ত লোক এ ঘটনা দেখে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বলতে শুরু করলো, “প্রভুই ঈশ্বর । প্রভুই ঈশ্বর ।”

প্রশ্ন:- এলিয় তাঁর প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে কি প্রমান করতে চেয়েছিলেন ?

[ইস্রায়েলের ঈশ্বর হচ্ছেন একমাত্র সত্য ঈশ্বর এবং কোন মতেই ঈশ্বর নন । যখন লোকেরা নিজের চোখে দেখেছিলেন যে ঈশ্বর কি করেছিলেন সেইদিন তারা বুঝতে পারলেন যে তারা সত্য ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছিলেন এবং তারা স্মরণ করলেন যে প্রভুই একমাত্র ঈশ্বর] ।

প্রশ্ন:- আপনি কি মনে করতে পারছেন আমাদের প্রথম আলোচনার প্রশ্ন ?- আপনি যদি কারও সঙ্গে সম্পর্ক না রাখবেন তাহলে কি হবে ?

এটা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক তাকে ভুলে যাওয়া, যদি আমরা সম্পর্ক না রাখি- তা নয় কি?

প্রশ্ন:- ইস্রয়েলের লোকেরা কি ভুলে গিয়েছিল ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার বিষয়ে ?

হ্যাঁ ।

প্রশ্ন:- যদি আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে না থাকেন তাহলে কি হতে পারে ?

আপনি তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধে ভুলে যেতে পারেন । আমাদের মনে রাখা দরকার রয়েছে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার জন্য তাঁর সঙ্গে সময় অতিবাহিত করতে হবে । স্কুল, বন্ধুরা,কাজকর্ম এবং বাইবেল অধ্যায়ন এই সবই গুরুত্বপূর্ণ । ঈশ্বর আমাদের এইসব দিয়েছেন যেন আমরা আনন্দ উপভোগ করতে পারি এবং তিনি আমাদের জন্য যে সকল কাজ করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে পারি । কিন্তু ঈশ্বর কখন চান না যে আমরা ঈশ্বর থেকে সেই গুলোকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করি ।

প্রশ্ন:- আপনি কি করে ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন ?

তাঁর সঙ্গে কথা বলুন যখন আপনি ঘুম থেকে উঠেন ও ঘুমাতে যান । তাঁর সঙ্গে কথা বলুন দিনের বেলায় যখন আপনি কোন জিনিস করছেন । তাঁকে বলুন, তাঁর উপস্থিতি যেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে যায়, আপনাকে যেন ভাল বন্ধু হতে সাহায্য করে । আপনার বাসকেট বল খেলার সময়ও যেন তিনি আপনার সঙ্গে যান । যেন একজন ভাল ছেলে বা মেয়ে হতে পারেন । ঈশ্বরের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে যা আপনি ও তিনি এক সাথে করতে পারেন, শুধু প্রার্থনায় চান ।

পাঠ্যক্রম # ১৭: মূর্ত্তির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

তুমি কোন প্রতিমার মূর্ত্তি নির্মাণ করবে না

(কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই আরাধনা করা ঠিক যেমনটি তিনি বলেছেন)

পুনরাবৃত্তি:- গত সপ্তাহের গৃহ কর্মের প্রশ্ন ও মুখস্ত পদ ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশ:-"...কিন্তু আমিও আমার পরিবার, সদাপ্রভু ঈশ্বরেরই সেবা করব"(যিহোশূয় ২৪:১৫)।

চারিত্রিক গুন:- আরাধনা / সেবা ।

আলোচনা মূলক প্রশ্ন:- আপনার ভাতা / বৃত্তি দিয়ে আপনি কি করবেন ?

স্টুয়ার্ট ব্রিশকো তিনি একজন পালক যিনি যুবকদের মধ্যে,পালকদের মধ্যে এবং ১০০ বেশী দেশে মিশনারীদের মধ্যে কাজ করেন । তিনি এই গল্পটি বলেছিলেন, "ভারতে ভ্রমণের সময় আমি ও আমার পালক বন্ধু একটি গাড়িতে উঠেছিলাম । আমাকে একটি বস্তা সরাতে হয়েছিল বসবার জন্য । কিন্তু আমি বস্তার মধ্যে ঝনঝন আওয়াজ শুনতে পেলাম, এবং আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই বস্তার মধ্যে কি আছে, তিনি বললেন, ওঃ অল্প খড় রয়েছে ।" তারপর আমি কিছু বর্জ্র পদার্থ টেনে বের করলাম এবং সেটা দেখতে অনেকটা ভারতীয় তামার তৈরী কারুকার্য । তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কেন এই বর্জ্র পদার্থ গুলিকে ফেলে দিতে চাইছ । আমার বন্ধু উত্তর দিল এটা হচ্ছে হিন্দুদের মূর্ত্তি । যাদের পরিবারে এটা ছিল তারা সদ্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হয়েছে এবং আমি তাই তাদের মূর্ত্তিটা দূরে ফেলে দিতে চায় ।

সুতরাং আমি তাকে বললাম, "আমার ঘরে এর একটা নিয়ে যেতে চায় । যতদূর আমি জানি এটা একটা সুন্দর হস্ত নির্মিত কারুকার্য । এটা তখনই মূর্ত্তি হয়ে দাঁড়ায় যখন আমি নত হয়ে আরাধনা বা সেবা করি ।" (এই গল্পটি ১০ আজ্ঞার পুস্তকে পাওয়া যায়, লেখক স্টার্ট ব্রিশকো পৃষ্টা ২০-২১) ।

পটভূমি:- ইস্রায়েল লোকেরা প্রায় ৪০০ বছরেরও বেশী মিশর দেশে দাসরুপে বন্দি হয়ে ছিল যখন ঈশ্বর মোশীকে বললেন নেতৃত্ব দিয়ে ইস্রায়েল জাতিকে মিশর দেশ থেকে বের করার জন্য ।তারা মিশর থেকে বের হয়ে আসবার পর লোকেরা ঈশ্বরের অবাধ্য হল । এবং তাদের অবাধ্যতার ফলস্বরুপ ঈশ্বর তাদেরকে প্রতিজ্ঞার দেশে প্রবেশ করতে দিলেন না । প্রায় ৪০ বছর যাবৎ মরুভূমিতে পরিভ্রমন করালেন । যখন সময় হল যিহোশূয় লোকেদেরকে নিয়ে কনান দেশে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার দেশের দিকে রওনা দিলেন । ঈশ্বর ইস্রয়েলীয়দের সাহায্য করেছিলেন যে সমস্ত জাতিরা সেই দেশে বসবাস করছিলেন তাদের উৎখাত করবার জন্য । যখন ইস্রায়েলীয়রা সেখানে নতুনভাবে বসবাস শুরু করল, তখন ঈশ্বর যীহোশূয়ের মাধ্যমে ইস্রায়েলকে সাবধান করে দিলেন ।

“তোমরা কোন মূর্ত্তি নির্মাণ কর না”

(শাস্ত্র: যিহোশূয় ২৩:৬-৮)

৬ “প্রভু তোমাদের যা যা আদেশ দিয়েছেন সেসব তোমরা অবশ্যই পালন করবে। মোশির বিধি পুস্তকে যেসব লেখা আছে সেসব পালন করবে। ওই বিধি থেকে বিচ্যুত্য হবে না। ৭ আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা ইস্রায়েলের কেউ নয়। তারা তাদের নিজেদের দেবতাদের পূজা করে। তোমরা তাদের দেবতাদের সেবা অথবা পূজা করবে না। প্রতিশ্রুতি নেবার সময় তাদের দেবতাদের নাম তোমাদের নেওয়া উচিত হবে না।৮ তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের অনুসরণ করে চলবে, আগেও তোমরা তাই করেছিলে সর্বদাই তোমরা তাই করবে”।

ইস্রায়েলীয়দের সেই দেশ অধিকারের পূর্বে সেই দেশে বসবাসকারী লোকেরা অনেক দেবদেবীর সেবা করত। ঈশ্বর ইস্রায়েল লোকেদের বলেছিলেন যেন তারা এই সমস্ত লোক / জাতির সঙ্গে মেলামেশা না করে।

প্রশ্ন:- দ্বিতীয় আজ্ঞায় বলা হয়েছে তোমার নিমিত্তে কোন প্রতিমা নির্মান করবে না। প্রতিমা বা মূর্ত্তি কি ?

মূর্ত্তি হল একটি স্তম্ভ বা গঠন যা কেউ নাকেউ কাঠ বা পাথর দিয়ে বানিয়েছে যা ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরুপ। অনেকেই মূর্ত্তি নির্মান করে এবং সেটাকে ঈশ্বর বলে পূজা বা সেবা করে।

প্রশ্ন:- কেন ঈশ্বর বলেছেন “কোন ক্ষদিত প্রতিমা নির্মান করবে না ও তার সেবা করবে না ?”

আসুন আমরা জানতে চেষ্টা করি।

প্রশ্ন:- মূর্ত্তি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারে ?

না। শুনুন বাইবেল কি বলে এই বিষয়ে। ৪ “অনান্য জাতির দেবতারা শুধুই সোনা বা রুপার তৈরী মূর্ত্তি মাত্র। ৫ ওই মূর্ত্তিদের মুখ আছে কিন্তু কথা বলতে পারে না। ওদের চোখ আছে কিন্তু দেখতে পায় না। ৬ ওদের কান আছে কিন্তু শুনতে পায় না। ওদের নাক আছে কিন্তু ঘ্রান নিতে পারে না। ৭ ওদের হাত আছে কিন্তু অনুভব করতে পারে না। ওদের পা আছে কিন্তু চলতে পারে না এবং ওদের কন্ঠ থেকে কোন স্বর আসে না।” (গীতসংহিতা ১১৫:৪-৭)।

সুতরাং ঈশ্বর প্রথমেই বলেছেন, মূর্ত্তি আমাদের সহায়তা করতে পারে না। কারন তারা নির্মিত হয় সেই একই কাঠ দিয়ে যে কাঠ আপনি আগুন জ্বালাবার জন্য ব্যবহার করেন।(যিশাইয় ৪৪:১৫), কিন্তু মূর্ত্তিরা কেবলমাত্র অসহায় একটি কাঠের স্তুপ।

প্রশ্ন:- মূর্ত্তি বা প্রতিমা কেন বিপদ জনক হয় ?

লোকেরা ঈশ্বরের চাইতে বেশী মনযোগ দেয় সেই বস্তু গুলিতে ।

এখানে একটি উদাহরন:- আপনার যদি বৃত্তিভাতা আমেরিকার অর্থে ১ ডলার হয়, সপ্তাহে তবে আপনার প্রথম চিন্তা কি তার থেকে আপনি দশমাংশ ঈশ্বরের জন্য দিতে চান, না আপনি বেশী চিন্তিত এই বিষয়ে যে আপনি এটা দিয়ে কি কিনবেন ? আপনার কাছে কোন কিছু যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, ঈশ্বর আপনার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হতে চান ।

প্রশ্ন:- কোন কিছুর বা কারো থেকে ঈশ্বর কেন বেশী গুরুত্বপূর্ণ হতে চান আপনার কাছে ?

যদি ঈশ্বর আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি না হন, তাহলে আপনি যাকেই চান বা আপনি যা চান বা আপনি যা করতে চান করতে পারেন ।

প্রশ্ন:- প্রতিযোগিতায় এটা কিরকম হবে যদি কেউ নিজের নিয়মে ফুটবল খেলতে চায় ? কি ধরনের খেলা আপনি খেলতে চান ?

প্রশ্ন:- কি হবে যদি আপনার শিক্ষক বলেন, “আজ তুমি যার সঙ্গে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারো, যদি তুমি ক্যাফেটেরিয়া লাইনে জোড় করে ঢুকে পড়তে চাও অথবা যদি তুমি প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলতে চাও- তাহলেও ঠিক আছে! তোমার স্কুলে তবে সেটা কী ধরনের দিন হবে ?

আপনি দেখেছেন, আপনার পারিমাপ বা জরিপের দরকার রয়েছে যার দ্বারা আপনার ব্যবহার পারিমাপ করবেন, যে সেটি বা ভুল । যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন সেই মানদণ্ড যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন যেন আমরা জানতে পারি কিভাবে আমাদের তাঁর বাধ্য থেকে জীবন যাপন করতে হয় । যীশুকে জানতে চেষ্টা করুন যেন আপনি তাঁর মত হয়ে উঠতে পারেন । যেন তাঁর মধ্যে দিয়ে জানতে পারেন আপনি আপনার জীবনকে কিভাবে নির্বাহ করবেন ।

আমাদের বিগত পাঠে দেখেছি যদি আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সময় অতিবাহিত না করি, তাহলে এটা খুবই সহজ তাঁকে ভুলে যাওয়া । আপনি মনে করে দেখুন, ইস্রায়েলীয়দের কী হয়েছিল । সম্পূর্ণ জাতি ঈশ্বরকে এবং তাদের সন্তানরাও ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছিল ।

ইস্রায়েল জাতিরা যখন অন্যান্য জাতিদের মধ্যে বসবাস করছিল যারা অনেক দেবতার সেবা করত যা তাদের অন্যান্য জাতির থেকে আলাদা করেছিল ঈশ্বর মনস্থ করেছিলেন যেন তারা সমগ্র পরজাতিয়দের মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । কিন্তু যখন ইস্রায়েলীয়রা অন্যান্য পরজাতীয়দের মেলামেশা শুরু করল, তারা ঈশ্বরের কথা শোনা থেকে বিরত থাকল এবং তারা হতভম্ব হয়ে গিয়ে ঈশ্বরকে ভুলে গেল । তারা অন্যান্য দেবদেবীর পিছনে চলতে শুরু করল ।

প্রশ্ন:- কেন আপনার পিতামাতা আপনাকে ঈশ্বর সম্পর্কে শিক্ষা দেন ?

যদি আপনার পিতা-মাতা আপনাকে ঈশ্বর সম্পর্কে শিক্ষা না দেয় তাহলে আপনি হয়তো ঈশ্বরকে না জেনেই শেষ হয়ে যাবেন । তাই আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে যেভাবে ঈশ্বর আপনাকে নির্দেশ দেয় সেই রুপে ঈশ্বরের সেবা করা, তাহলে আপনি তাঁকে ভুলে যাবেন না এবং একদিন আপনার সন্তানরাও ঈশ্বরকে ভুলে যাবেনা ।

প্রশ্ন:- আজকের দিনে লোকেরা কি ধরনের মূর্তির সেবা করে ?

বাইবেল বলে, আপনি যে কোনো বিষয় যখন খুব জোরপূর্বক চান, এবং আপনি তা পাবার জন্য যা খুশি তাই করেন- আপনার জন্যে সেটাই মূর্তি । এই সমস্ত বিষয় আপনাকে ঈশ্বর থেকে দূরে নিয়ে যায় ।

প্রশ্ন:- সেই সমস্ত বিষয় গুলো কি যা লোকেরা উৎসুক হয়ে ঈশ্বরের থেকে বেশী গুরুত্ব দেয় ?

ভাল পোষাক, নেশা, খেলাধূলায় ভাল হওয়া, ভাল ভাল বন্ধুবান্ধব দ্বারা গ্রহনযোগ্য কিছু- এই সমস্ত কিছুই বেশী ঈশ্বরের থেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ।

প্রশ্ন:- আমরা কিভাবে খেলাধূলা ও বন্ধু বান্ধব থেকে ঈশ্বরকে বেশী গুরুত্ব দিতে পারি ?

বাইবেল বলে- ঈশ্বরকে সব বিষয়ের ধন্যবাদ দিতে, সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য করুন, কিন্তু নিজের মহিমার জন্য নয়- অন্য কথায়, সমস্ত কিছুর উপরে এবং নিজের উপরে ঈশ্বরকে বেশী গুরুত্ব দিন।

মনে আছে যিহোশুয়ো কি বলেছিলেন, ".....কিন্তু আমি আর আমার পরিবার সম্পর্কে বলতে পারি, আমরা প্রভুর সেবা করব" (যিহোশুয়ো ২৪:১৫)।

পাঠ্যক্রম # ১৮: অগ্নি পরিক্ষার শান্ত থাকা

তুমি তোমার নিমিত্তে প্রতিমার নির্মাণ করবে না

(কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই আরাধনা করা ঠিক যেমনটি তিনি বলেছেন)

পুনুরাবৃত্তি:- গত সপ্তাহের ঘরের কাজের প্রশ্ন ও মুখস্ত পদ ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশ:- "যদি আপনি আমাদের আগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন তাহলে আমরা যে ঈশ্বরের আরাধনা তিনি আমাদের রক্ষা করবেন, তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের আপনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন । কিন্তু যদি আমাদের ঈশ্বরও আমাদের রক্ষা না করেন তাহলেও আমরা আপনার দেবতার সেবা করব না এবং আপনার প্রতিষ্ঠিত সোনার মূর্ত্তির পূজাও করব না"(দানিয়েল: ১৭-১৮) ।

চারিত্রিক গুণ:- ভরসা এবং বিশ্বস্ততা ।

আলোচনা মূলক প্রশ্ন:- যদি আপনার ভালো বন্ধু থাকে আপনি জানেন, যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন । তাকে জিজ্ঞাসা করুন- আপনি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ।আপনি কি বলেন ?

জার্মানীর দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের একটি গল্পের কথা বলি- সেই সময় কিছু পরিবার গোপনে একটি ঘরে প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠের জন্য একত্র হতেন । যখন তারা একত্রে প্রার্থনা করছিলেন দরজা খোলা ছিল, কিছু জার্মান সেনা বন্ধুক হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে পরলেন । তারপর সেনারা সবাইকে দেওয়ালের দিকে মুখ করে প্রত্যেককে দাঁড়াতে বললেন ও তারা বন্ধুকের নিশানায় রাখলেন ।

তারপর একজন সেনা বললেন, "আমরা জানি আপনারা জমায়েত হন প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠের জন্য ।" সেই কারনে আমাদের কাছে আদেশ রয়েছে আপনাদের হত্যা করবার জন্য ।কিন্তু যারা যারা অস্বীকার করবে এবং বলবে যে তারা খ্রীষ্ট বিশ্বাসী নন তারা এখান থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে যেতে পারে ।

একথা শুনে অনেকেই বেড়িয়ে গেল কিন্তু অল্প কয়েকজন বিশ্বস্ত খ্রীষ্ট বিশ্বাসী সেনাদের সামনে অবশিষ্ট রইল । অবশেষে শেষের ব্যক্তিটি যাওয়ার পর সেনারা তাদের বন্ধুক নিচে নামিয়ে রাখল এবং বলল, আমরা প্রকৃতই খ্রীষ্ট বিশ্বাসী আমরা চাই আপনাদের সঙ্গে আরাধনা করতে । কিন্তু আমাদের এটা চিনে নিতে হল যে প্রকৃতপক্ষে আপনারা খ্রীষ্ট বিশ্বাসী কিনা ? আমরা তাঁর অনুসরণ করব যতই বিপদ আসুক না কেন ।

পঠভূমি:- প্রায় ৬০০ খ্রী: পূ: বাবিলনের রাজা নবূখদনিৎসর যিরুশালেম আক্রমণ করেন, নবূখদনিৎসর তার সেনাধক্ষ্যকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন যিরুশালেম থেকে কিছু রাজকীয় পরিবারের ও অনান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের কিছু যুবক ছেলেদের ধরে বাবিলনে নিয়ে আসে ।

এই সমস্ত যুবকরা শক্তিশালী, সুন্দর, বুদ্ধিমান এবং পারদর্শী ছিলেন । রাজা নবূখদনিৎসরের রাজ সভায় সেবা করবার জন্য যা যা আবশ্যক তা সবরকমের শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করা হল । ৩ বছর তাদের বাবিলনের ভাষা শেখান হয়েছিল, এমনকি তাদের নতুন নামও দেওয়া হয়েছিল ।

তাদের মধ্যে এই চারজন যুবকের নাম ছিল–দানিয়েল,শদ্রক,মৈশক এবং ওবেদনগো এবং ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেছিলেন শিক্ষা লাভ করতে এবং তাদের যা শেখান হয়েছিল তা বুঝতে ।

তবুও তারা এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য ও বিশ্বস্ত থাকলেন ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতি । তাদের ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতার ও বিশ্বাসযোগ্যতার পরীক্ষা হয়েছিল ।

"অগ্নি পরিক্ষায় শান্ত থাকা"

(শাস্ত্র:–দানিয়েল ৩ অধ্যায়)

"1 রাজা নবূখদনিৎসর একটি সোনার মূর্ত্তি তৈরী করলেন| মূর্ত্তিটি ছিল 60 হাত উঁচু এবং 6 হাত চওড়া| তারপর তিনি সেই মূর্ত্তিটি বাবিল প্রদেশে দূরা সমতলের ওপর স্থাপন করলেন| 2 তারপর রাজা প্রাদেশীয় রাজ্যপাল, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীগণ, উপদেশকগণ, কোষাধ্যক্ষগণ, বিচারকগণ, শাসকগণ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ঐ মূর্ত্তির উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে আসতে আদেশ দিলেন|
3 তাই তারা সবাই এলেন এবং নবূখদনিৎসরের স্থাপিত মূর্ত্তির সামনে দাঁড়ালেন| 4 তারপর রাজার ঘোষক উচ্চকণ্ঠে বললেন, "হে বিভিন্ন দেশ ও নানা ভাষাবিদ্গণ তোমরা আমার কথা শোন| তোমাদের এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে: 5 যে মূহুর্তে শিঙা, বাঁশি, বীণা এবং অন্যান্য সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনবে তখনই তোমরা আভূমি নত হবে এবং রাজার স্থাপনা করা মূর্ত্তির পূজো করবে| 6 যদি কোন ব্যক্তি আভূমি নত না হয়ে পূজো করে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে|"
7 তাই, যে মূহুর্তে শিঙা, বাঁশি, বীণা এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শোনা গেল, সমস্ত দেশসমূহ ও সমস্ত ভাষাবিদগণ আভূমি নত হল এবং নবূখদনিৎসরের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির পূজা করল|
8 সেই সময়, কিছু কলদীয় লোকরা রাজার কাছে এল এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগল| 9 তারা রাজা নবূখদনিৎসরকে বলল, "মহারাজ দীর্ঘজীবি হোন! 10 মহারাজ আপনি আদেশ করেছিলেন যে শিঙা, বাঁশি, বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের বাদন শোনা মাত্র সকলকে মাথা নত করে সোনার মূর্ত্তিটির পূজা করতে| 11 আপনি আরো বলেছিলেন যে যদি কেউ এই মূর্ত্তির পূজা না করে তাহলে তাদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে| 12 কিন্তু হে মহারাজ, কিছু ইহুদী আপনার আদেশ অমান্য করেছে| আপনি পূর্বে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীর পদে বহাল করেছিলেন| তারা হল শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগো| তারা আপনার দেবতার পূজা করে নি| তারা আভূমি নত হয়নি এবং আপনার প্রতিষ্ঠিত সোনার মূর্ত্তিটি পূজো করে নি|"
13 তখন রাজা ভীষণ রুদ্ধ হয়ে শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে ডেকে পাঠালেন| তাদের রাজার সামনে আনা হল| 14 নবূখদনিৎসর ঐ লোকেদের বললেন, "শদ্রক, মৈশক এবং অবেদ্-নগো, এটা কি সত্যি যে তোমরা আমার দেবতাদের পূজো কর না আর তোমরা আভূমি নত হও নি এবং আমার প্রতিষ্ঠিত সোনার মূর্ত্তিকে পূজো করনি? 15 এবার যখনই তোমরা শিঙা, বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনবে তখনই তোমরা মাথা নত করে সোনার মূর্ত্তির পূজা করবে| যদি তোমরা এই মূর্ত্তির পূজা করতে রাজী থাকো তবে ভাল, নয়তো তোমাদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে| তখন কোন দেবতাই তোমাদের আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না!"
16 শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগো রাজাকে বলল, "এর ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই| 17 যদি আপনি আমাদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন তাহলে আমরা যে দেবতার পূজা করি তিনি আমাদের রক্ষা করবেন| তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের আপনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন| 18 কিন্তু যদি আমাদের ঈশ্বরও আমাদের রক্ষা না করেন, তাহলেও আমরা আপনার দেবতার সেবা করব না এবং আপনার প্রতিষ্ঠিত সোনার মূর্ত্তির পূজাও করব না|"
19 তখন নবূখদনিৎসর ভীষণ রেগে গেলেন এবং শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোর দিকে ভর্ত্সনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন| তিনি অগ্নিকুণ্ডটিকে সাতগুণ বেশী উৎতপ্ত করবার আদেশ দিলেন| 20 তারপর নবূখদনিৎসর তাঁর সব চেয়ে শক্তিশালী সৈন্যদের কয়েক জনকে শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে বেঁধে ফেলে তাদের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে আদেশ দিলেন|

21 তাই সৈন্যরা আঙরাখা, পায়জামা, টুপি ও অন্যান্য বস্ত্রে পূর্ণসজ্জিত শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে বেঁধে ফেলল এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিল| 22 রাজার আদেশ এত নিষ্ঠুর ছিল বলে এবং অগ্নিকুণ্ডটি এত উৎতপ্ত ছিল বলে যে সৈন্যরা শদ্রক, মৈশক এবং অবেদ্-নগোকে নিয়ে গিয়েছিল তারাই আগুন পুড়ে মারা গেল| 23 শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে দৃঢ় ভাবে বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল|
24 সেই সময় নবূখদনিৎসর বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠলেন| তিনি তাঁর উপদেশকদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি ঠিক যে আমরা মাত্র তিন জনকে বেঁধে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলাম?"
উপদেশকরা বললেন, "হ্যাঁ, মহারাজ|"
25 রাজা বললেন, "দেখ, আমি দেখছি চার জন মানুষ আগুনের ভেতর হেঁটে বেড়াচ্ছে| তারা বাঁধনমুক্ত এবং তারা কেউই আগুনে পুড়ে যাচ্ছে না| চতুর্থ জনকে দেখতে যেন একজন দেবদূতের মতো|"
26 তখন নবূখদনিৎসর অগ্নিকুণ্ডের মুখের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, "পরাৎপর ঈশ্বরের অনুগত শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগো তোমরা এখানে বেরিয়ে এসো!"
তাই শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগো আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো| 27 তারা বেরিয়ে আসার পর প্রাদেশীয় রাজ্যপাল, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, অধিপতি ও রাজার উপদেশকরা তাদের ঘিরে ধরল| তারা দেখল যে আগুন শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোর আঙরাখা অথবা অন্য কিছু, এমন কি তাদের মাথার একটা চুলও পোড়ায়নি এবং তারা যে আগুনের কাছে ছিল এমন কোন গন্ধও তাদের গা থেকে বেরোচ্ছিল না|
28 এরপর নবূখদনিৎসর বললেন, "শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোর ঈশ্বরের প্রশংসা করো| তিনি তাঁর দূত পাঠিয়েছেন এবং তাঁর দাসদের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন| এই তিন জন লোক তাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল| তারা আমার আদেশ অমান্য করে মৃত্যুবরণ করতেও রাজী ছিল, কিন্তু তবুও তারা অন্য কোন দেবতার আরাধনা করতে রাজী হয়নি| 29 তাই আমি এই নিয়ম করলাম: কোন দেশের এবং কোন ভাষার কোন ব্যক্তি যদি শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে তবে তাদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হবে| তাদের বাড়ি-ঘর সর্বসাধারণের শৌচালয় হয়ে উঠবে কারণ অন্য কোন দেবতা তাঁর লোকদের এভাবে বাঁচাতে পারেন না|" 30 তখন রাজা শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে বাবিল প্রদেশে পাঠালেন"।

.....

প্রশ্ন:- বিশ্বস্ততার সংজ্ঞা কি হতে পারে ?

বিশ্বস্ততার অর্থ হল ভক্তি দেখান বা বিশ্বস্ত থাকা বা বিশ্বাসে স্থির থাকা ।

প্রশ্ন:- ঈশ্বর কেন শদ্রক, মৈশক, এবং ওবেদনগোকে রক্ষা করেছিলেন-এই বিষয়ে আপনার চিন্তা কি ?

কারন তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে স্থির থাকাটাকে এবং নবূখদনিৎসরের বানান মূর্ত্তি সেবা না করার সিদ্ধান্তকে বেছে নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন:- কেন শদ্রক, মৈশক, অবেদ-নগো ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাটাকে বেছে নিয়েছিলেন যখন তারা জানতেন-তাদের এই বিশ্বস্ততার জন্য তাদের জীবনও যেতে পারে-এ বিষয়ে আপনি কি চিন্তা করেন ?

শদ্রক, মৈশক, অবেদনগো তারা বুঝেছিলেন যে ঈশ্বরই তাদের রাজার সেবা করার জন্য সুস্বাস্থ্য, জ্ঞান, বুদ্ধি, যোগ্যতা, দক্ষতা দান করেছেন।

তারা এটাও জানতেন যে মূর্ত্তি পূজা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল তাদের জন্য । শদ্রক, মৈশক, অবেদনগো জানতেন যে তারা কোনো মতেই তাদের আরাধনা বা সেবা মূর্ত্তি বা দেবতাকে দেবেন না । কারন আরাধনার যোগ্য কেবল ঈশ্বরই একমাত্র । তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছিলেন ।

প্রশ্ন:- ভাল বন্ধুর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট কি ?

ভাল বন্ধুত্বের একটি চারিত্রিক গুন হল বিশ্বস্ততা । সেই বিশ্বস্ত বন্ধু প্রতিদিনের একদিনের নয় যদিও আপনার খারাপ বা দুর্দশায় দিন যায় তবুও সে সঙ্গে থাকবে ।

আপনি জানেন কি একজন বন্ধু রয়েছেন যে বন্ধু সব বন্ধুর থেকে উত্তম, তাঁর নাম যীশু । যীশু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত থাকেন আপনার দিন যতই খারাপ থাক না কেন, তিনি সর্বদা প্রস্তুত আপনার সঙ্গে সময় কাটাবার জন্য।

প্রশ্নঃ- সেই সমস্ত বিষয় গুলি কি কি যা আপনার মনোযোগ কেঁড়ে নেয় ?

ঘরের কাজ, খেলাধূলা, আন্যান্য কাজ, বন্ধুবান্ধব ।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বরের থেকে এইগুলি আপনার কাছে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় ?

যখন আপনি ঈশ্বরের চাইতে এইগুলিকে বেশী মনোযোগ দেন ।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বরের থেকে অন্য কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া থেকে কিভাবে বিরত থাকতে পারেন ?

যখন কোন কিছু আপনার জীবনে আসে যা ঈশ্বরের থেকে সেটাই বেশী গুরুত্ব আকর্ষন করে, তখন আপনার প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার কথা মনে রাখবেন ।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর আপনারও সমস্ত লোকের কাছে কিভাবে বিশ্বস্ত বন্ধু হলেন ?

বাইবেল বলে, যীশু আপনার জন্য তাঁরা জীবনকে অর্পন করেছেন যেন আপনি একদিন তাঁর সঙ্গে স্বর্গে হতে পারেন । সবচেয়ে মনে রাখবার কথা এটাই যে, যীশু আমাদের এতোটাই ভাল বাসলেন যে তিনি নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ করলেন যদিও আমরা তার উপযুক্ত নয় ।

প্রশ্নঃ- আজকে আপনি কিভাবে বিশ্বস্ত বন্ধু হবেন ?

ভালবাসা দেখিয়ে, দয়া দেখিয়ে, যা সঠিক তা করার মধ্যে ।

.....

পাঠ্যক্রম> ১৯

সোনার মতো উত্তম/খাঁটি

" তোমার পিতা-মাতাকে সমাদর করবে"

(আমাদের পিতা-মাতার সমাদর করা)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজের প্রশ্ন এবং মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা লাভ করেছে, সে সুখী হবে, যখন সে বোধশক্তি প্রাপ্ত হবে, তখন সে আশীর্বাদ ধন্য হবে। প্রজ্ঞা থেকে যে লাভ আসে তা রুপোর চেয়েও ভাল। প্রজ্ঞা থেকে যে লাভ হয় তা সূক্ষ্ম সোনার চেয়েও ভাল" (হিতোপদেশ ৩:১৩-১৪)।

চারিত্রিক গুণঃ- সন্মান।

আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- সব চাইতে মূল্যবান বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ আপনার কি আছে?

সোনার থেকেও খাঁটি

শাস্ত্রঃ- হিতোপদেশ ৩:১৩-১৫

"[১৩] যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা লাভ করেছে, সে সুখী হবে, যখন সে বোধশক্তি প্রাপ্ত হবে, তখন সে আশীর্বাদ ধন্য হবে। প্রজ্ঞা থেকে যে লাভ আসে তা রুপোর চেয়েও ভাল। [১৪]প্রজ্ঞা থেকে যে লাভ হয় তা সূক্ষ্ম সোনার চেয়েও ভাল.[১৫] প্রজ্ঞা মণিমুক্তার চেয়েও মূল্যবান, তোমার ইপ্সিত কোন বস্তুই তার তূল্য নয়"।

প্রশ্নঃ- প্রজ্ঞা কি?

অভিধান অনুসারে প্রজ্ঞা হচ্ছে জ্ঞান অথবা ভাল বা মন্দ সম্বন্ধে বুঝতে পারা। কিন্তু লোকেরা সাধারণত যা চিন্তা করে ভাল বা মন্দ সম্বন্ধে প্রজ্ঞা তার থেকেও উর্দ্ধে। প্রকৃত প্রজ্ঞা হচ্ছে ঈশ্বর যেটা বলেছেন সেটাই ঠিক এবং সেটাকে প্রত্যেক দিনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা।

বাইবেল বলে, আপনি যা কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না কেন প্রজ্ঞা তার থেকেও মূল্যবান। নতুন মোটর সাইকেল, বা কোন খেলাধুলায় চ্যাম্পিয়ান হওয়া, সোনা, রুপা অথবা মূল্যবান গহনা/অলংকার- এইগুলির কোন কিছুই প্রজ্ঞার থেকে আপনার কাছে মূল্যবান হতে পারে না।

প্রশ্নঃ- প্রজ্ঞা কেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ- আপনি এই বিশয়ে কি ভাবেন?

প্রজ্ঞা কেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই বিশয়ে তিনটি কারণ দেখি।

প্রজ্ঞার মূল্যঃ-

প্রজ্ঞা আপনাকে বলে কোনটি ঠিক এবং কোনটি ভুল।

প্রশ্নঃ- আপনি কি জানেন মূল্যবোধ এবং সততার মধ্যে পার্থক্য কি?

যা প্রচলিত তার উপর ভিত্তি করে মূল্য পরিবর্তিত হয়। সততা হচ্ছে ঈশ্বরের দেওয়া সত্য যা সর্বদা ও চিরকালের জন্য একই থাকে বা অপরিবর্তীত।

প্রশ্নঃ- প্রজ্ঞার একটি উদাহরণ কি হতে পারে যা আপনি জানেন তা ঠিক?

সৎ, দয়া, প্রেম।

প্রশ্নঃ- আপনি জানেন যেটা ঠিক নয় এমন একটি ভাব ভঙ্গিমার উদাহরণ কি হতে পারে?

ঘৃণা, স্বার্থপরতা।

প্রশ্নঃ- কোনটি সঠিক মনোভাব যা আমাদের থাকা দরকার, তা আপনি কিভাবে শিক্ষা পেতে পারেন?

বাইবেল পড়ার মধ্যে দিয়ে যীশুকে জানতে চেষ্টা করুণ। ঈশ্বরের কাছে বলুন যেন তিনি আপনাকে সঠিক মনোভাব দান করতে সাহায্য করেন, যারা ঈশ্বরকে জানে এবং বাইবেল যা বলেছে তা মেনে চলে, এমন পিতা-মাতার উদাহরণ দেখে ।

প্রজ্ঞা আপনাকে সাহায্য করবে যা ন্যায্য ও ঠিক তা করতে।

প্রশ্নঃ- ন্যায্য হওয়ার একটি উদাহরণ কি হতে পারে?

প্রত্যেকে সমানভাবে খেলাতে অংশ নেবে, ঈশ্বর আপনাকে যে দিয়েছেন তার কিছু অংশ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে।

প্রজ্ঞা আপনাকে ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

প্রশ্নঃ- ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি উদাহরণ কি হতে পারে?

সন্মান দেওয়া এবং আপনার শিক্ষকের কথা শোনা, আপনার পিতা-মাতার বাধ্য হওয়া, আপনার ক্রিয়া শিক্ষকের নির্দেশ পালন করা, রাস্তা পারাপারের আগে দুইদিকে দেখে নেওয়া।

প্রজ্ঞা লাভের জন্য কিভাবে যেতে হয়

.....

ঈশ্বরকে সন্মান করতে শিখুনঃ- " প্রভুকে মান্য করা ও শ্রদ্ধা করাই হল জ্ঞানের আরম্ভ, কিন্তু মূর্খ/বোকারা অনুশাসন এবং যথার্থ জ্ঞানকে ঘৃণা করে" (হিতোপদেশ ১:৭)। "ভয়" এর একটি সংজ্ঞা হল সন্মান, সুতরাং ঈশ্বরকে ভয় তার অর্থ হল ঈশ্বরের জন্য সন্মান দেখানো।

প্রশ্নঃ- অপরের জন্যে আপনি কিভাবে সন্মান দেখাতে পারেন?

তার একটি দিক হল- সেই ব্যক্তি কি বলছে তা মনোযোগ দিয়ে শোনার দ্বারা।

আপনার পিতা-মাতাকে সন্মান করতে শেখাঃ-

.....

" ৫তোমরা নিশ্চয়ই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরকে তোমাদের সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, এবং তোমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রেম করবে।৬ আজ আমি তোমাদের যে আদেশগুলি দিলাম সেগুলো তোমরা সবসময় মনে রাখবে। ৭ তোমাদের সন্তানদেরও ওইগুলি শেখাবার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবে।যখন তোমরা বাড়িতে বসে থাক এবং যখন তোমরা রাস্তায় হাঁট সেই সময় তোমরা এই সকল বিধিগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। যখন তোমরা শুয়ে থাক এবং তোমরা ঘুম থেকে উঠ সেই সময় ওইগুলি নিয়ে আলোচনা করবে" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫-৭)।

প্রাথমিকভাবে, ঈশ্বর যে রাস্তাটা আপনাকে তাঁর বাক্য থেকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন তা হল আপনার পিতা-মাতা। সেইজন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার পিতা-মাতার সন্মান করা এবং তাদের কথা মেনে চলা। বাইবেলের যে পদটি আমরা এখনি পড়লাম তার থেকে অনেক কিছু বলা হয়েছে যে ঈশ্বর যে রকম চান ঠিক সেই রকম আমাদের পিতা-মাতা কেমনভাবে আমাদের শিক্ষা দেবেন।

যখন ঘরে বসে থাকেনঃ-

.....

প্রশ্নঃ- ঘরে আপনি আপনার পিতা-মাতার কাছে কি শিখলেন?

একে অপরের সঙ্গে কিভাবে মেলামেশা করতে হয়, বাইবেল শিক্ষা, দায়িত্ব,ব্যবহার, ঘরের কাজে সাহায্য, দশমাংশ দেওয়া।

যখন আপনি রাস্তায় চলাফেরা করেনঃ-

.....

প্রশ্নঃ- কেমন করে আপনি ও আপনার পিতা-মাতা একসঙ্গে সময় কাটান?

গরমের ছুটি, বাইরে বেড়াতে যাওয়া, পড়াশুনা করা, কর্মশিক্ষা, রাতের আহার, আরাধনা করা।

যখন আপনি ঘুমাতে যানঃ-

.....

প্রশ্নঃ- বিছানায় ঘুমাতে যাওয়ার আগে আপনি কি করেন?

পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, সাড়া দিনে যা ঘটেছে তা নিয়ে চিন্তা করা, প্রার্থনা করা।

আপনি কখন ঘুম থেকে উঠেনঃ-

.....

প্রশ্নঃ- দিনের আরম্ভে কি গুরুত্বপূর্ণ বিশয় শেখা যেতা পারে?

সাড়া দিনের কাজের জন্য পরিকল্পনা করা এবং দায়িত্ব পালন করা। সকল আশীর্বাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া।
বাইবেলের এই পদগুলি সরাসরি না বললেও পরোক্ষভাবে আমাদের বলে যে, আপনি যেন নির্দেশ ও পরামর্শ মেনে চলেন যা আপনার পিতা-মাতা আপনাকে শিক্ষা দেন। এখানে বাইবেলের দুটি পদ দেওয়া হল যেখানে পিতা-মাতার নির্দেশের প্রতি মনযোগ করতে সন্তানদের বিশেষ রূপে শিক্ষা দেয়ঃ-

"বৎস, তোমরা পিতার উপদেশ শোন, অগ্রাহ্য করো না তোমার জননীর শিক্ষা"(হিতোপদেশ ১:৮)। মনে রাখবেন আপনাকে কি ভাল বা কি মন্দ সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঈশ্বর আপনার পিতা-মাতাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এটা আপনার দায়িত্ব তাদের কথা শোনা ও মেনে চলা।
" একজন জ্ঞানী পুত্র তার পিতাকে খুশি করে কিন্তু একজন নির্বোধ পুত্র তার মাকে খুবই দুঃখী করে" (হিতোপদেশ ১০:১)। বাইবেল বলে, যে পুত্র শুনে ও ভুল থেকে সঠিক শিক্ষা লাভ করে এবং যা ঠিক সেটাই করে তবে সে তার দ্বারা পিতা-মাতাকে আনন্দিত করে। বাইবেল এও বলে যে পুত্র খারাপ থেকে সঠিক শিক্ষা লাভ করে কিন্তু খারাপটা করবার জন্য বেছে নেয় সে বোকা এবং তার দ্বারা সমস্ত রকমের বিপদ ডেকে আনে।

বাইবেল স্পষ্টরূপে বলে যে, আপনার পিতা-মাতা, বিশেষত আপনার পিতার দায়িত্ব রয়েছে ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিক্ষা দেওয়ার। শাস্ত্র একথা বলে যে, আপনারও দায়িত্ব রয়েছে আপনার পিতা-মাতার কথা শোনা ও তাদের সম্মান করা- যেন আপনি জানতে পারেন কোনটি ঠিক ও কোনটি ভুল, এবং যা উচিৎ তা করা।
প্রশ্নঃ- ছেলে মেয়েরা আজকে আপনি পিতা-মাতার সংগে কিভাবে সময় কাটাবেন ?

প্রশ্নঃ- পিতারা, আপনার সন্তানদের সঙ্গে আজকে আপনি কিভাবে সময় অতিবাহিত করবেন?

.....

পাঠ্যক্রম> ২০
ঘরে ফেরার আহ্বান (প্রথম খণ্ড)
" আপনার পিতা-মাতাকে সমাদর করুন"
(আমাদের পিতা ও মাতাকে আদর ও সম্মান করা)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজের প্রশ্ন ও মুখস্ত পদ।
আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " কিন্তু সে যখন বাড়ি থেকে কিছু দূরে আছে এমন সময় তার বাবা তাকে দেখতে পেলেন, বাবার অন্তর করুণায় ভরে গেল। বাবা দৌঁড়ে গিয়ে ছেলের গলা জরিয়ে ধরে তাকে চুমু খেলেন" (লূক ১৫:২০)।
চারিত্রিক গুণঃ- দায়িত্ব।
আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- একটি দায়িত্ব কি হতে পারে- যে আপনার পিতা-মাতা আপনি তা করবেন বলে আপনার উপরে ভরসা রাখতে পারে।
প্রশ্নঃ- দায়িত্ব কি?
নির্ভরশীল হওয়া অথবা আপনাকে যা দেওয়া হয়েছে তার উপর আস্থা রাখা।
প্রশ্নঃ- আজকের বাচ্চাদের সেই দায়িত্বগুলি কি হতে পারে?

স্কুলে যাওয়া, পিতা-মাতার বাধ্য হওয়া, শিক্ষকদের, ক্রিয়া শিক্ষকদের, ঈশ্বরের সেবকদের বাধ্য হওয়া, ঘরের চারিদিকে প্রতিদিনের কাজ করা।

প্রশ্নঃ- পিতা-মাতার কিছু দায়িত্ববোধ রয়েছে সেগুলি কি কি ?

খাবার, পোশাক, বাসস্থান যোগান, এবং তাদের সন্তানদের ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিক্ষা দিয়ে নির্দেশনা দান করা।

আজকের শিক্ষা হল দায়িত্ববোধ। আজকে আমরা যে গল্প শুনতে চলেছি তা হল একজন পিতা ও তার দুই পুত্রের। আজকে আমরা পিতা ও ছোট ছেলের কথা বলব। প্রত্যেকের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। আসুন আমরা দেখি তারা সেগুলি কিভাবে করেছে।

ঘরে ফেরার আহ্বান (প্রথম খণ্ড)

শাস্ত্রঃ- লূক ১৫:১১-২৪)।

" ১১ এরপর যীশু বললেন, ১২একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। ছোট ছেলেটি তার বাবাকে বলল, বাবা, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়বে তা আমায় দিয়ে দেয়। তখন বাবা দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন।১৩ কিছুদিন পর ছোট ছেলে তার সমস্ত কিছু নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে সে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে ১৪ সমস্ত টাকা পয়সা উড়িয়ে দিল।তার সব টাকা পয়সা খরচ হয়ে গেলে সেই দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল আর সেও অভাবে পড়ল। ১৫ তাই সে সেই দেশের এক ব্যক্তির কাছে দিন মজুরীর একটা কাজ চাইল। সেই ব্যক্তি তাকে তার শুয়োর চরাবার জন্য মাঠে পাঠিয়ে দিল। ১৬ শুয়োর যে শুঁটি খায় তা খেয়ে সে তার পেট ভরাতে চাইত, কিন্তু কেউ তাকে তাও দিত না। ১৭ শেষ পর্যন্ত একদিন তার চেতনা হল, আর সে বলল, আমার বাবার কাছে কত মজুর পেট ভরে খেতে পায় আর এখানে আমি খিদের জ্বালায় মরছি। ১৮ আমি উঠে আমার বাবার কাছে যাব, তাকে বলব, বাবা, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় পাপ করেছি। ১৯ তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার কন যোগ্যতা আর আমার নেই। তোমার চাকরদের একজনের মতো করে তুমি আমায় রাখ। ২০ এরপর সে উঠে তার বাবার কাছে গেল।সে যখন বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আছে, এমন সময় তার বাবা তাকে দেখতে পেলেন, বাবার অন্তর দুঃখে ভরে গেল। বাবা দৌড়ে গিয়ে ছেলের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেলেন। ২১ ছেলে তখন তার বাবাকে বলল, বাবা, আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ও তোমার কাছে অন্যায় পাপ করেছি। তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা আমার নেই। ২২ কিন্তু তার বাবা চাকরদের ডেকে বলেন, তাড়াতাড়ি কর, সব থেকে ভাল জামাটা নিয়ে এসে একে পরিয়ে দেও। এর হাতে আংটি ও পায়ে জুতো পরিয়ে দেও। ২৩ হৃষ্টপুষ্ট একটা বাছুর নিয়ে এসে সেটা কাট, আর এস আমরা সবায় মিলে খাওয়া দাওয়া করি, আনন্দ করি। ২৪ কারণ আমার এই ছেলেটি মারা গিয়েছিল আর এখন সে জীবন ফিরে পেয়েছে। সে হারিয়ে গিয়েছিল, এখন তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। এই বলে তারা সকলে আনন্দ করতে লাগল"।

আসুন আমরা এই গল্পের থেকে কয়েকটি পদকে পুনরাবৃত্তি করে দেখি। ছোট ছেলেকে যে বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সে তা পালন করেছিল না কর্তব্য পালনে ব্যার্থ হয়েছিল সেই বিশয়ে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি।

"কিছুদিন পর ছোট ছেলে তার সমস্ত কিছু নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে সে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে সমস্ত টাকা পয়সা উড়িয়ে দিল"(১৩পদ)।

প্রশ্নঃ- ছোট ছেলেকে বাবা তার সম্পত্তির যে ভাগ দিয়েছিল, তাতে সে কি দায়িত্বশীল ছিল?

না, ছোট ছেলে একেবারে তার বাবার কাছে সম্পত্তির ভাগ চেয়েছিল।বাবা তাতে রাজী হয়ে তার ভাগের অংশ দিয়েছিলেন, তারপর তার ছোট ছেলে সেগুলি নষ্ট করে বা উড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রশ্নঃ- ছোট ছেলে যে কাজ করেছিল তার মধ্যে দিয়ে কি বাবাকে সন্মান দিয়েছিল?

যে সময়ে বাইবেলের এই গল্পটি লেখা হয়েছিল সেই সময়ে যদি কোন ছেলে কোন কিছু চাই সাধারণভাবে তবে এইভাবে- " বাবা, আমার জ্ঞানে তুমি মৃত, আমি পরিবারের সকলের সঙ্গে নিজেকে আলাদা করছি। সুতরাং শুধুমাত্র ছেলেই যে বোকামি করছে তা নয় কিন্তু সেই সঙ্গে সে তার পরিবারের সবাইকে তুচ্ছ করে এবং ব্যাঙ্গ করে।

যদি ভাল কোন কিছু করার জন্য আপনি পুরস্কার পাণ তবে কি আপনার সঙ্গে আপনার সম্পূর্ণ পরিবার আনন্দ করে না? অপরদিকে, যদি আপনি কোন কিছু ভুল/খারাপ কাজ করেন তবে শুধু যে আপনার বদনাম হবে তা নয় কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার পরিবারেরও কি বদনাম হবে না?

এখানে একটি উদাহরন দেওয়া হলঃ-

যদি আপনি স্কুলে নাগরীকত্বের পুরস্কার পান আপনার স্বেচ্ছাকৃত সময় দেওয়ার জন্য, তবে আপনার শিক্ষক মনে করবে, " তার বাবা-মা তাকে জীবনের সততা শিখিয়ে খুব ভাল কাজ করছে"। বা ধরুন আপনি খারাপ কাজ করতে গিয়ে স্কুলে ধরা পড়লেন তখন আপনার শিক্ষকরা ভাবনা করবে, " কি দুষ্ট এই ছেলেটি/মেয়েটি, তার বাবা-মা কি তাকে কোন ভদ্রতা শেখায় নি? কি জানি হয়তো তার সপরিবারই অভদ্র"।

প্রশ্নঃ- বাবা যে সময় অতিবাহিত করে ছেলেকে ভাল মন্দের শিক্ষা দিয়েছিল, সেইজন্য কি ছেলে বাবাকে সন্মান করেছিল?

যদিও প্রথমে তা প্রকাশ পায় নি। আসুন আমরা অন্য আর একটি পদ দেখিঃ- " [১৭] শেষ পর্যন্ত একদিন তার চেতনা হল, আর সে বলল, আমার বাবার কাছে কত মজুর পেট ভরে খেতে পায় আর এখানে আমি খিদের জ্বালায় মরছি। [১৮] আমি উঠে আমার বাবার কাছে যাব, তাকে বলব, বাবা, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় পাপ করেছি। [১৯] তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার কোন যোগ্যতা আর আমার নেই। তোমার চাকরদের একজনের মতো করে তুমি আমায় রাখ।এরপর সে উঠে তার বাবার কাছে গেল" (১৭-২০ পদ)।

প্রশ্নঃ- এখন আপনি কি বলবেন? ছেলে কি তার কার্যে এবং আচরণে দায়িত্বশীল ছিল?

কিছু সময় পরে ছেলে বুঝতে পেরেছিল যে, সে ভুল করেছে। সে বাবার কাছে ফিরে গিয়ে ক্ষমা চাইতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ।

প্রশ্নঃ- এখানে ভাল ও মন্দের শিক্ষা বাবা, ছেলেকে দেওয়ার সম্বন্ধে আপনাকে কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখায়?

শিক্ষা দান করা মানে হল বীজ বপন করার মতো, যখন সত্যতার ও সঠিক বিষয়ের বীজ বপন করা হয়, তা গভীরে গিয়ে ধরে রাখে।

বাইবেল বলে, " [১০] বৃষ্টি ও বরফ কনা আকাশ থেকে পরে এবং তা আর আকাশে ফিরে যায় না, যতক্ষণ না তারা মাটিকে স্পর্শ করে মাটিকে ভেজায়। তখন মাটি গাছকে অঙ্কুরিত করে বড় করে তোলে। এই গাছগুলি কৃষকদের জন্য বীজ বানায়।আর লোকে এই বীজ ব্যবহার করে খাবার রুটি বানায়। [১১] ঠিক সেই ভাবেই আমার মুখ নিঃসৃত বাণী নিজেকে বাস্তবায়িত না করে ফিরে আসে না। আমি যা করতে চাই আমার বাক্য তাই করে।আমি যা করতে পাঠাই আমার বাক্য সফলভাবে তাই করে ফিরে আসে" (যিশাইয় ৫৫:১০-১১)। ঈশ্বরের বাক্য সর্বদাই পূর্ণ হয় যা তিনি করতে চান। যদিও বাবার কথা এবং শিক্ষা প্রথমে বিফল হয়েছিল কিন্তু শেষে তা হয় নি।

প্রশ্নঃ- পিতা-মাতার কাছে শিক্ষা লাভের পর আপনার কি দায়িত্ব রয়েছে এই বিশয়ে কি বলে?

ছেলে/মেয়ে হিসাবে পিতা-মাতার কথা শোনা ও মেনে চলা হচ্ছে আপনার একটা বড় দায়িত্ব। ঈশ্বরের প্রকৃত ভাবনা হচ্ছে ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া, যেটা পিতা-মাতা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবে ঈশ্বরের বাক্য থেকে- যা সঠিক এবং সত্য।

প্রশ্নঃ- আপনার পিতা-মাতা দায়িত্ব সম্বন্ধে কেন শিক্ষা দেয়?

দায়িত্বশীল হবার জন্য অনেক সময় নেয়, সেখানে একটিই কারণ রয়েছে- কেন আপনার বাবা-মা ঘরের কাজের জন্য এবং আপনার শিক্ষকদের দেওয়া ঘরের কাজের জন্য জোর করে। তারা আপনাকে দায়িত্বশীল হতে শিক্ষা দেয়।

ঈশ্বর চান আপনিও যেন দায়িত্বশীল হন। তিনি আশা করেন যে আপনি ভাল কাজ করবেন যা আপনাকে করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আপনার পিতা-মাতাকে সম্মান ও তাদের কথা শোনার মধ্যে দিয়ে আপনি ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ববান হতে পারেন। কারণ ঈশ্বর বলেছেন, পিতা-মাতাকে সমাদর করা নায্য এবং তাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

.....

পাঠ্যক্রম> ২১
ঘরে ফেরার আহ্বান (দ্বিতীয় খণ্ড)
" তোমার পিতা-মাতাকে সমাদর কর"
(আমাদের পিতা-মাতাকে সমাদর ও সম্মান করা)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজের প্রশ্ন এবং মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " ভালবাসা ধৈর্য্য ধরে, ভালবাসা দয়া করে, ভালবাসা ঈর্ষা করে না, অহংকার বা গর্ব করে না। ভালবাসা কোন অভদ্র আচরণ করে না।ভালবাসা কোন স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করে না, কখনো রেগে ওঠে না, অপরের অন্যায় আচরণ মনে রাখে না। ভালবাসা কোন মন্দ বিষয় নিয়ে আনন্দ করে না কিন্তু সত্যে আনন্দ করে। ভালবাসা সব কিছুই সহ্য করে, সব কিছু বিশ্বাস করে, সব কিছুতেই প্রত্যাশা রাখে, সবই ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহন করে" (১ করিন্থীয় ১৩:৪-৭)।

চারিত্রিক গুণঃ- দায়িত্ব।

আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- আপনার পিতা-মাতা তাদের আচরণের মধ্যে দিয়ে উদাহরণস্বরূপ হয়ে আপনাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন- আপনার কি এমন কোন বিশয় মনে আছে?

তরকারি খাওয়া, সত্যি বলা, ভাল ব্যবহার, দশমাংশ দেওয়া ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তারা আমায় শিক্ষা দিয়েছে।

ঘরে ফেরার আহ্বান (দ্বিতীয় খণ্ড)
(শাস্ত্রঃ-লূক ১৫:১১-৩১)
(প্রয়োজন হলে ব্যবহারের জন্য এই পদগুলি ছাপান হয়েছে)

" ১১ এরপর যীশু বললেন, ১২একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। ছোট ছেলেটি তার বাবাকে বলল, বাবা, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়বে তা আমায় দিয়ে দেয়। তখন বাবা দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন।১৩ কিছুদিন পর ছোট ছেলে তার সমস্ত কিছু নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে সে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে ১৪ সমস্ত টাকা পয়সা উড়িয়ে দিল।তার সব টাকা পয়সা খরচ হয়ে গেলে সেই দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল আর সেও অভাবে পড়ল। ১৫ তাই সে সেই দেশের এক ব্যক্তির কাছে দিন মজুরীর একটা কাজ চাইল। সেই ব্যক্তি তাকে তার শুয়োর চরাবার জন্য মাঠে পাঠিয়ে দিল। ১৬ শুয়োর যে শুঁটি খায় তা খেয়ে সে তার পেট ভরাতে চাইত, কিন্তু কেউ তাকে তাও দিত না। ১৭ শেষ পর্যন্ত একদিন তার চেতনা হল, আর সে বলল, আমার বাবার কাছে কত মজুর পেট ভরে খেতে পায় আর এখানে আমি খিদের জ্বালায় মরছি। ১৮ আমি উঠে আমার বাবার কাছে যাব, তাকে বলব, বাবা, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় পাপ করেছি। ১৯ তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার কন যোগ্যতা আর আমার নেই। তোমার চাকরদের একজনের মতো করে তুমি আমায় রাখ। ২০ এরপর সে উঠে তার বাবার কাছে গেল।সে যখন বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আছে, এমন

সময় তার বাবা তাকে দেখতে পেলেন, বাবার অন্তর দুঃখে ভরে গেল। বাবা দৌড়ে গিয়ে ছেলের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেলেন। [২১] ছেলে তখন তার বাবাকে বলল, বাবা, আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ও তোমার কাছে অন্যায় পাপ করেছি। তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা আমার নেই। [২২] কিন্তু তার বাবা চাকরদের ডেকে বলেন, তাড়াতাড়ি কর, সব থেকে ভাল জামাটা নিয়ে এসে একে পরিয়ে দেও। এর হাতে আংটি ও পায়ে জুতো পরিয়ে দেও। [২৩] হৃষ্টপুষ্ট একটা বাছুর নিয়ে এসে সেটা কাট, আর এস আমরা সবায় মিলে খাওয়া দাওয়া করি, আনন্দ করি। [২৪] কারণ আমার এই ছেলেটি মারা গিয়েছিল আর এখন সে জীবন ফিরে পেয়েছে। সে হারিয়ে গিয়েছিল, এখন তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। এই বলে তারা সকলে আনন্দ করতে লাগল"।

পুনরাবৃত্তিঃ- আমাদের বিগত পাঠে, আমরা হারান পুত্রের গল্প শুনেছি। (prodigal মানে হল 'নষ্ট হয়ে যাওয়া')। এই গল্পে ছোট ছেলে তার বাবার কাছে নিজের সম্পত্তির ভাগ চেয়েছিল এবং তার বাবা তাকে দিতে রাজী হয়েছিল। বাবার দেওয়া সম্পত্তির ভাগ নিয়ে ছেলে অসৎ পথে ব্যয় করেছিল। যখন সে তার ভুল বুঝতে পারল, সে তার বাবার কাছে ফিরে এসে ক্ষমা চেয়েছিল।

আজকের পাঠে আমরা শিখব,তার নিজের কাজের উদাহরণের মধ্যে দিয়ে কিভাবে একজন পিতা নিজের ছেলেকে দায়িত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় ।

১করিন্থীয় ১৩:৪-৭- "ভালবাসা ধৈর্য্য ধরে, ভালবাসা দয়া করে, ভালবাসা ঈর্ষা করে না, অহংকার বা গর্ব করে না। ভালবাসা কোন অভদ্র আচরণ করে না।ভালবাসা কোন স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করে না, কখনো রেগে ওঠে না, অপরের অন্যায় আচরণ মনে রাখে না। ভালবাসা কোন মন্দ বিষয় নিয়ে আনন্দ করে না কিন্তু সত্যে আনন্দ করে। ভালবাসা সব কিছুই সহ্য করে, সব কিছু বিশ্বাস করে, সব কিছুতেই প্রত্যাশা রাখে, সবই ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহন করে"।

তার পুত্রের প্রতি ভালবাসা সম্বন্ধে তিনটি দৃষ্টান্তর মাধ্যমে বাবার সুযোগ রয়েছে ছেলেকে দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া।

ভালবাসা ধৈর্য্য ধরে

.....

প্রশ্নঃ- এই গল্পে আপনি ধৈর্য্যের বিষয়ে কোথায় দেখতে পান?

শাস্ত্র বলে, সে যখন বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আছে, তার বাবা তাকে দেখতে পেলেন।তিনি জানলা দিয়ে দেখতেন যে কখন সেইদিন আসবে যেদিন তার ছেলে ঘরে ফিরে আসবে(২০ পদ)। এখানে দায়িত্ব সম্বন্ধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে যা পিতা তার পুত্রকে শিক্ষা দিতে চান,সেই জন্য তিনি সেই দিনের জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষায় ছিলেন, যেদিন তিনি তার পুত্রকে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

প্রশ্নঃ- আপনার দায়িত্বগুলি কি রয়েছে যা আপনার বাবা-মা আপনাকে ধৈর্য্য ধরে শেখাতে চান?

জিনিসপত্রের দেখাশোনা করা, ঘরের কাজ করা, দান ও দশমাংশ দেওয়া, ভাল আচরন, শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধৈর্য্য দরকার। দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের জন্য সময় এবং অভ্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। আপনার প্রতি বাবা- মা ধৈর্য্য সহকারে বলেন, ' নিজের জিনিসের দায়িত্ব সম্বন্ধে তোমার কাছে যেমন মূল্যবান তেমনি তোমাকেও গুরুত্ব সহকারে সময় দিয়ে শেখানোটা আমার কাছে মূল্যবান'।

ভালবাসা গর্ব করে না

.....

প্রশ্নঃ- এই গল্পে কোথায় আপনি ক্ষমা সম্বন্ধে উদাহরণ দেখতে পান?

তার ছেলে যে ভুল করেছে তার জন্য বাবা কিন্তু খুব রাগ করেন নি - এমনও নয় যে তিনি তার ছেলেকে ক্ষমা করবেন না। বরং তার বাবা খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন যখন ছেলে তার ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিল, তিনি ছেলেকে মহা উৎসবের সঙ্গে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন(২২-২৪ পদ)।

বাবা কিন্তু ছেলের প্রতি রেগে যেতে পারতেন এবং তাকে ঘরে ফিরে আসবার জন্য অনুমতি নাও দিতে পারতেন। যদি বাবা ছেলেকে ক্ষমা না করতেন, তাহলে হয়তো তিনি আর কখনও তার ছেলেকে কোন কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুযোগ পেতেন না।

প্রশ্নঃ- আপনার পিতা-মাতা কি সততা(ঈশ্বরের সততা যা চিরকাল স্থির থাকে)আপনাকে শিখিয়েছেন যা সঠিক/উচিৎ?

সত্য কথা বলা, চুরি না করা, ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ- আপনি ভুল করার পরেও যদি আপনার বাবা-মা আপনাকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি তাদের সম্মান করবেন কি না?

আমাদের বাইবেলের এই গল্পে- বাবা ছেলেকে সাহায্য করেছিল তার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে। আপনার বাবা-মাও আপনাকে জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য শিক্ষা দিতে পারে।

ভালবাসা সততার সঙ্গে আনন্দ করে

.....

প্রশ্নঃ- এই গল্পে আনন্দের একটি উদাহরণ কোথায় দেখতে পান?

তার বাবা খুবই খুশি হয়েছিলেন যে তার ছোট ছেলে নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজে থেকে ফিরে এসেছে(২১-২৪ পদ)।

পিতা নিজে একটা ভাল উদাহরণের মধ্যে দিয়ে যেটা সঠিক সেই বিষয়ে ছেলেকে শিক্ষা দিয়েছিল। তার ছেলেও জানতেন যে বাবা উৎসুক হয়ে তার জন্য দিন গুনছেন। এমনকি তিনি যখন ফিরতে চাইছিলেন না তখনও তার বাবা তার জন্য সেখানে ছিলেন।

প্রশ্নঃ- দায়িত্ববোধের একটি উদাহরণ কি হতে পারে যা আপনার বাবা-মা আপনার জন্য ভালভাবে করেছেন?

প্রয়োজনীয় আহার দিয়েছেন, বস্ত্র দিয়েছেন এবং বাসস্থান দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ- আপনার বাবা-মার কর্তব্যের উপর দায়িত্বশীল হওয়াটা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

তাদের অভিজ্ঞতার থেকে শিক্ষা লাভ করা, যা আপনি নিজে থেকে করতে পারেন না তা আপনার জন্য করে দেওয়া।

প্রশ্নঃ- আপনার কর্তব্যের উপর দায়িত্বশীল হওয়া কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ?

যেন আপনি আরও বড় ও বেশী দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সক্ষম হন, অন্যরা যারা আপনার উপর নির্ভর করে তাদের জন্য ভাল করা।

আজকে আমাদের বাইবেলের গল্পে, বাবা একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন যে কিভাবে আপনি আপনার বাবা-মাকে সম্মান করবেন। যেমন করে আপনার বাবা-মা আপনাকে ভালবাসেন, আপনিও তাদের ভালবাসেন।

প্রশ্নঃ- আজকে আপনি কিভাবে আপনার বাবা-মাকে ভালবাসবেন?

প্রথম বারের মতো তাদের বাধ্য হয়ে দেখুন। আপনার বাবা-মা যেমন তাদের কর্তব্যে দায়িত্বশীল, আপনিও আপনার কর্তব্যে দায়িত্ববান হন।

প্রশ্নঃ- আজকে আপনি কোন কর্তব্য করবার জন্য দায়িত্বশীল হবেন?

আপনার বাদ্য যন্ত্রের শিক্ষামালা অনুশীলনের জন্য প্রস্তুত হন, ঘরের কাজ করে নিন।

যেমন করে আপনার পিতা-মাতা আপনার প্রতি সন্মান দেখায়, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি সন্মান দেখান।
প্রশ্নঃ-আপনার পিতা-মাতাকে কিভাবে আপনি আজকে সন্মান দেখাবেন?
ধন্যবাদ, দয়া করে- এই সমস্ত কথা বলার দ্বারা, তারা যা কিছু দিয়েছেন তার যত্ন নেওয়া দ্বারা।
তারা যেমন তাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাকে সঠিক শিক্ষা দিয়েছেন তেমনই আপনিও তা পালন করবার দ্বারা তাদের শিক্ষাকে সন্মান করুন।
প্রশ্নঃ- আজকে আপনি যেটা সঠিক তা কিভাবে অভ্যাস করবেন?
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলুন যেন তিনি আপনাকে ভাল বা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, দয়ালু হন।

.....

পাঠ্যক্রম> ২২
লাঠি ও পাথর
নর হত্যা কর না
(অপরের জীবনকে সন্মান করুন)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজের প্রশ্ন এবং মুখস্ত পদ।
আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " অপরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার সময় কোন খারাপ কথা বোলো না। লোকেদের প্রয়োজনীয় আত্মিক শক্তি দেবার জন্য যা ভাল কেবল তাই বল। এমনভাবে কথা বল যেন তোমার কথায় অপরের উপকার হয়" (ইফিষীয় ৪:২৯)।
চারিত্রিক গুণঃ- উৎসাহ দান
দলগতভাবে একে অপরকে উৎসাহিত করাঃ- আপনার দরকার হবে দাঁত মাজার পেস্ট(টিউব অফ টুথপেস্ট) এবং কিছু খবরের কাগজ। টিউবের থেকে সমস্ত মাজন(পেস্ট) বের করে খবরের কাগজে রাখুন। তারপর কোন একজন বাচ্চাকে বলুন সমস্ত মাজনটা(পেস্ট)আবার টিউবের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলে তাকে ১০ টাকা দেবেন(আপনার টাকা সুরক্ষিত থাকবে- তারা কখনই এই কাজটি করতে পারবে না)। ধারনা এটাই যে- আঘাত করা কথা যা একবার বলা হয়, তা কখনই ফিরিয়ে নেওয়া হয় না।

পাথর এবং লাঠি
শাস্ত্রঃ- মথি ৫:২১-২২

"তোমরা শুনেছ, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে বলা হয়েছিল, 'নর হত্যা কর না', আর কেউ নর হত্যা করলে তাকে বিচারালয়ে তার জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যদি কেউ কোন লোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় বিচারে তাকে তার জবাবদিহি করতে হবে"।
প্রশ্নঃ- আপনার কি মনে হয়- যীশু যখন একথা বলেছিলেন তখন কোন পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন?
আসুন আমরা খুঁজে দেখি-

মনে করুন, আপনি ইস্রায়েলের বাসিন্দা যীশু যখন যিরুশালেমে যাচ্ছিলেন। একদিন বড় ভিড় শহরের বাইরে পাহারের উপরে জমা হলেন, আপনি ধীর গতিতে সেই ভিড়ের মধ্যে পৌঁছালেন সেখানে আপনি দেখতে পাবেন যে কি হচ্ছে? যখন আপনি সেখানে গেলেন দেখলেন যীশু পাহাড়ের উপর বসে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যারা তার চতুর্দিকে বসে রয়েছে।

তাঁর শিক্ষা দেওয়ার সময় যীশু বললেন- "যদি আপনি কাউকে হত্যা করেন তবে বিচারকের সামনে বিচারের জন্য আপনাকে দাঁড়াতে হবে", সেই সময়ে আপনার পাশের লোকটি ফুসফুস করে বলতে লাগল- ' ভাল, তিনি তো আমার কথা বলছেন না- আমি তো কাউকে হত্যা করি নি'। তারপর যীশু লাগাতার শিক্ষা দিতে লাগলেন , বললেন, " যদি তুমি কারও উপর রেগে যাও, যদি তুমি তাকে ঘৃণা কর, এবং অপমান কর, তবে তা হত্যা করবার থেকেও বড়"।

প্রশ্নঃ- বর্তমান সম্বন্ধে কি যীশু একথা বলছেন? যীশু কি আপনাকে বলছেন এবং যে আপনার পাশে আছে তাকে বলছেন?

অবশ্যই তিনি সেটাই বলছেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনি ও আমি কারও উপর রেগে গিয়ে থাকি।

প্রশ্নঃ- কিন্তু যীশু কেন একথা বলেছেন যে- কারও উপর রেগে যাওয়া খুবই খারাপ?

কারন যীশু জানতেন আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং আচরণ কার্যে পরিণত করে। এবং যীশু এটাও জানতেন যে, রেগে গিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং রেগে গিয়ে আচরণ- এইগুলি যদি কার্যে রূপায়িত হয় তবে কাউকে আঘাত করতে পারে।

আপনি কি কখন শুনেছেন, ' লাঠি ও পাথর আমার হাঁড়কে ভাঙতে পারে কিন্তু বাক্য আমাকে কখন আঘাত করতে পারবে না?" আমি মনে করি এই মতামতের অর্ধেক কথাটা সত্য। লাঠি এবং পাথর আপনার হাঁড়কে ভাঙতে পারে কিন্তু কিছু কিছু কথা সত্যিই আঘাত করে তাই নয় কি?

প্রশ্নঃ- কি ধরনের কথাবার্তা অপর একজনকে বললে আঘাত করতে পারে?

উপহাস করা, কাউকে নিয়ে মজা/বিদ্রূপ করা, রাগের বশে কিছু কথা বলা।

কাউকে তাড়াতাড়ি রাগিয়ে দেওয়ার সহজ উপায় হল তাদের আবেগকে আঘাত করুন।

ইস্রায়েলের রাজা জ্ঞানী সলোমনও একথা জানতেন, বাইবেলের একটি পুস্তক হিতোপদেশ তিনি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন। "..... কটুবাক্য কোপ উত্তেজিত করে"(হিতোপদেশ১৫:১)।

প্রশ্নঃ- আপনি কি সেই দিনকে মনে রাখতে পারবেন, যেদিন আপনাকে কেউ খুবই রাগিয়ে দিয়েছে? কি সেই বিষয়টা যা আপনাকে রাগিয়ে দিয়েছিল?

এমন সময় সম্ভবত কেউ আপনাকে এমন কথা বলেছে যাতে আপনি রেগে গিয়েছেন।

প্রশ্নঃ- কারও উপর যদি আপনি রেগে যান তবে আপনার কি করা উচিৎ?

এই রকম ধরনের পরিস্থিতিতে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে ভুলবেন না, যেন তিনি আপনাকে রেগে যেতে না দেন। এটা করা খুব সহজ নয় কিন্তু এটা ঈশ্বর যে রকম চান সেই রকম জীবন যাপন করতে সাহায্য করবে এবং বাস্তবিকভাবে ইহা আপনাকে বহু বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেনীতে পড়তাম তখন চতুর্থ শ্রেনীর একজন যার নাম পৌল ফিলিপ তার সঙ্গে মারামারি করেছিলাম। আমি একজন সংযোগ রক্ষক ছিলাম(সম্মানীয় রক্ষক,টহলদারি ছেলে) এবং পৌলের একজন সংযোগ রক্ষকের সঙ্গে কোন ব্যবহারই ছিল না। একটি কথার জন্য আমরা একে অপরের সঙ্গে মারামারি করব বলে স্থির করলাম। পরের দিন আমার প্রতিবেশীর উঠানে আসলাম এবং লড়াই শুরু হল ফলে সমস্ত লোকজন জমা হয়ে গেল(আমার সেই জ্ঞানটিও ছিল না যে আমার এমন একটি জায়গা বেছে নিতে হবে যেখানে প্রতিবেশীরা কেউ দেখতে পাবে না)। নিশ্চিতরূপে ১০০ বছরের এক বৃদ্ধা আমার প্রতিবেশী আসলো ও আমাদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। সুতরাং আমরা অল্প দূরে স্কুলের বারান্দায় গেলাম। লোকেরা এবং পৌলের কিছু বন্ধুরাও আমাদের পিছনে গেল- তারাও এই লড়ায়ে অংশ নিয়েছিল- এখন তারা তিনজন আমার একার বিরুদ্ধে। আনুমান করুন যে কে জিতল? ১০০ বছরের বৃদ্ধা আমার প্রতিবেশী যা ঘটেছিল সমস্ত কথা আমার বাড়িতে খবর দিল- আমি ঘরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কি ঘটেছিল অনুমান করুন? ভাবতে পারছেন যে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র একজন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রের হাতে মার খেল?

বাইবেল বলে, ঘৃণা করা, বিদ্রূপ করা, লোককে নিচু চোখে দেখা- এই ধরনের আচরণ ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে আশা করেন না। সেই কারনে আপমান এবং ব্যাঙ্গ করা কিছু কিছু শব্দ আমাদের এতোই আঘাত করে যে, সেগুলি আমাদের মনে গেঁথে যায় এবং সহজে ভোলা যায় না। আমাদের বাক্য এবং কার্যের দ্বারা কাউকে আঘাত করা উচিত নয়।

মনে রাখবেন, সেই টুথপেষ্টের কথা? মানুষকে আঘাত করা কথা যখন একবার বেরিয়ে যায় তখন আর তা ফিরে আসে না এবং সেগুলি অনেকদিন ধরে মনের মধ্যে গেঁথে থাকে।

প্রশ্নঃ- আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে দিয়ে কাউকে আঘাত করার বদলি আমাদের কি করা উচিৎ?

আমাদের বাক্য ও কাজের মধ্যে দিয়ে লোককে উৎসাহিত করা দরকার। উৎসাহ মানে হল- কাউকে সাহায্য দেওয়া, অথবা সাবাসী দেওয়া, নিশ্চয়তা দান করা। বাইবেল বলে- " অপরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার সময় কোন খারাপ কথা বল না। লোকেদের প্রয়োজনীয় আত্মিক শক্তি দেবার জন্য যা ভাল কেবল তাই বল ....." (ইফিষীয় ৪:২৯)।

প্রশ্নঃ- আপনি কি এমন কাউকে জানেন যার উৎসাহের দরকার রয়েছে? তাকে উৎসাহিত করবার জন্য আপনি কি বলতে পারেন?

.....

পাঠ্যক্রম> ২৩
তোমার কাছে শোনা ইহা উত্তম
নর হত্যা কর না
(অপরের জীবনকে সন্মান করুন)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজের প্রশ্ন এবং মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " অপরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার সময় কোন খারাপ কথা বল না। লোকেদের প্রয়োজনীয় আত্মিক শক্তি দেবার জন্য যা ভাল কেবল তাই বল ....." (ইফিষীয় ৪:২৯)।

চারিত্রিক গুণঃ- উৎসাহ দান

আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- সেই ভাল বিষয়টা কি যা হালে/ইদানিং আপনার জন্য কেউ করেছেন? তারপর আপনি কি রকম অনুভব করেছেন?

এটা একটি সেই সময়কার জনপ্রিয় ই-মেল ছিল। যা কিছু সময় ধরে গণনা করছিল। ***TruthorFiction.com*** সততা এবং উৎস খুঁজে নিয়ে দেখুন।

একদিন সায়া(***shaya)*** বিকেল বেলাতে তার বাবার সঙ্গে একটি পার্কের পাশ দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছিলেন-যেখানে সায়ার কিছু পরিচিত লোকেরা বেস বল খেলছিল।

সায়া জিজ্ঞাসা করল- "তুমি কি মনে কর যে তারা আমাকে খেলতে নেবে"? সায়ার বাবা জানেন যে তার ছেলে খেলোয়াড় নন এবং বেশীর ভাগ ছেলেরাই তাকে তাদের দলে নিতে চাইবে না। কিন্তু সায়ার বাবা অনুভব করল যে তারা যদি তার ছেলেকে খেলতে সুযোগ দেয় তাহলে সে খুবই তৃপ্তি অনুভব করবে।

সেয়ার বাবা ময়দানে গিয়ে একজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল যে, সেয়া যদি তাদের সঙ্গে খেলতে সুযোগ পায়। ছেলেটি দলের অন্যান্য ছেলেদের দিকে নির্দেশনা পাওয়ার জন্য তাকাল কোন উত্তর না পাওয়ার পর সে তার নিজের হাতে বিষয়টাকে নিয়ে বলল, ' আমরা ৬ রানে হারতে চলেছি এবং খেলাটা ৮ ইনিংসের। আমি অনুমান করি সে আমাদের দলে আসলে তাকে আমরা নবম ইনিংসে ব্যাট করাতে পাঠাতে পারব"।

সেয়ার বাবা খুবই আনন্দিত হলেন ও সেয়া খুব জোরে হাসলেন। সেয়াকে বলা হল সে যেন হাতে গ্লাপ্স লাগিয়ে সর্ট সেন্টার ফিল্ডে গিয়ে খেলে।
অষ্টম ইনিংসের শেষে সেয়ার দলের খুবই কম রান কিন্তু তবুও তিন রানের পিছনে ছিলেন। নবম ইনিংসের শেষে সেয়ার দলের অবস্থা পুনরায় খারাপ এবং দুজন আউট হয়ে গেলেন ফলে রানের সংখ্যা চড়তে লাগল। সেয়াকে নামানোর জন্য ঠিক করা হল। এই অবস্থায় তারা ঝুঁকি নিয়ে দলকে জেতাবার আশায় সেয়াকে কি নামাতে চাইবে? আশ্চর্য্যজনকভাবে সেয়াকে ব্যাট করতে দেওয়া হল।
প্রত্যেকেই জানে এটা খুবই অসম্ভব কারণ সেয়া কিভাবে ব্যাট ধরতে হয় তাই ঠিক মতো জানে না। যাই হোক সেয়া যখন খেলতে নামল তখন পিচার(***pitcher)*** কয়েক পা পিছিয়ে গেল এবং আস্তে করে বলটি ছুরে দিল যেন সেয়া অন্ততঃ তার সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারে।
প্রথম বলটি ভেতরে আসলে সায়া লাফিয়ে ধরতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। সায়ার দলের আর একজন খেলোয়াড় সায়ার সঙ্গে একত্রে ব্যাট তুলল এবং পিচারের সন্মুখীন হয়ে পরবর্তী পিচের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, পিচার পূর্বের ন্যায় কিছু পা এগিয়ে গিয়ে সায়ার দিকে আস্তে করে বলটি দিল। যখন পিচটি সামনে এলো সায়া এবং তার দলের একজন একত্রে বলটিকে মাঠে পিচারের দিকে ছুঁড়ে দিল, পিচার খুব সহজেই বলটিকে তুলে নিয়ে প্রথম বেস ম্যানকে দিল। সায়া কিন্তু আউট হতে পারতো তাহলেই খেলা শেষ যেত। তার বদলি পিচার বলটি তুলে নিয়ে উপরের দিকে ডানপাশে ছুঁড়ে দিল, প্রথম বেস্ ম্যানের থেকেও দূরে গেল বলটি।
প্রত্যেকে চিৎকার করে বলতে লাগল " সায়া দ্রুত দৌঁড়াও, দ্রুত দৌঁড়াও, সায়া তার জীবনে কোনদিন এতো জোরে দৌঁড়ায় নি। সে তাড়াহুড়ো করে বেস্ লাইনে বিস্মিত হয়ে নেমে গেলেন এবং চমকে গেলেন। প্রথম বেসের্ কাছে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই বলটি ডানদিকের খেলোয়াড়ের হাতে চলে গেল, সে কিন্তু দ্বিতীয় বেস্ ম্যানকে বলটি দিতে পারতেন যে সায়াকে বলটা ছুঁড়ে দিতে চাইছিল, সায়া কিন্তু তখনও দৌড়াঁচ্ছিল। কিন্তু ডানদিকের খেলোয়াড় বুঝতে পেরেছিলেন পিচারের মতিগতি, সেইজন্য তিনি বলটি উপরে তৃতীয় বেস্ ম্যানের উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। প্রত্যেকে চিৎকার করতে লাগল, 'দ্বিতীয় জনের দিকে দৌড়াঁও'- সায়া দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের দিকে দৌড়াঁতে লাগল, যখন সায়া পৌঁছাল, বিরোধী পক্ষ থেকে বাধা দিতে লাগল, তার গতি তৃতীয় খেলোয়াড়ের দিকে নিয়ে গেল , এবং সকলে চিৎকার করে বলতে লাগল তৃতীয় খেলোয়াড়ের দিকে দৌড়াঁও। সায়া তৃতীয় খেলোয়াড়ের দ্বারা যখন ঘিরে গেল তখন উভয় দলের থেকে চিৎকার করে বলতে লাগল ' সায়া ঘরের দিকে দৌড়াঁও'।

সায়া দৌড়ে গিয়ে হোম প্লেটে পা রাখল যখন সে বলটি মাড়ল ও টুর্নামেন্টে জয়লাভ করাল এবং তার দলের হয়ে সেই দিন খেলা জেতাল এবং ১৮ জন খেলোয়াড় তাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে তাকে নায়ক বানালেন।

তোমার কাছে শোনা উত্তম

.....

শাস্ত্রঃ- প্রেরিত ৩:১-১০

একদিন পিতর ও যোহন মন্দিরে গেলেন, তখন বেলা প্রায় তিনটে। এই সময়েই মন্দিরে রোজ প্রার্থনা হত। 2 যখন তাঁরা মন্দির প্রাঙ্গনে যাচ্ছিলেন, সেখানে একটা লোককে দেখা গেল। সে জন্ম থেকেই খোঁড়া, চলতে পারত না। তার বন্ধুরা প্রতিদিন তাকে মন্দির চত্বরে বয়ে নিয়ে আসত আর মন্দিরের "সুন্দর" নামে যে ফটক আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে রাখত। যাঁরা মন্দিরে ঢুকত, সে তাদের কাছে কিছু অর্থ ভিক্ষা চাইত। 3 সেদিন এই লোকটা পিতর ও যোহনকে মন্দিরে ঢুকতে দেখে তাদের কাছ কিছু ভিক্ষা চাইতে লাগল।
4 পিতর ও যোহন সেই খোঁড়া লোকটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, "আমাদের দিকে তাকাও!" 5 সেই লোকটা তখন কিছু অর্থ পাবার আশায় তাঁদের দিকে তাকালো। 6 কিন্তু পিতর তাকে বললেন, "আমার কাছে সোনা বা রুপো নেই, আমার কাছে যা আছে আমি তোমাকে তাই দিচ্ছি। নাসরতীয় যীশুর নামে তুমি উঠে দাঁড়াও ও হেঁটে বেড়াও।"

7 এই বলে পিতর তার ডান হাত ধরে তাকে তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে সে তার পায়ে ও গোড়ালিতে বল পেল, 8 আর লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও চলতে লাগল। তারপর সে তাদের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে সেখানে হেঁটে লাফিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল। 9-10 লোকরা দেখল সেই লোকটি হাঁটছে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। তারা চিনতে পারল মন্দিরের "সুন্দর" নামে ফটকের সামনে বসে ভিক্ষা করত যে লোক, সেই লোকই হেঁটে বেড়াচ্ছে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। ঐ লোকটির জীবনে যা ঘটেছে তা দেখে তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেল, তারা বুঝে উঠতে পারল না এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কি করে ঘটল।

প্রশ্নঃ- আপনার কি মনে আছে উৎসাহ কথার অর্থ কি?
উৎসাহ মানে হল অপরকে আশা দেওয়া, বাহ্বা দেওয়া বা দৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করা।
এই খঞ্জ মানুষটি যে জন্ম থেকেই খঞ্জ ছিল ৪০ বছর ধরে মন্দিরের দরজার কাছে বসে থাকত। সে কখন জীবনে হাঁটতে, চলতে, লাফাতে, দৌঁড়াতে সক্ষম হয় নি। প্রত্যেকদিন সে মন্দিরের দরজার সামনে লোকের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার জন্য বসে থাকত।
মনে করুন, আপনার বাবা-মার একটি দুর্ঘটনার পর থেকে তারা আর কাজ করতে পারে না। আপনার অন্য কোন পরিবারও নেই যে আপনাকে সাহায্য করবে এবং আপনার সমস্ত টাকা পয়সা শেষ হয়ে গিয়েছে। তাহলে আপনি একটিই বিশয় ভাবতে পারেন সেটা হল মণ্ডলীর বাইরে রবিবারের দিন সকালে দাঁড়িয়ে থেকে লোকেদের কাছে কিছু সাহায্য চাওয়া অথবা কোন খাবার জিনিস চাওয়া।
প্রশ্নঃ- ধারনা করুন লোকেরা আপনার পরিবার সম্বন্ধে কি ধরনের কথা বলবে?

প্রশ্নঃ- ধারনা করুন কিছু পরিবার যদি আপনার পরিবারকে সাহায্য বন্ধ করে দেয় তাহলে কি হবে? আপনি কি রকম অনুভব করবেন?
কথা এবং উৎসাহমূলক পদক্ষেপ খুবই শক্তিশালী যা সুস্থ করতে পারে, লোকেদের মনের ইচ্ছাকে তুলে ধরতে পারে এবং একজন মানুষের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।
তিন ধরনের উপায়ে কাউকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। আপনি কি চিন্তা করেন- সেগুলি কি হতে পারে?
কথাবার্তার দ্বারা, প্রার্থনার দ্বারা, এবং কার্যের দ্বারা। আসুন আমরা এই তিন ধরনের উৎসাহের বিষয়ে আলোচনা করি।

বাক্য/কথাবার্তা উৎসাহিত করতে পারেঃ- " চিন্তা মানুষের সুখ ও আনন্দ কেড়ে নেয় কিন্তু একটি দয়া-বৎসল শব্দ মানুষকে আনন্দিত করে"(হিতোপদেশ১২:২৫)। অনেক সময় অনেকে শুধুমাত্র দয়া-বৎসল বা উৎসাহপুর্ণ কথায় আনন্দ দান করে।
প্রশ্নঃ- কে সেই ব্যক্তি যাকে আজকে আপনি উৎসাহিত করতে পারেন?
যে ঘরে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, যে হাসপাতালে রয়েছে, যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছে।

প্রার্থনা উৎসাহিত করতে পারেঃ- "মাঝরাতে পৌল ও সীল ঈশ্বরের স্তব গান ও প্রার্থনা করছিলেন, অন্য বন্দীরা তা শুনছিল"(প্রেরিত ১৬:২৫)। পৌল ও সীল মিশনারী ছিলেন যাদেরকে যীশুর কথা প্রচার করবার জন্য জেলে বন্দী করা হয়েছিল। তবুও মধ্যরাতে যে সময়ে তাদের ঘুমান দরকার তার বদলি তারা গান গাইতে ও প্রার্থনা করতে শুরু করল। তাদের প্রার্থনা অন্যান্য বন্দী যারা কাণ পেতে শুনছিলেন তাদেরকে উৎসাহিত করছিল।
প্রশ্নঃ- কে সেই ব্যক্তি যার জন্য আজকে আপনি প্রার্থনা করতে পারেন?
আপনার পরিবারের কেউ হতে পারে, একজন বন্ধু, মিশনারী(পৌল ও সীলের মত), আপনার পালকের জন্য, রাষ্ট্রপতির জন্য।

কার্য্য উৎসাহিত করেঃ- " ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও সক্রিয়"(ইব্রীয় ৪:১২)। আসুন আমরা দেখি, অপরকে উৎসাহিত করবার জন্য কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য কার্যকারী হতে পারে আপনার জীবনে।
স্মরণ করতে পারছেন কি উত্তম সমরীয়ের গল্প?
".....একজন লোক জেরুশালেম থেকে যিরীহোর দিকে নেমে যাচ্ছিল, পথে সে ডাকাতের হাতে ধরা পড়ল। তারা লোকটির জামা কাপড় খুলে নিয়ে তাকে মারধোর করে আধমরা অবস্থায় সেখানে ফেলে রেখে চলে গেল। 31 "ঘটনাক্রমে সেই পথ দিয়ে একজন ইহুদী যাজক যাচ্ছিল, যাজক তাকে দেখতে পেয়ে পথের অন্য ধার দিয়ে চলে গেল। 32 সেই পথে এরপর একজন লেবীয়† এল। তাকে দেখে সেও পথের অন্য ধার দিয়ে চলে গেল। 33 "কিন্তু একজন শমরীয় ঐ পথে যেতে যেতে সেই লোকটির কাছাকাছি এল। লোকটিকে দেখে তার মমতা হল। 34 সে ঐ লোকটির কাছে গিয়ে তার ক্ষতস্থান দ্রাক্ষারস দিয়ে ধুয়ে তাতে তেল ঢেলে বেঁধে দিল। এরপর সেই শমরীয় লোকটিকে তার নিজের গাধার ওপর চাপিয়ে একটি সরাইখানায় নিয়ে এসে তার সেবা যত্ন করল। 35 পরের দিন সেই শমরীয় দুটি রৌপ্যমুদ্রা বার করে সরাইখানার মালিককে দিয়ে বলল, 'এই লোকটির যত্ন করবেন আর আপনি যদি এর চেয়ে বেশী খরচ করেন, তবে আমি ফিরে এসে আপনাকে তা শোধ করে দেব।'" (লূক ১০:৩০-৩৫)।

প্রশ্নঃ- কি উপায়ে উত্তম শমরীয় সেই আধমরা ব্যক্তিকে উৎসাহিত করেছিলেন?
তার প্রতি তিনি দয়া দেখিয়েছিলেন।
প্রশ্নঃ- আজকে আপনার কার্য কিভাবে অপরকে উৎসাহিত করে?
কেউ হয়তো স্কুলে নতুন এসেছে তার কোন বন্ধু নেই?
আপনার বন্ধুত্ব ভাগ করে নিন।
কেউ হয়তো গরীব?
আপনার অপর্যাপ্ত থাকলে ভাগ করে নিন বা দান করুন।
কেউবা যাকে দলে সংযুক্ত করা হয় নি?
তাকে আপনার দলে নিমন্ত্রণ করুণ।
কেউবা হয়তো তাকে সব শেষে দলে নির্বাচন করা হয়?
আপনি তাকে সাহায্য করুন।
কেউ হয়তো লেখাপড়া জানে না?
আপনার সময় বের করে তাকে শিখাতে সাহায্য করুন।

আপনার কথা ও কাজকর্ম অন্য লোককে উৎসাহিত করতে পারে। আবার মনে রাখবেন আপনার কথা ও কাজের দ্বারা অপরকে হতাশ করতে পারে।
বাইবেল বলে, "অপরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার সময় কোন খারাপ কথা বোল না। লোকেদের প্রয়োজনীয় আত্মিক শক্তি দেবার জন্য যা ভাল কেবল তাই বল....." (ইফিষীয় ৪:২৯)।
যখন আপনি অপরকে উৎসাহিত করার জন্য চিন্তা করেন, তখন আপনার সাহায্য অন্যের জীবনকে সুন্দর করে তোলে। আপনার প্রার্থনায়, আপনার কথায়, আপনার কাজের দ্বারা কাউকে আজ আপনি উৎসাহিত করুন।

.....

পাঠ্যক্রম> ২৪
নামের মধ্যে কি রয়েছে?
তুমি, তোমার প্রভু ঈশ্বরের নাম অনর্থক নেবে না।

(আপনার কথা ও কাজের দ্বারা ঈশ্বরের নামের সন্মান করুণ)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজের প্রশ্ন এবং মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " অতএব আমরা খ্রীষ্টের রাজদূত ...."(২করিন্থীয় ৫:২০)।
চারিত্রিক গুনঃ- একজন ভাল প্রতিবেশী।
আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- আপনি কি জানেন আপনার নামের অর্থ কি?

নামের মধ্যে কি রয়েছে?
যাত্রাপুস্তক ৩৪:৫-৭

"5 অতঃপর প্রভু মেঘের মধ্যে মোশির কাছে নেমে এলেন এবং তার সঙ্গে দাঁড়ালেন এবং তাঁর নাম (প্রভুর) ঘোষণা করলেন|

6 প্রভু মোশির সামনে দিয়ে গেলেন এবং বললেন, "যিহোবা, প্রভু হলেন দয়ালু ও করুণাময়| তিনি ক্রোধের ব্যাপারে ধৈর্য্যশীল| তিনি পরমস্নেহে পরিপূর্ণ এবং বিশ্বস্ত| 7 হাজার হাজার পুরুষ ধরে প্রভু তাঁর করুণা দেখান| তিনি ভুল কাজ, অবাধ্যতা এবং পাপ ক্ষমা করে দেন| কিন্তু তবু তিনি দোষীদের শাস্তি দিতে ভোলেন না| তিনি কেবলমাত্র দোষীদেরই শাস্তি দেন না, তাদের দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষের উত্তরপুরুষদেরও শাস্তি দেন|"

প্রশ্নঃ- তাঁর নিজের সম্বন্ধে ঈশ্বর নিজের নামের মধ্যে কি বলেছেন?
ঈশ্বর করুণাময়, দয়ালু ও অনুগ্রহকারী, সহজে রেগে যান না, ভালবাসা ও ক্ষমাতে পূর্ণ, ধার্মিক।

আগের দিনে বিশেষত যখন বাইবেল লেখা হয়েছিল তখন নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নামের মধ্যে দিয়ে মানুষের বর্ণনা/পরিচয় পাওয়া যেত, সেইজন্য খুবই যত্নপূর্বক/সাবধানতার সঙ্গে নাম বাছায় করা হত।
মনে করুন অব্রাম? তার নামের অর্থ হল 'গৌরবান্বিত পিতা' পরে ঈশ্বর তার বদলে আব্রাহাম রেখেছিলেন, যার অর্থ হল 'অনেকের পিতা'। আব্রাহাম যিহুদী জাতির পিতা হয়েছিলেন এবং তার বংশধররা আকাশের তারার ন্যায় অসংখ্য হয়েছিল।

মোশি নামের অর্থ 'টেনে তোলা', ফরৌণের কন্যা তাকে নীল নদীর থেকে টেনে তোলার পর তার নাম রেখেছিল মোশি।
প্রশ্নঃ- আপনি কি জানেন যীশু নামের অর্থ কি?
পুরাতন নিয়মে যীশুর নাম 'ইম্মানুয়েল' দেওয়া হয়েছিল যার অর্থ হচ্ছে 'আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর'। যীশু হচ্ছে যিহোশুয়ের গ্রীক নাম, যার অর্থ 'প্রভু রক্ষা করেন'।
সুতরাং যীশু নামের অর্থ হল "আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর" এবং প্রভু রক্ষক" সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন নামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
আপনি কে তা আপনার নামের মধ্যে দিয়ে পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত আপনি আপনার নামের অর্থ জানবার জন্য বই দেখতে পারেন, তাতে আপনার নামের অর্থ দেখতে পাবেন।
(দেখুন- http:/staging.parenthoodweb.com/parent_cfmfiles/babynames.cfm) . কিন্তু আপনার নামের অর্থ অপরকে অনেক কিছু বলে।
প্রশ্নঃ- কি ধরনের জিনিস অপরকে, আপনার সম্বন্ধে আপনার নাম বলতে পারে?

আপনি কোথায় থাকেন আপনার বাবা-মা কে, আপনি কোন স্কুলে যান, আপনার বন্ধুরা কারা, আপনি কি করতে পছন্দ করেন ইত্যাদি।
ঈশ্বরের নাম গুরুত্বপূর্ণ কারন তিনি যে কে এটা তাঁর পরিচয়। যখন তিনি মোশিকে তাঁর নাম বলেছিলেন- তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন যে তিনি কে। তিনি মোশিকে বলেছিলেন তিনি কিসের মতো।
প্রশ্নঃ- আপনি কি জানেন রাজদূত মানে কি?
রাজদূত তিনি যাকে নিযুক্ত করা হয় অপর একজনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।
যেমন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসাবে, ঈশ্বর আপনাকে নিযুক্ত করেছেন যীশুর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এবং তাঁর নামের অর্থ কি তা অপরের কাছে প্রকাশ করবার জন্য। ২ করিন্থীয় ৫:২০ পদে বলেছেন " অতএব আমরা খ্রীষ্টের রাজদূত ....." ।
যদি আপনি খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তবে ঈশ্বর আপনাকে যীশু খ্রীষ্টের প্রতিনিধিস্বরূপে নিযুক্ত করেছেন তাঁকে সম্মান করা আপনার কাজের, কথার এবং চিন্তার মধ্যে দিয়ে। সেটাই আপনার কাজ খ্রীষ্টের রাজদূত হিসেবে।
প্রশ্নঃ- উত্তম শমরীয়ের গল্পটি স্মরণ করুন ? কেমনভাবে তিনি ঈশ্বরের রাজদূত হয়েছিলেন?
তিনি থেমে গিয়ে সেই আঘাতপ্রাপ্ত লোকটাকে সাহায্য করেছিলেন। অন্যদের মতো রাস্তার অন্য দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যান নি।
প্রশ্নঃ- আপনি কি এমন কাউকে জানেন যে হয়তো আঘাত পেয়েছে কারন তারা স্কুল হলের অন্য দিক দিয়ে যাচ্ছিল? হতে পারে-
এমন একজন যিনি ভিন্ন রঙ বা ভিন্ন জাতির?
এমন কেউ যে হয়তো খুবই আকর্ষনীয় বা সুন্দর নয়?
এমন কেউ যে হয়তো অপরের মতো স্মার্ট নয়?
এমন কেউ যে হয়তো সঠিক রকমের পোশাক লাগায় না?
এমন কেউ যে হয়তো শহরে নতুন?
এমন কেউ যার শারীরিক অক্ষমতা রয়েছে?

প্রশ্নঃ- আজকে আপনার স্কুলে আপনি কিভাবে যীশুর একজন রাজদূত হবেন?
.....

পাঠ্যক্রম> ২৫
সততায় মহৎ গুন
"মিথ্যা বোলো না"
(সততার সঙ্গে জীবন যাপন করুন)

পুনরাবৃত্তিঃ- গত সপ্তাহের ঘরের কাজের প্রশ্ন এবং মুখস্ত পদ।

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- "কারোর ক্ষতি কোর না ....." রোমীয় ১৩:১০।
চারিত্রিক গুনঃ- সততা।

সততায় মহৎ গুন
শাস্ত্রঃ- রোমীয় ১৩:৮-১০

৪শুধু পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া কারো কাছে ঋণী থেকো না, কারণ যারা প্রতিবেশীকে ভালবাসে, তারাই ঠিকভাবে বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলছে। 9 আমি একথা বলছি কারণ ঈশ্বরের এই আজ্ঞাগুলি অর্থাৎ, "ব্যভিচার করবে না, নরহত্যা করবে না, চুরি করবে না, অপরের জিনিস আত্মসাত্ করবে না" ✡ আর অন্য যা কিছু আদেশ তিনি দিয়েছেন সে সবগুলি সংক্ষেপে এই একটি আদেশের মধ্যেই চলে আসে, "নিজের মতো তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।" ✡ 10 ভালবাসা কখনও কারোর ক্ষতি করে না, তাই দেখা যাচ্ছে ভালবাসাতেই বিধি-ব্যবস্থা পালন করা হয়।

নবম আদেশে বলা হয়েছে যে, "তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেবে না"–যাত্রাপুস্তক ২০:১৬, সহজ কথায় সৎভাবে জীবন কাটান।

প্রশ্নঃ– আপনি কি চিন্তা করেন, ঈশ্বর কেন দশ আজ্ঞার মধ্যে 'মিথ্যা বোলো না' এই কথাটাকে যোগ করেছেন?

যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়– 'তিনি কে'। ঈশ্বরের স্বভাবকে/বৈশিষ্টকে তুলে ধরা হয়েছে।

ঈশ্বর সত্যঃ–

.....

ঈশ্বরের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সত্য। যীশু যিনি হলেন ".....অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি....." কলসীয় ১:১৫ এবং " আমিই পথ,সত্য,ও জীবন...." যোহন ১৪:৬।

ঈশ্বর জ্যোতিঃ–

.....

শাস্ত্রে আমরা সব সময় দেখতে পায় যে, জ্যোতি/আলো সত্যের সমতুল্য। শাস্ত্র বলে "এই সেই বার্তা যা আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে শুনেছি এবং তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি - ঈশ্বর জ্যোতি, ঈশ্বরের মধ্যে কোন অন্ধকার নেই" ১ যোহন ১:৫। ঈশ্বর সত্যে পূর্ণ, সত্যের বাইরে তাঁর কাছে আর কোন কিছুর স্থান নেই।

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর মতো হওয়ার জন্যঃ–

.....

" হে ঈশ্বর, আপনি চান আমি প্রকৃতভাবে অনুগত হই। তাই আমার মনের গভীরে প্রকৃত জ্ঞান দান করুন" (গীতসংহিতা ৫১:৬)। যেহেতু আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে বানিয়েছেন। তিনি চান যেন আপনার জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের চরিত্র প্রকাশ পায়, ঈশ্বর চান আপনি যেন সততার সঙ্গে জীবন কাটান।

মিথ্যা হল সত্যের বিপরীতঃ–

.....

"পরস্পরের কাছে মিথ্যা বলো না, কারণ তোমরা তোমাদের পুরানো পাপময় সত্বাকে তার সমস্ত মন্দ কর্ম সমেত ত্যাগ করেছ। 10 তোমরা নতুন সত্বাকে পরিধান করেছ; এই নতুন জীবনে তোমাদের নতুন করে তৈরী করা হচ্ছে। তোমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমরা তাঁর মতো হয়ে উঠছ, এই নতুন জীবনের মাধ্যমে তোমরা ঈশ্বরের সত্য পরিচয় পাচ্ছ" (কলসীয় ৩:৯–১০)।

প্রশ্নঃ– বাইবেল কেন বলে যে– "মিথ্যা বোলো না"?

কারণ মিথ্যা লোককে আঘাত/কষ্ট দেয়। আমাদের শুরুতে শাস্ত্রের অংশ আমরা দেখেছি যেখানে বলা হয়েছে– ভালবাসা যা সঠিক তাই করে এবং সেই ভালবাসা কাউকে আঘাত করে না এবং জেনে বুঝে কাউকে কোন কিছু বলা ঠিক নয় এবং তা লোকেদের আঘাত করে।

আসুন আমরা মিথ্যা কি করে তার তিনটি উদাহরণ দেখিঃ–

(১) মিথ্যা অপরের সুখ্যাতিকে আঘাত করতে পারে– " প্রভু মিথ্যাবাদীদের ঘৃণা করেন। তিনি সত্যবাদীদের প্রতি সন্তুষ্ট" (হিতোপদেশ১২:২২)।

মনে রাখবেন দানিয়েলের সিংহের খাদের গল্পটা(দানিয়েল৬ অধ্যায়)? আসুন আমরা সেই গল্পের শুরুটা দেখি-

“3 দানিয়েল তাঁর উৎকৃষ্ট চরিত্রের জন্য অন্য যে কোন অধ্যক্ষ অথবা রাজ্যপালের চেয়ে তাঁর পদে ভালো অবস্থায় ছিলেন| এতে রাজা এতই সন্তুষ্ট হলেন যে তিনি দানিয়েলকে সমগ্র রাজ্যের শাসক হিসেবে নিয়োগ করবেন বলে স্থির করলেন| 4 কিন্তু অন্য অধ্যক্ষ ও শাসকরা এই খবর শুনে ঈর্ষান্বিত হল| তাই দানিয়েল রাজার জন্য যে কাজ করছিলেন তার মধ্যে তারা দোষ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিল| কিন্তু তারা তাঁর কাজে কোন দোষ-ত্রুটি খুঁজে পেল না| দানিয়েল ছিলেন বিশ্বাসী| তিনি কখনও ইচ্ছে করে অথবা ভুলেও কোন ভুল কাজ করেন নি|

5 অবশেষে সেই লোকরা দেখল যে দানিয়েলকে দোষারোপ করার মতো কোন কারণই তারা খুঁজে পাবে না| তাই তারা ঠিক করল যে তারা রাজার কাছে দানিয়েলের ঈশ্বরের নীতি সম্পর্কিত ব্যাপারে অভিযোগ করবে|

প্রশ্নঃ- সেই সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কেন দানিয়েলের কোন দোষ খুঁজে পান নি?
কারন দানিয়েল সৎ ছিলেন এবং তাকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল তাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ছিলেন।
প্রশ্নঃ- সততার সঙ্গে জীবন যাপন করার জন্য দানিয়েলকে কিভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছিল?
তাকে রাজ্যের সর্বোচ্চ পদাধিকারী বানিয়েছিলেন।
প্রশ্নঃ- আপনি কি স্মরণ করতে পারছেন- রাজার কাছে দানিয়েলের সম্বন্ধে যে সমস্ত উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছিল তাদের কি হয়েছিল?
দানিয়েলকে যখন নির্দোষ পাওয়া গেল, তখন রাজা সেই দুষ্ট কর্মচারীদের সিংহের খাদে ফেলেছিলেন। নিশ্চিতরূপে, দানিয়েলের ঘটনায় আমরা দেখতে পায় সততাই মহৎ গুণ।

(২) একটি মিথ্যা একজন ব্যক্তির উপরে ভারী বোঝা হয়ে যায়ঃ-
“ প্রভু ভুঁয়ো দাঁড়িপাল্লাকে ঘৃণা করেন, যথাযথ বাটখারা প্রভুকে তুষ্ট করে” (হিতোপদেশ ১১:১)।
সক্কেয়ের কথা মনে করুন? অসৎভাবে, সক্কেয় কিভাবে লোকেদের উপর বোঝা চাপিয়েছিল আসুন আমরা তা দেখি এবং তারপর কিভাবে ঈশ্বরের শক্তি তার জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসলো।

“1 যীশু যিরীহো শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। 2 সেখানে সক্কেয় নামে একজন লোক ছিল। সে ছিল একজন উচ্চ-পদস্থ কর আদায়কারী ও খুব ধনী ব্যক্তি। 3 কে যীশু তা দেখার জন্য সক্কেয় খুবই চেষ্টা করছিল, কিন্তু বেঁটে হওয়াতে ভীড়ের জন্য যীশুকে দেখতে পাচ্ছিল না। 4 তাই সবার আগে ছুটে গিয়ে যে পথ ধরে যীশু আসছিলেন, সেই পথের পাশে একটা সুকমোর গাছে উঠল যাতে সেখান থেকে যীশুকে দেখতে পায়। 5 যীশু সেখানে এসে ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন, “সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে এস, কারণ আজ আমায় তোমার ঘরে থাকতে হবে।”

6 সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে এসে মহানন্দে যীশুকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। 7 সেখানে যাঁরা ছিল, এই দেখে তারা সকলে অনুযোগের সুরে বলল, “উনি একজন পাপীর ঘরে অতিথি হয়ে গেলেন।”
8 কিন্তু সক্কেয় উঠে দাঁড়িয়ে প্রভুকে বলল, “প্রভু দেখুন, আমি আমার সম্পদের অর্ধেক গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব, আর যদি কাউকে ঠকিয়ে থাকি তবে তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দেব।”
9 যীশু তাকে বললেন, “আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ এসেছে, যেহেতু এই মানুষটি অব্রাহামের পুত্র (লূক ১৯:১-৯।

সক্কেয় একজন কর আদায়কারী ছিলেন এবং কর আদায়কারীরা খুবই কুখ্যাত ছিলেন পাওনা করের থেকে বেশী আদায় করবার জন্য। যিহুদী লোকেরা তাদের ঘৃণা করতেন এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে কেন তারা ঘৃণা করতেন।

প্রশ্নঃ- সক্কেয়ের অসৎ আচরণ কেন লোকেদের কাছে বোঝা হয়ে গিয়েছিল?

কারণ লোকেদের তাদের বকেয়া করের থেকে বেশী দিতে হত।

প্রশ্নঃ- কিভাবে সক্কেয়ের পরিবর্তন হল?

যীশুর সঙ্গে সাক্ষাতের দ্বারা। ঈশ্বরের শক্তির পরিণাম সক্কেয়ের জীবনে দেখা গেল যা তাকে সৎ জীবন যাপনের দিকে পরিচালিত করেছিল। সক্কেয়ের জন্য সততায় মহৎ গুন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

(৩) একটি মিথ্যা লোকেদের অনুভবকে আঘাত করতে পারেঃ- " .....কটুবাক্য কোপ উত্তেজিত করে" (হিতোপদেশ ১৫:১)।

স্মরণ করে দেখুন, কিছু অধ্যায় পূর্বে(২২ অধ্যায়) যখন বলেছিলাম টুথপেষ্টের টিউব থেকে যদি সব টুথপেষ্ট বের করে একটি খবরের কাগজে রেখে দিয় এবং আপনাকে বলি আপনাকে ১০ টাকা দেওয়া হবে যদি আপনি সেটা আবার টিউবের ভিতরে ঢুকাতে পারেন? আপনি ১০ টাকা পাবেন না তাই নয় কি?

প্রশ্নঃ- আপনি কি মনে করতে পারছেন যে আমরা এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কি বুঝাতে চাইছিলাম?

যে কথা একবার বলে দিয় বা মুখের থেকে বেরিয়ে আসে, সেই আঘাত দেওয়া বাক্য আপনি আর ফিরিয়ে নিতে পারবেন না।

প্রশ্নঃ- অপমানজনক এবং খ্যাপানো কথা এবং মিথ্যা কথা কেন প্রচুর আঘাত/ব্যথা দেয়?

যখন সেই সমস্ত কথা একবার মনের মধ্যে রাখা যায় তখন তা মনের মধ্যে বাসা বাঁধে এবং অনেকদিন পর্যন্ত তা স্মরণে থাকে।

প্রশ্নঃ- লোকেদের ব্যথা/আঘাত দেওয়ার বদলে আমাদের কথা/বাক্যের দ্বারা কি করা উচিৎ?

আমাদের বাক্যের দ্বারা লোকেদের উৎসাহিত করা দরকার।

উৎসাহের অর্থ হল অপরকে আশা দেওয়া বা দৃঢ়তা প্রদান করা। বাইবেল বলে- " তোমাদের মুখ থেকে কন রকম খারাপ কথা বাহির না হোক কিন্তু প্রয়োজন মতে সদালাপ বের হোক গেঁথে তোলার জন্য....." (ইফিষীয় ৪:১৯)।

নিশ্চিত হন, যেন সততাই আপনার মহৎ গুণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম যে তিনভাবে মিথ্যা অথবা অসৎ আচরণ একজন মানুষকে আঘাত করতে পারে।

একটি মিথ্যা একজন ব্যক্তির সন্মানের আঘাত ঘটাতে পারে।

একটি মিথ্যা একজন ব্যক্তির জীবনে বহন করবার জন্য কঠিন বোঝাস্বরুপ হয়ে যায়।

একটি মিথ্যা একজন মানুষের অনুভূতিকে আঘাত ঘটাতে পারে।

প্রশ্নঃ- আপনি কি আর অন্য কোন কারণ খুঁজে বের করতে পারবেন- যে ঈশ্বর কেন বলেছেন, "সততার সঙ্গে জীবন যাপন করতে"?

যে আপনাকে মিথ্যা বলল তার প্রতি আপনার অবিশ্বাস জন্মাতেই পারে। একবার যখন কেউ আপনাকে মিথ্যা বলে তখন পুনরায় সেই ব্যক্তির উপর ভরসা করা কঠিন হয়ে যায়।

একটি মিথ্যা অনেক মিথ্যা বলতে পরিচালিত করে সেই শেষ মিথ্যাটাকে ঢাকবার জন্য।

একটি মিথ্যা বন্ধুত্ব নষ্ট করে দেয়, যে মিথ্যা বলে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা খুব কঠিন।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর কেন আমাদের দশ আজ্ঞা দিয়েছেন তার কারণগুলি কি কি হতে পারে?

ঈশ্বরকে কিভাবে ভালবাসতে হয় তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য, কিভাবে জীবন যাপন করা যায় এবং একে অপরের সঙ্গে কিভাবে মিলেমিশে থাকা যায়, আমাদের বা অপরের ক্ষতি হবে এমন খারাপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার থেকে রক্ষা করবার জন্য।

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের বলে- "প্রতিবেশীকে নিজের মতো প্রেম কর, প্রেম প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে না"(রোমীয় ১৩:১০)।

যখন আমরা মিথ্যা বলি, তখন অপরের আঘাত করি এবং নিজেও ব্যথা পায়। যখন আমরা সততার সঙ্গে জীবন যাপন করি, তখন আমরা ঈশ্বরের চরিত্রকে তুলে ধরি। এই কারণেই ঈশ্বর বলেছেন, "সততার সঙ্গে জীবন যাপন করতে"। সে কারণেই সততাই হচ্ছে মহৎ গুণ।

.....

পাঠ্যক্রম> ২৬

সম্পূর্ণ শান্ত থাকার দশটি উপায়

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- "***13*** তোমরা আমায় 'গুরু' ও 'প্রভু' বলে থাকো; আর তোমরা তা ঠিকই বল, কারণ আমি তা-ই। 14 তাই আমি প্রভু ও গুরু হয়ে যদি তোমাদের পা ধুইয়ে দিই, তাহলে তোমাদেরও উচিত পরস্পরের পা ধোয়ানো। 15 আমি তোমাদের কাছে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম, যেন আমি তোমাদের প্রতি যেমন করলাম, তোমরাও তেমনি কর (যোহন ১৩:১৩-১৫)।

চারিত্রিক গুণঃ- ঈশ্বর এবং অপরের জন্য সম্মান।

আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- শান্ত থাকার তালিকায় আপনার দশটি উপায় কি হতে পারে?

দশ আজ্ঞার ভূমিকাঃ- ধরুন আপনি আপনার ব্যায়াম প্রশিক্ষণের জন্য একদিন সকালে গিয়ে দেখলেন সেখানে কোন শিক্ষক বা কোচ নেই, বরং সেখানে একটি হলুদ পোষ্টে বিবৃতি দেওয়া রয়েছে যে, " আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন"।

প্রশ্নঃ- আপনার কি ধরনের সাস্থ্য চর্চার ক্লাস আছে?

ভলিবল খেলার মাঝে হয়তো বাস্কেট বল খেলা। এবং হয়তো কিছু ছেলে মেয়ে সমস্ত কিছুর মাঝখানে বসে রয়েছে।

প্রশ্নঃ- এই পরিস্থিতিতে কি ধরনের খেলা/কাজ করা উচিৎ হবে?

কেউ সেটা বলতে পারবে না, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে মানদণ্ড- নির্দেশিকার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্নঃ- এই পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তির সঠিক হবে বলা যে, কি ধরনের খেলা উচিৎ হবে ?

নিশ্চিত কেউ নয়, কেউ কোন কিছু না বলার আগে একজনকে নেতৃত্বের জন্য বেছে নিতে হবে।

প্রশ্নঃ- এই পরিস্থিতিতে কি একটি বিশয় নিশ্চিত?

প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা তাই করবে।

প্রশ্নঃ- এই ধরনের মনোভাব আজ আপনি কোথায় খুঁজে পাবেন?

একটি স্থান যেটাকে বাইবেল বলে- ‘ পৃথিবী/জগৎ’ ।
প্রশ্নঃ- বাইবেল যাকে পৃথিবী বা সংসার বলে কি রকম সেই জায়গাটি?
সংসারের সেইন স্থানগুলির লোক যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করবার জন্য বেছে নেয় না। জগত সব সময় শিক্ষা দেয় নিজের স্বার্থের বিষয়ে চিন্তা করবার জন্য, অপরের স্বার্থের জন্য নয়।
এই জগতের নিজস্ব মানদণ্ড রয়েছে, কোনটি ঠিক কোনটি ভুল জগতের নিজস্ব মানদণ্ড ঈশ্বর যা বলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত।
জীবন যাপন করবার জন্য জগতের নিজস্ব নিয়ম রয়েছে। ঈশ্বর যে রকম আচরন আমাদের মধ্যে দেখতে চান তা জগতের ব্যবহারের সরাসরি বিপরীত।
প্রশ্নঃ- কোনটি সঠিক ও কোনটি সত্য সেই সম্বন্ধে কে স্থির করে জগতের সংজ্ঞা?
জগতের সংজ্ঞা অনুসারে কি ঠিক ও গ্রহণযোগ্য তা সর্বদা পরিবর্তন হয়ে চলেছে। ন্যায়ালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে, খবরে কি বলছে, যা জনপ্রিয় তার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তন হয়ে চলেছে।
প্রশ্নঃ- আপনি কিছু উদাহরণের বিষয়ে চিন্তা করুন যা জগত বলে তা হতে পারে সত্য, সঠিক অথবা গ্রহণযোগ্য ?
যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মিথ্যা বলাতে বা ঠকানোতে ধরা না পড়ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক আছে, আপনি তা করতে পারেন। যদি আপনার প্রতি কেউ ভুল করে থাকে তবে আপনারও অধিকার রয়েছে তাকে ঘুরিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।
প্রশ্নঃ- সঠিক সম্বন্ধে ঈশ্বরের সংজ্ঞা কি আলাদা হতে পারে?
ঈশ্বরের সংজ্ঞা সঠিক সম্বন্ধে সর্বদা সত্য এবং অপরিবর্তিত। বাইবেল বলে- “ তোমার সমস্ত বাক্য সত্য, তোমার ধর্মময় সমস্ত শাসন চিরস্থায়ী” (গীতসংহিতা ১১৯:১৬০)।
জগত কখনই খুঁজে বের করতে পারে না যে শান্ত স্বভাব কি এবং কিভাবে শান্ত হওয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বর পারেন এবং আমাদের তা বলেছেন।
প্রশ্নঃ- শান্ত স্বভাব সম্বন্ধে ঈশ্বরের সংজ্ঞা আপনি বা আমি কিভাবে জানতে পারি?
ঈশ্বর বিশেষ দশটি উপায় আমাদের লিখে দিয়েছেন যে কিভাবে শান্ত থাকা যায়।যাকে আমরা দশ আজ্ঞা বলে জানি কিন্তু আমরা তাদের নাম দিতে চাইঃ-

সম্পূর্ণ শান্ত থাকার মুখ্য দশটি উপায়

শাস্ত্রঃ- যাত্রাপুস্তক ২০:৩-১৭
টীকা/মনোযোগঃ- দলগতভাবে সম্পূর্ণ দশ আজ্ঞাগুলি একসঙ্গে পড়তে বলুন, প্রত্যেকটা পড়ার পরে তার অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করুণ। (দশ আজ্ঞা যাত্রাপুস্তক ২০:৩-১৭ পদে দেখতে পাওয়া যায়)।

আমার সামনে তোমার অন্য কোন দেবতা না থাকুক।

অপরের থেকে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করাটাই বেছে নিন। ঈশ্বর জানেন আপনাকে কিভাবে উত্তম জীবন দেবেন।

তুমি আপনার জন্য ক্ষোদিত প্রতিমা নির্মাণ করবে না। উপরে স্বর্গে, নীচের পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচে জলের মধ্যে যা আছে তার কোন মূর্তি নির্মাণ করবে না। তুমি তাদের কাছে প্রণাম কর না এবং তার সেবা কর না।

ঈশ্বরের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করবার দ্বারা ঈশ্বরকে জানুন। তখন আপনি জানবেন সেবা করার জন্য তিনি কি আকাঙ্ক্ষা করেন।

তুমি, তোমার প্রভু ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিও না।

আপনি যা কিছুই করুন তাতে যীশুর ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব করুন।

বিশ্রাম বারকে পবিত্র বলে মান্য করুন।

ঈশ্বরের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করবার জন্য সাময়িক বিরতি।

নিজের পিতা-মাতাকে সন্মান কর।

সন্মান করলে সন্মান পাবেন।

হত্যা কর না।

উৎসাহিত ও অপরকে সাহায্য করা।

ব্যভিচার কর না।

শারীরিকভাবে, চিন্তাভাবনায়, বাক্যে এবং কাজে সিদ্ধ থাকা।

চুরি কর না।

অপরের জন্য যা ভাল তাই করুন।

আপনার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিও না।

সততার সঙ্গে জীবন যাপন করুন।

প্রতিবেশীর দ্রব্যে লোভ কর না।

কৃতজ্ঞ থাকুন।

প্রশ্নঃ- কেন ঈশ্বরের পথে শান্ত জীবন যাপন করা যায়?

ঈশ্বরের পথে চলা আপনার জীবনকে আরও প্রফুল্ল করে, ঈশ্বরের পথে চললে আপনাকে ক্লাসে অধিক সফল করে তোলে। ঈশ্বরের পথে চললে আপনাকে ভাল ক্রিয়াবিধ হতে সাহায্য করে। ঈশ্বরের পথে চললে আপনাকে সমস্ত বিষয়ে এবং অধিক বিষয়ে সফল করে তোলে যদি আপনি নিজেকে সমর্পণ করে থাকেন তাঁর পথে চলবার জন্য।

প্রশ্নঃ- শুধুমাত্র দশ আজ্ঞায় কি আপনাকে ঈশ্বরের পথে চলতে সাহায্য করে?

দশ আজ্ঞা হচ্ছে একটি আয়না স্বরূপ। যা আপনাকে দেখায় যে, আপনি যা করছেন তা সঠিক কি না যেটা ঈশ্বর আপনার জীবনে রেখেছেন- উচিত জীবন যাপন করবার জন্য।

প্রশ্নঃ- তাহলে আপনি দশ আজ্ঞা মতে কিভাবে জীবন যাপন করবেন?

আপনার জীবনে যীশু খ্রীষ্টের শক্তির দ্বারা। শুধুমাত্র কেবল যীশুই আপনাকে শক্তি দিতে পারেন জগতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে জীবন যাপন কর জন্য। বাইবেল বলে- " খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররুপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক....." (কলসীয় ৩:১৬)। যখন তাঁর ভাবনা আপনার ভাবনা হয়ে যায়, তখন তাঁর কার্য আপনার কার্য কলাপ হয়ে যায়।

যীশু এসেছিলেন আপনার ও আমার কাছে এক উদাহরণ রাখতে- যে কিভাবে প্রকৃতই শান্ত থাকা যায়। কিন্তু তিনি আর এসেছিলেন সেটাকে করবার জন্য শক্তি দিতে। আজই সিদ্ধান্ত নিন, যেন যীশু আপনাকে সাহায্য করেন শান্ত স্বভাবের জীবন যাপন করতে।

.....

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

একটি সময় ধন্যবাদের এবং দান করবার

" সদাপ্রভুর স্তব কর তাঁর নামে ডাক, জাতিগণের মধ্যে তাঁর কর্ম সকল জানাও। তাঁর উদ্দেশ্যে গান গাও, তাঁর প্রশংসা গান কর। তাঁর সব আশ্চর্য কাজের কথা ঘোষণা কর" (গীতসংহিতা ১০৫:১-২)। ধন্যবাদ জ্ঞাপন হচ্ছে সেটায় – আমরা যা পেয়েছি তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া। আসুন অল্প সময়ের জন্য চিন্তা করি যে আমরা কি কি গ্রহণ করেছি। উক্ত পদগুলি পড়ুনঃ-

" পৃথিবী ও তার সমস্ত বস্তু ঈশ্বরেরই....." (গীতসংহিতা ২৪:১)।

প্রশ্নঃ- আপনার সমস্ত কিছু কোথা থেকে এসেছে?

আমাদের যা আছে তা ঈশ্বরের থেকে এসেছে যিনি আমাদের তা দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বরের থেকেও কি কেউ উদারভাবে স্বেচ্ছাকৃত দিয়েছেন?

" কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করলেন যে, তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায় (যোহন ৩:১৬)। ঈশ্বর আমাদের দান হিসাবে অনন্ত জীবন দিয়েছেন।

" চোখ যা দেখে নি, কান যা শোনেনি, মানুষের হৃদয়ে যা উঠে নি, যারা তাঁকে ভালবাসে ঈশ্বর তা তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন" (১করিন্থীয় ২:৯)। আমরা যা ধারনা করতে পারি, ঈশ্বর তার থেকেও বেশী আমাদের দিতে পারেন।

ঈশ্বর খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন(যারা যীশুকে তাদের জীবনে মুক্তিদাতা এবং প্রভু বলে গ্রহণ করেছেন) যে, একদিন তারা স্বর্গীয় ভবনে তাঁর সঙ্গে চিরদিনের জন্য জীবিত হয়ে থাকবে। কিন্তু অনেক সময় আমরা ভুলে যায় আর একটি চমৎকার প্রতিজ্ঞা যা তিনি আমাদের করেছেনঃ- " .....আমি এসেছি, যেন তোমরা জীবন পাও এবং জীবনের উপচয় পাও" (যোহন ১০:১০)। যীশু বলেছেন, শুধুমাত্র যে তিনি স্বর্গের নাগরিকত্ব দিয়েছেন তা নয়। কিন্তু স্বর্গের অপরদিকেও আপনি উত্তম জীবন পেতে পারেন। ঈশ্বর আমাদের কাছে উভয় জগতের উত্তম বিষয় দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ- কোন সমস্ত লোকেদেরকে ঈশ্বর আপনার জীবনে দিয়েছেন?

মাতা-পিতা- যারা ঈশ্বরের ভালবাসা দেখিয়েছেন। শিক্ষক যারা আপনাকে স্কুলে শিখতে সাহায্য করেছেন, ক্রিয়াবিধ/কোচ যারা আপনাকে খেলাধুলা শিখতে সাহায্য করেছেন, যারা আমাদের দেশের সেনা-যারা আমাদের দেশকে রক্ষা করে। চিন্তা করে দেখুন কত ভালই না লাগে যখন কেউ আপনার জন্য সময় ব্যয় করে।

নিশ্চিতরূপে আমাদেরকে অনেক দেওয়া হয়েছে, সুতরাং ধন্যবাদ দেবার জন্য আমাদের অনেক বিষয় রয়েছে। আসুন আমরা এই অনুশীলনের শেষে কিছু মজার খেলা খেলিঃ-

প্রশ্নঃ- সেই দিন ছিল ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ শন- নিউ ইয়ার্কের ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টারের বিল্ডিং এর মধ্যে যে মানুষ প্লেনটি চালিয়েছিল- সেখানে ধন্যবাদ দেওয়ার মতো কি বিষয় ছিল?
ঈশ্বর বড় ধরণের ধ্বংসের থেকে সংক্ষেপের মধ্যে দিয়ে রক্ষা করেছেন। অনেকে তাদের উদ্ধারকর্তা রূপে আশা, ভরসা, বিশ্বাস যীশুতে রেখেছিলেন। দেশপ্রেম ঢেলে দিয়েছিলেন এবং দান করেছিলেন, প্রার্থনাশীল জীবন এবং মণ্ডলীতে উপস্থিতি নবীকরণ করেছিলেন।
প্রশ্নঃ- আপনার পরিবারে কেউ প্রচণ্ড অসুস্থ রয়েছে, সেই সময় আপনি ধন্যবাদ দেওয়ার মতো কি খুঁজে পান?
যে সাস্থ্য আপনি উপভোগ করছেন তা খ্রীষ্ট প্রেমের প্রকাশ যখন লোকেরা সাহায্য করে এবং উত্তম ভবিষ্যতের আশা করে।
প্রশ্নঃ- আপনার খেলার দলটি শেষ খেলায় হেরে গেছে, সেই সময় আপনি ধন্যবাদ দেবার কি খুঁজে পান?
শারীরিক সুস্থতার জন্য, যে কারনে আপনি খেলতে পেরেছেন, খেলা সম্বন্ধে বুঝতে শিক্ষা করা ও বৃদ্ধলাভ করা, ভাল শিক্ষা পাওয়া যা খেলার বাইরেও ব্যবহার করা যেতে পারেঃ- আত্মসংযম, ধৈর্য, দয়া।
প্রশ্নঃ- আপনার ঘরের চারিদিকে দেখুন- আপনি ধন্যবাদ দেওয়ার মতো কি বিষয় খুঁজে পান?
পরিবার,আপনার ঘর, পোশাক, খাবার ইত্যাদি।
প্রশ্নঃ- আপনার মণ্ডলীর চারিদিকে দেখুন, আপনি ধন্যবাদ দেওয়ার কি বিশয় খুঁজে পান?
যীশু খ্রীষ্ট, আপনার পালক, স্বাধীনভাবে এবং মুক্তভাবে আরাধনা করবার স্থান।
প্রশ্নঃ- ধরে নিন,আপনি একজন গৃহহীন লোককে দেখতে পেলেন এবং সে আপনাকে বলল, 'আমাকে কিসের জন্য ধন্যবাদ দিতে হবে?
ঈশ্বর আপনার প্রয়োজন মেটান, লোকেরা আপনার যত্ন নেয় ও সাহায্য করে- আপনাকে তিনি ভুলে যান নি। আপনার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে।
ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য আমাদের অনেক কিছু রয়েছে কিন্তু ধন্যবাদ দেওয়ার আর একটি দিক হল দান করা। সুতরাং আসুন আমরা দান সম্বন্ধে আলোচনা করিঃ-
প্রশ্নঃ- তিনটি উত্তম উপায়ে আপনি দান করতে পারেন- সেগুলি আপনার ধারনায় কি মনে হয়?
১) আমাদের সময়ের দ্বারা দান করতে পারি।
২) আমাদের যোগ্যতার দ্বারা দান করতে পারি।
৩) আমাদের অর্থের দ্বারা দান করতে পারি।

প্রশ্নঃ- আপনি কেন দান করবেন? বাইবেল বলে---

- " বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যে দান করো" (মথি ১০:৮)। দেও কেননা তোমাকে দেওয়া হবে।
- মনে রাখবেন- " যে অল্প পরিমাণে বীজ বুনে, সে অল্প পরিমাণে শস্যও কাটবে, আর যে আশীর্বাদের সঙ্গে বীজ বুনে সে আশীর্বাদের সঙ্গে শস্যও কাটবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ হৃদয়ে যে সঙ্কল্প করেছে, সেই অনুসারে দান করুক, মনোদুঃখ বা আবশ্যিক বলে না দেয়, কেননা ঈশ্বর উদার মনে দানকারীকে ভালবাসেন" (২ করিন্থীয় ৯:৬-৭)। দান করুন আপনার যা আছে তার থেকে কারণ আপনি পেতে চান।

প্রশ্নঃ- আমরা কখন দেব বা দান করব ?
যখন সুযোগ আসে তখনই দান করুন।বাইবেল বলে- " পবিত্রগণের অভাবের সহভাগী হও" (রোমীয় ১২:১৩)। যে কোন সময় হচ্ছে সঠিক সময়।
ধন্যবাদের দান ছুটির সময়কে খুলে দেয়। এটা সেই সময় আমরা স্বাভাবিকভাবে দান করে থাকি।
প্রশ্নঃ-আপনি কিভাবে আপনার দক্ষতা, সময়, এবং আপনার অর্থকে দান করা অভ্যাস করতে পারেন ?

আমি আমার দক্ষতা ব্যবহার করতে পারিঃ-

- ঘরে- গৃহ কাজের পরিকল্পনায় সাহায্যের দ্বারা।
- স্কুলে- সহপাঠীকে বিজ্ঞানের কর্ম শিক্ষায় সাহায্যের দ্বারা।
- মণ্ডলীতে- গানের দলে গান গাওয়ার মধ্যে দিয়ে।
- সমাজে- বৃদ্ধ প্রতিবেশীকে গাছের পাতা জড় করতে সাহায্য করার দ্বারা।

আমি আমার সময় ব্যবহার করতে পারিঃ-

- ঘরে- টিভি দেখার আগে ঘরের প্রতিদিনের কাজ করার দ্বারা।
- স্কুলে- অর্থ সংগ্রহের প্রোজেক্টে সাহায্যের দ্বারা।
- মণ্ডলীতে- শিশুদেরকে সাহায্য করবার দ্বারা।
- সমাজে- সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহন করবার দ্বারা।

আমি আমার অর্থ ব্যবহার করতে পারিঃ-

- ঘরে- পরিবারের সকলের জন্য বিশেষ গিফট কেনার দ্বারা।
- স্কুলে- বন্ধুর জন্য দুপুরের খাবার কেনবার দ্বারা।
- মণ্ডলীতে- আপনার দশমাংশ মণ্ডলীতে দেওয়ার দ্বারা।
- সমাজে- যে পরিবারের সাহায্য দরকার তাদের সাহায্য দেওয়ার দ্বারা।

.....

বিশেষ বড়দিনের শিক্ষা

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ- " তুমি গর্ভবতী হয়ে পুত্রের জন্ম দেবে এবং তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু" (লূক ১:৩১)।
আলোচনামূলক প্রশ্নঃ- আপনার বিশেষ বড়দিনের মুহূর্তগুলি কি কি ?

বড়দিনের গল্প

.....
লূক ২:১-৭

“ 1 সেই সময় আগস্ত কৈসর হুকুম জারি করলেন যে, রোম সাম্রাজ্যের সব জায়গায় লোক গণনা করা হবে। 2 এটাই হল সুরিযার রাজ্যপাল কুরীণিয়ের সময়ে প্রথম আদমশুমারি। 3 আর প্রত্যেকে নিজের নিজের শহরে নাম লেখাবার জন্য গেল। 4 যোষেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশধর, তাই তিনি গালীল প্রদেশের নাসরৎ থেকে রাজা দায়ূদের বাসভূমি বৈৎলেহমে গেলেন। 5 যোষেফ তাঁর বাগ্দত্তা স্ত্রী মরিয়মকে সঙ্গে নিয়ে নাম লেখাতে চললেন। এই সময় মরিয়ম ছিলেন অন্তঃসত্বা। 6 তাঁরা যখন সেখানে ছিলেন, তখন মরিয়মের প্রসব বেদনা উঠল। 7 আর মরিয়ম তাঁর প্রথম সন্তান প্রসব করলেন। তিনি সদ্যোজাত সেই শিশুকে কাপড়ের টুকরো দিয়ে জড়িয়ে একটি জাবনা খাবার পাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ ঐ নগরের অতিথিশালায় তাঁদের জন্য জায়গা ছিল না।

সেই সময় আগস্ত কৈসর হুকুম জারি করলেন যে, রোম সাম্রাজ্যের সব জায়গায় লোক গণনা করা হবে। 2 এটাই হল সুরিযার রাজ্যপাল কুরীণিয়ের সময়ে প্রথম আদমশুমারি। 3 আর প্রত্যেকে নিজের নিজের শহরে নাম লেখাবার জন্য গেল। 4 যোষেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশধর, তাই তিনি গালীল প্রদেশের নাসরৎ থেকে রাজা দায়ূদের বাসভূমি বৈৎলেহমে গেলেন। 5 যোষেফ তাঁর বাগ্দত্তা স্ত্রী মরিয়মকে সঙ্গে নিয়ে নাম লেখাতে চললেন। এই সময় মরিয়ম ছিলেন অন্তঃসত্বা। 6 তাঁরা যখন সেখানে ছিলেন, তখন মরিয়মের প্রসব বেদনা উঠল। 7 আর মরিয়ম তাঁর প্রথম সন্তান প্রসব করলেন। তিনি সদ্যোজাত সেই শিশুকে কাপড়ের টুকরো দিয়ে জড়িয়ে একটি জাবনা খাবার পাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ ঐ নগরের অতিথিশালায় তাঁদের জন্য জায়গা ছিল না”।

বড়দিনের গল্প, এটা ৩৪ বছরের রাস্তা অতিক্রম করা আশ্চর্য জীবনের ঘটনা। এটা খুবই সহজ বড়দিনের প্রকৃত অর্থ ভুলে যাওয়া। আপনি যদি বড়দিন সম্পর্কে সমস্ত কিছুই জানেন- যা টিভিতে দেখান হয়, বা দোকানে, আপনি ভাবতে পারেন বড়দিন মানে হল কেনাকাটা করা, উপহার পাওয়া, পার্টি করা, সান্টা ক্লজ ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বড়দিন হল তার থেকেও অনেক অনেক বেশী।

প্রশ্নঃ- বড়দিন(Christmas) কি?
বড়দিন হল এক ঐতিহাসিক ঘটনার দিন যা ২০০০ বছর পূর্বে ঘটেছিল।
প্রশ্নঃ- প্রকৃতপক্ষে কখন বড়দিন শুরু হয়েছিল?
বড়দিনের গল্প জগত পত্তনের পূর্বে ঈশ্বরের হৃদয়ে শুরু হয়েছিল।
আদিতে ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন এবং বললেন ভাল। তারপর ঈশ্বর প্রথম মানব আদম ও প্রথম মানবী হবাকে সৃষ্টি করলেন। তারা ঈশ্বরের সৃষ্টির শিরোমণি ছিলেন। যেমন ঈশ্বর চেয়েছিলেন তেমনই শুরুতে তারা পবিত্র ছিলেন।
প্রশ্নঃ- ঈশ্বর, আদম ও হবার ভালবাসার পরিক্ষা করেছিলেন। ঈশ্বরের সেই পরিক্ষা কি ছিল?
ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালবাসার বাধ্যতার পরিক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যা চেয়েছিলেন আদম তা বেছে নেন নি। তিনি ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়াকে বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধতার থেকে পতিত হলেন। এখন আদম তার নিজের মতো করে চিন্তা করেন, যা ঈশ্বর চেয়েছিলেন তিনি তা আর ধরে রাখতে পারলেন না।
প্রশ্নঃ- আদমের অবাধ্যতার জন্য কি ঘটেছিল ?
আদমের অবাধ্যতার জন্য আমি এবং আপনি ঈশ্বরের থেকে আলাদা হয়ে গেছি। বাইবেল বলে- “ অতএব যেমন এক মানুষ দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, আর এইভাবে মৃত্যু সব মানুষের কাছে উপস্থিত হল। কেননা সকলেই পাপ করল” (রোমীয় ৫:১২)।

সকলেই আদমের স্বভাবের বশবর্তী হয়েছে কারণ সে ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য হওয়া কে বেছে নিয়েছিল। ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য হওয়ার অপর নাম হল 'পাপ'। এবং আমাদের ঈশ্বর পবিত্র- পাপ থেকে পৃথক- একজন পাপী ঈশ্বরের উপস্থিতিতে দাঁড়াতে পারে না। এমন কি যে পৃথিবী ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন সে তার সৌন্দর্য্য এবং উত্তমতাকে হারিয়ে ফেলেছিল।

প্রশ্নঃ- ঈশ্বর কি করেছিলেন?

তিনি একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞা হল- ' আমি তোমাকে চিরকালের জন্য এই পরিস্থিতিতে ছেঁড়ে দেব না- আমার থেকে পৃথক হওয়া এবং পাপের জন্য যে অবস্থা তার থেকে উদ্ধারের জন্য আমি একটি রাস্তা করব। যে বড় ফাঁক আমার থেকে তোমাকে আলাদা করেছে, সেখানে আমি একটি সেতু তৈরি করব যেন তুমি আমার কাছে আসতে পার। যে রাস্তা আমি তোমাকে দেব তা তোমার প্রতি আমার ভালবাসা দেখাবে, এবং সেই ভালবাসা আমার প্রতি যা আমি চাই তোমার কাছ থেকে এবং একে অপরের জন্য।

ঈশ্বর যখন তাঁর প্রথম প্রতিজ্ঞা করল, তারপর থেকে বহু লোক সেই প্রতিজ্ঞার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভরসা করেছিল।

প্রায় ২০০০ বছর আগে, সময় পূর্ণ হলে- গালীলের নাসরৎ গ্রামে মরিয়ম নামে একটি কুমারী কন্যা বসবাস করতেন, তিনি বিয়ে করেন নি, সতী নারী ছিলেন। কিন্তু জোসেফ নামে এক ব্যক্তির সহিত বিয়ে ঠিক হয়েছিল। মরিয়ম কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপর বিশ্বাসী ছিলেন, কারন তিনি ঈশ্বরে নির্ভরশীল ছিলেন। একদিন যখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন তখন ঈশ্বরের থেকে আসা এক দূত তার কাছে দেখা দিলেন।

প্রশ্নঃ- সেই স্বর্গদুত মরিয়মকে কি বলেছিলেন?

স্বর্গদুত বলেছিলেন ভয় কর না- কারন তোমার পবিত্র আত্মার শক্তিতে একটি বাচ্চা হবে, আর তুমি সেই বাচ্চার নাম যীশু রাখবে, যার অর্থ উদ্ধারকর্তা বা ঈশ্বর রক্ষাকর্তা।

তিনি যে মতো প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ঠিক সেইভাবে তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের জন্য একটি পথ যোগালেন যেন আমরা তাঁর কাছে আবার ফিরে যেতে পারি। স্বর্গদুত জোসেফকেও দর্শন দিলেন।শিশু যীশুর পিতা-মাতা হতে পেরে জোসেফ ও মরিয়ম খুবই আনন্দিত হলেন- যিনি দেখাবেন ঈশ্বর কতটা আমাদের ভালবাসেন।

যখন মরিয়ম সন্তানটি জন্ম দেবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সেই সময় দেশের শাসনকর্তা ঘোষণা করলেন যেন প্রত্যেকে নিজের জন্ম স্থানে গিয়ে নাম লেখায়।ফলে মরিয়ম ও জোসেফ বেথলেহেমে রওনা হলেন। যখন তারা উপস্থিত হলেন তখন মরিয়মের সন্তান প্রসবের কাল উপস্থিত হল। বেথলেহেমে প্রচুর লোকের সমাগম ছিল ফলে সমস্ত পান্থশালা, যাত্রীনিবাস পরিপূর্ণ ছিল কিন্তু মরিয়ম ও জোসেফ একটি স্থান খুঁজে পেলেন। মরিয়ম তার সন্তানের জন্ম দিলেন এবং নবজাত শিশুকে যাবপাত্রে রাখলেন।

প্রশ্নঃ- যাবপাত্র কি?

যাবপাত্র হচ্ছে পশুদের খাবার পাত্র।

প্রশ্নঃ- সেই শিশু যীশু কে?

এই শিশু হলেন সমগ্র জগতের জন্য ঈশ্বরের দান- একজন প্রকৃত,জীবিত মানবপুত্র, নারীর গর্ভজাত তবুও তিনি ঈশ্বরের পুত্র। যীশু শতকরা ১০০ ভাগ মানুষ ও শতকরা ১০০ ভাগ ঈশ্বর ছিলেন। ঈশ্বর যেমনভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই অনুসারে জোসেফ ও মরিয়ম তাঁর নাম দিলেন যীশু(যীশু নামের বর্তমানে জনপ্রিয় নাম হল ' যিহোশুয়' তার অর্থ ঈশ্বর রক্ষাকর্তা এবং ঈশ্বর আমার সঙ্গে), কারণ তিনিই হলেন জগতের উদ্ধারকর্তা।

সেই সময় বেথলেহেমের বাইরে রাখালেরা মাঠে ভেড়া পাহাড়া দিচ্ছিল। হঠাৎ তারা উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলেন এবং প্রভুর দূত তাদেরকে দর্শন দিলেন।

প্রশ্নঃ- স্বর্গদূত তাদেরকে কি বলেছিলেন?
শাস্ত্র বলে- "10 সেই স্বর্গদূত তাদের বললেন, "ভয় নেই, দেখ আমি তোমাদের কাছে এক আনন্দের সংবাদ নিয়ে এসেছি। এই সংবাদ সকলের জন্য মহা আনন্দের হবে। 11 কারণ রাজা দায়ূদের নগরে আজ তোমাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছে। তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। 12 আর তোমাদের জন্য এই চিহ্ন রইল, তোমরা দেখবে একটি শিশুকে কাপড়ে জড়িয়ে একটা জাবনা খাবার পাত্রে শুইয়ে রাখা হয়েছে" (লূক ২:১০-১২)।
পরে স্বর্গীয় বাহিনীর একদল দূত ওই দূতের সঙ্গে এসে ঈশ্বরের স্তব গান করতে করতে বললেন-" ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র, মানুষের মধ্যে শান্তি"। রাখালেরা ছিলেন সেই লোক যারা বিশ্বাস করেছিলেন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায়। যার ফলে তারা যাবপাত্রের কাছে ছুটে গিয়ে নতজানু হয়ে শিশু যীশুকে আরাধনা/প্রণাম করেছিলেন।
প্রশ্নঃ- যে রাত্রে যীশু জন্ম নিয়েছিলেন, রাজা বা সরকারী কর্মচারী বা ধর্মীয় নেতাদের কাছে দর্শন না দিয়ে- রাখালদের কাছে স্বর্গদূত কেন দর্শন দিয়েছিলেন, এই বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?
আপনি লক্ষ্য করুন, কারণ তাদের নোংরা, বিশ্রী, অপ্রীতিকর কাজের জন্য- রাখালরা সমাজ থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা এমন ধরনের লোক ছিলেন- তাদের সঙ্গে কেউ মেলামেশা করতে চাইত না- আজকের দিনে ঠিক গৃহহীনদের মতো। যীশু এসেছিলেন দরিদ্র হয়ে দরিদ্রদের মাঝে যাদের খুবই দরকার ছিল। যীশুর দৃষ্টিতে কোন লোকই ছোট নয়, আপনি ভাবতে পারছেন সেই দিন রাখালেরা কতটা আনন্দিত হয়েছিল যখন স্বর্গদূত তাদের প্রথম দর্শন দিলেন, যে রাত্রে খ্রীষ্ট জন্মেছিলেন?
পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে, তখনকার সময়ে পারস্য দেশ, এখন বর্তমানে ইরান বা ইরাক বলে জানা যায়।কিছু পণ্ডিত ছিলেন যারা তাদের রাজাকে পরামর্শ দিতেন, যারা তারা নক্ষত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতেন। পণ্ডিতরা আশ্চর্য্যচকিত হয়েছিলেন একটি উজ্জ্বল, নতুন তারার আবির্ভাব আকাশে দেখতে পেয়ে। পণ্ডিতরা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে শুনেছিলেন। সুতরাং তারা তাদের যাত্রা আরম্ভ করলেন আর তাদেরকে সেই তারাটি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। আমরা সঠিক জানি না যে কতজন পণ্ডিত যীশুকে দর্শন করতে এসেছিলেন। কিন্তু আমরা এটা জানি পণ্ডিতেরা তিনটি উপহার এনেছিলেন।
প্রশ্নঃ- পণ্ডিতেরা সেই উপহার কি কি এনেছিলেন?
সোনা, কুন্দুরু, গন্ধরস।
প্রশ্নঃ- এই উপহার কিসের প্রতিনিধিত্ব করে?
প্রত্যেকটা উপহার যীশুর জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করে ইশ্বর, তাঁকে যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সোনা হচ্ছে উপহার রাজার জন্য কারণ যীশু হচ্ছেন আমাদের স্বর্গীয় রাজা। কুন্দুরু হচ্ছে এক প্রকার ধূপ যা ঈশ্বরের আরাধনায় ব্যবহার হয়, কারণ ঈশ্বর নিজেকে যীশুর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। গন্ধরস হচ্ছে এক প্রকার সুগন্ধিত দ্রব্য যা মৃত দেহের শরীরে লাগান হয়, সেই কারণেই যীশু এসেছিলেন মৃত্যুবরণ করতে , এবং তাঁর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করলেন যা আমাদের প্রাপ্য ছিল।

এখন পর্যন্ত আপনি যা শুনলেন তা একটি গল্প যা আমরা বড়দিনে শুনে থাকি। কিন্তু তার তাৎপর্য নিষ্ক হয়ে যাবে যদি আমরা তা অনুসরন না করি।
মরিয়ম ও জোসেফ ফিরে এলেন তাদের সন্তানের সঙ্গে নাসরৎ গ্রামে। যীশু ঈশ্বরের আত্মায় পূর্ণ হতে থাকলেন, তিনি পবিত্র জীবন যাপন করলেন, তিনি সর্বদা ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী ছিলেন।

প্রশ্নঃ- যীশু, ঈশ্বরকে কি বলে ডাকতেন?
যীশু, ঈশ্বরকে আব্বা, পিতা বলে ডাকতেন।

যীশু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে ঈশ্বর চান আমাদের সঙ্গে প্রকৃতরূপে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়তে। যেমন করে একজন প্রেমময় বাবা তার ছেলে বা মেয়েকে ভালবাসতে চান। যীশু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন এবং গ্রহন করতে চান আপনি যেমন আছেন তেমনভাবেই, একইভাবে তিনিও চান যেন আমরা তাঁকে ভালবাসি।

প্রশ্নঃ–যীশু কি করতে এসেছিলেন?

যীশু এসেছিলেন এক নতুন ও আলাদা জীবন দিতে যারা তা চাইবে। এটা মহা জীবন যা কোনদিনও কেউ কল্পনা করতে পারবে। যীশু যে জীবন দেন তা হল অনন্ত এবং সেটা সেই মুহূর্তে আরম্ভ হয় যে মুহূর্তে আপনি আপনার বিশ্বাস ও ভরসা তাঁর উপর করেন।

৩৩ বছর বয়সে তিনি অনেক কিছু কাজ করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। যীশুকে তারা ক্রুশে দিয়েছিলেন যারা বিশ্বাস/গ্রহণ করেন নি যে তিনি কে ছিলেন। তারাই সেই মানুষ যারা আর একবার ঈশ্বরের ভালবাসাকে অগ্যাহ্য করল।

প্রশ্নঃ– কিসের জন্য যীশু মারা গেছিলেন?

কোন রকমের অবাধ্য কাজের জন্য যীশু মারা যান নি, তাঁর দিক থেকে তাঁর জীবন ছিল সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক/সিদ্ধ। বরং তিনি তাঁর পিতা ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হলেন। যীশু মারা গেলেন যেন তিনি পথ তৈরী করতে পারেন– তাদের জন্য যারা পাপ থেকে মুক্ত হতে চান এবং যারা ঈশ্বর থেকে আলাদা হয়ে রয়েছেন।

যখন আমরা পাপ করি, আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করি। কারণ আমরা মানুষ তাই মানুষ হিসাবে আমাদের শাস্তি পেতেই হবে। কিন্তু যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অন্যায় করি তখন কেবল ঈশ্বরই তার দণ্ড পরিশোধ করতে পারেন। সেই জন্য ঈশ্বর, তিনি তাঁর পুত্র যীশুকে আমাদের কাছে পাঠালেন। যীশু ১০০ ভাগ মানুষ ছিলেন যিনি পবিত্র ও সিদ্ধ জীবন যাপন করেছেন এবং যীশু ১০০ ভাগ ঈশ্বর ছিলেন ফলে তাঁর ক্ষমতা ছিল আমাদের থেকে সমস্ত পাপ তুলে নেওয়ার। " যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরুপ করলেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরুপ হই" (২ করিন্থীয় ৫:২১)।

যখন যীশু ক্রুশে মারা গেলেন, তিনি তাঁর নিজের উপরে আপনি ও আমি যে পাপ করেছি এবং আগামী দিনে করব সমস্ত পাপভার তুলে নিলেন।আর এই পাপই আপনাকে ঈশ্বরের থেকে আলাদা করে রেখেছিল।কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি তাঁকে আপনার জীবনে স্বীকার করে নেন, তৎক্ষণাৎ আপনি ঈশ্বরের থেকে আর আলাদা থাকেন না। যীশুই হচ্ছেন সেই পথ ঈশ্বরের কাছে যাবার জন্য যা বহু বছর আগে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল।

তাঁর মৃত্যু এবং কবরপ্রাপ্ত হওয়ার তিনদিন পরে যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন এবং পুনরায় এক জীবিত ব্যক্তির ন্যায় এই জগতে চলাফেরা করলেন। যীশুর পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে সমস্ত মানুষের জন্য ঈশ্বর তাঁর বলিদানকে গ্রাহ্য করেছেন।

এই গল্পে আরও অনেক রয়েছে কিন্তু এখন এই বড়দিন উপলক্ষ্যে, বিশেষত যখন উপহার আদান প্রদান করি, তখন অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, ঈশ্বর আমাদের সকলকে মহান উপহার দিয়েছেন– তিনি যীশু খ্রীষ্ট। আমাদের বড়দিন উদযাপন করবার তিনিই হলেন প্রধান কারণ।

.....

ইস্টারঃ– ক্রুশারোপন

.....

আজকের পাঠের শাস্ত্রাংশঃ– "কারণ ঈশ্বর এই জগতকে এতোই ভালবাসেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, যেন সেই পুত্রের ওপর যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন লাভ করে" (যোহন ৩:১৬)।

ভূমিকাঃ- কেন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা ইস্টার পর্ব পালন করে তা জানতে হলে প্রথমে আমাদের বড়দিনের অর্থ জানতে হবে। সুতরাং আসুন আমরা বড়দিন সম্পর্কে আগের অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি করি।
আদিতে ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। তারপর ঈশ্বর নর ও নারী নির্মাণ করলেন। শুরুতে তারা পবিত্র, সিদ্ধ ছিলেন যেমনটি ঈশ্বর চেয়েছিলেন। কিন্তু আদম ঈশ্বরের অনাজ্ঞাকারীতাকে বেছে নিলেন, সেই মুহূর্তে সে সিদ্ধতা থেকে পতিত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে পাপ পৃথিবীতে প্রবেশ করল।
বাইবেল বলে যে, " অতএব যেমন এক মানুষ দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, আর এইভাবেই মৃত্যু সাড়া মানুষের কাছে উপস্থিত হল, কেননা সকলেই পাপ করল" (রোমীয় ৫:১২)।
আদমের মধ্যে দিয়ে সকলেই পাপ করেছে, কারণ আমরা আদমের মধ্যে দিয়ে পাপে পতিত হয়েছি। সেই জন্যই আজ আমি ও আপনি ঈশ্বরের থেকে আলাদা। কোনভাবেই আমরা নিজেদের চেষ্টায় তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারি না, আমাদের পাপের থেকে মুক্ত হওয়ার দরকার রয়েছে।
যখন সময় উপস্থিত হল ঈশ্বর, গ্যাব্রিয়েল দূতকে মরিয়ম নামে এক কন্যার কাছে পাঠালেন। গ্যাব্রিয়েল ঘোষণা করলেন যে – তার গর্ভে পবিত্র আত্মার শক্তিতে একটি সন্তান হবে, তিনি তাঁর নাম রাখবেন যীশু। যার অর্থ উদ্ধারকর্তা বা ঈশ্বর রক্ষক। এটা ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পিত পথ যার মাধ্যমে আমরা তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারব।
ঈশ্বরের সব সময় একটি পরিকল্পনা রয়েছে আর আমাদের পরিত্রাণের পরিকল্পনা প্রায়শ্চিত্তের উপরে নির্ভরশীল। সেই কারনেই বড়দিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা ইস্টার পালন করি।

ক্রুশারোপনের ধাপ নির্ধারণ করা

.....

প্রশ্নঃ- উদ্ধার পাওয়ার অর্থ কি?
বাঁচান বা মুক্ত করা।
প্রশ্নঃ- কিসের থেকে আমাদের উদ্ধার পেতে হবে?
পাপ।
প্রশ্নঃ- পাপ কি?
পাপ হল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে কোন অবাধ্য কাজ।
প্রশ্নঃ- আমাদের কেন পাপের থেকে উদ্ধার পাওয়ার দরকার রয়েছে?
যখন আমরা পাপ করি তখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দোষ করি, যেহেতু আমরা মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি। সুতরাং একজন ব্যক্তিই সেই পাপের দণ্ড/শাস্তি পরিশোধ করতে পারেন। সেই জন্যই ঈশ্বর, তাঁর পুত্র যীশুকে আমাদের কাছে পাঠালেন। যীশু ১০০ ভাগ মানুষ ছিলেন- যিনি নিষ্পাপ, সিদ্ধ জীবন যাপন করেছেন। অপরপক্ষে যীশু ১০০ ভাগ ঈশ্বর সেইজন্য তাঁর সকলের পাপ দূর করবার জন্য ক্ষমতা রয়েছে। " যিনি পাপ জানেন নি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করলেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হই"(২ করিন্থীয় ৫:২১)।
সুসংবাদ হচ্ছে, ঈশ্বর বলেছেন তুমি তোমার পাপ থেকে মুক্ত হতে পার যদি তুমি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতগণের মধ্যে থেকে তুলেছেন, এবং আপনার জীবনে আসবার জন্য যীশুকে নিমন্ত্রণ কর।

শুনুন এই বর্ণনাটি যে ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি কি ঘটেছিল, যেন তিনি আপনাকে পাপের থেকে উদ্ধার করতে পারেন এবং ঈশ্বরের কাছে যাবার জন্য পথ খুলে দিতে পারেন। শেষ ভোজ গ্রহণের সময় সেইরাত্রে যীশু রুটি নিয়ে ভাঙলেন ও তাঁর শিষ্যদের দিলেন এবং পানপাত্র নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে তাদেরর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন, তারপর তারা জৈতুন পর্বতে গেলেন।

ক্রুশারোপন

.....

(শাস্ত্রঃ- মথি ২৬:৩৬-৩৯, লূক ২২:৪৩-৪৪)

গেৎশিমানীঃ- "36 এরপর যীশু তাঁদের সঙ্গে গেতশিমানী নামে একটা জায়গায় গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি ওখানে গিয়ে যতক্ষণ প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে বসে থাক।" 37 এরপর তিনি পিতর ও সিবদিয়ের দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চলতে থাকলেন। যেতে যেতে তাঁর মন উদ্বেগ ও ব্যথায় ভরে গেল, তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। 38 তখন তিনি তাদের বললেন, "দুঃখে আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে। তোমরা এখানে থাক আর আমার সঙ্গে জেগে থাকো।"

39 পরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে প্রার্থনা করে বললেন, "আমার পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে এই কষ্টের পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূরে যাক; তবু আমার ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক"।

.....

"43 এরপর স্বর্গ থেকে একজন স্বর্গদূত এসে তাঁকে শক্তি জোগালেন। 44 নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে যীশু আরও আকুলভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। সেই সময় তাঁর গা দিয়ে রক্তের বড় বড় ফোঁটার মতো ঘাম ঝরে পড়ছিল" (লূক ২২:৪৩-৪৪)।

এমনকি ক্রুশারোপনের আগে, শুরু থেকেই যীশু অভিজ্ঞতা লাভ করছিলেন যখন তিনি গেৎশিমানীতে ভীত হচ্ছিলেন যে তিনি কি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাবেন- শারীরিক ও আত্মিকভাবে আমাদের উদ্ধার করবার জন্য- ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে পূর্ণ করবার জন্য আপনার ও আমার পরিত্রানের জন্য। যীশু আবেগিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন সেইজন্য স্বর্গদূত এসে তাঁকে শক্তি দিয়েছিলেন। যীশু তিনবার প্রার্থনা করেছিলেন যাতে তাঁকে ক্রুশের যাতনার মধ্যে দিয়ে যেতে না হয়- তবুও তিনি প্রার্থনা করে বললেন- তাঁর ইচ্ছা নয় কিন্তু পিতার ইচ্ছায় পূর্ণ হোক।

যীশুর বন্দীঃ-

.....

সেই রাত্রে যীশুর একজন শিষ্য যিহুদা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াল এবং ক্রুদ্ধ জনতাকে যীশুর দিকে পরিচালিত করল। তারা যীশুকে বন্দী করে কৈফার কাছে নিয়ে গেলেন, যিনি মহাযাজক এবং যিহুদী উচ্চ ন্যায়ালয়ের মহাসভার সদস্য ছিলেন। সেখানে তারা যীশুর মুখে থুথু দিল ও তাঁকে আঘাত করল (মথি ২৬:৬৭)।

"1 ভোর হলে প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা সবাই মিলে যীশুকে হত্যা করার চক্রান্ত করল। 2 তারা তাঁকে বেঁধে রোমীয় রাজ্যপাল পীলাতের কাছে হাজির করল (মথি ২৭:১-২)।

পিলাত তখন যীশুকে চাবুক মেরে ক্রুশে দেওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। তখনকার দিনে শাস্তি দেওয়ার জন্য চাবুকে যে জিনিস ব্যবহার করা হত তাকে Flagra/ফ্ল্যাগরা বলা হত। যাতে ১২ টি চামড়ার টুকরোর শেষ ভাগে খুবই ধারালো ধাতু বা হাঁড় বাঁধা থাকত। যীশুকে একটি থাম্বাতে বেঁধে কমপক্ষে ৩৯ বার চাবুক মারা হয়েছিল।

"27 এরপর রাজ্যপালের সেনারা যীশুকে রাজভবনের সভাগৃহে নিয়ে গিয়ে সেখানে সমস্ত সেনাদলকে তাঁর চারধারে জড়ো করল। 28 তারা যীশুর পোশাক খুলে নিল, আর তাঁকে একটা লাল রঙের পোশাক পরাল। 29 পরে কাঁটা লতা দিয়ে একটা মুকুট তৈরী করে তা তাঁর মাথায় চেপে বসিয়ে দিল, আর তাঁর ডান হাতে একটা লাঠি দিল। পরে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে বলল, "ইহুদীদের রাজা, দীর্ঘজীবি হোন্!" 30

তারা তাঁর মুখে থুথু দিল ও তাঁর লাঠিটি নিয়ে তাঁর মাথায় মারতে লাগল। 31 এইভাবে তাঁকে বিদ্রূপ করবার পর তারা সেই পোশাকটি তাঁর গা থেকে খুলে নিয়ে তাঁর নিজের পোশাক আবার পরিয়ে দিল, তারপর তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে চলল" (মথি ২৭:২৭-৩১)।

ক্রুশারোপনঃ-

.....

এরপর রোমীয় সেনারা যীশুকে মারধর করে দুর্বল করে দিল ও যেখানে তাঁকে ক্রুশে টাঙানো হবে সেই গলগথার দিকে নিজ ক্রুশ বহন করে যেতে লাগলেন। যখন সে আর চলতে পারল না তখন তারা কুরিনীয় শিমোন নামে একজনকে জোর করে ধরে যীশুর ক্রুশ বহন করতে দিল (যোহন ১৯:১৬-১৭, মার্ক ১৫:২১)।

অবশেষে যখন তারা গলগথায় পৌঁছাল তারা যীশুকে ক্রুশের উপর শায়িত করল এবং লম্বা ধাতুর তৈরী গজাল দিয়ে তাঁর হাতে মারল, তারপর তারা অন্য হাতেও গজাল মারল। যতবার হাতুড়ী মারা হচ্ছিল, ততবার যীশু হয়তো বলছিলেন " পিতা, তুমি ওদের ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, তারা জানে না তারা কি করছে"।
তারপর সেনারা যীশুর পা দুটি নিয়ে একটু ভাঁজ করে (কারণ এটা ছিল রোমীয়দের ক্রুশে দেওয়ার প্রথা) তাঁর পায়ে গজাল মারল।
যীশুকে এইভাবে ক্রুশে বিদ্ধ করার পর তারা যীশুর দেহটা সোজাভাবে ক্রুশসহ তুলল এবং গর্তের মধ্যে ক্রুশের শেষ অংশটা পুঁতে দিল। হয়তো যীশুর ঘাড়ের থেকে হাড় সড়ে গিয়েছিল, তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর ক্রুশের যাতনা শুরু হয়ে গেল।
আপনি দেখুন, ক্রুশারোপনের সময় যীশু কিন্তু নিশ্বাস নিতে পারছিলেন- যদিও এটা তাঁর পক্ষে শারীরিকভাবে নিশ্বাস ছাড়াটা অসম্ভব- তিনি তাঁর ফুসফুস থেকে সঠিকভাবে হয়তো হাওয়া/বাতাস পাচ্ছিলেন না।
কিন্তু রোমীয়রা জানত তারা কি করছে, সেইজন্য তারা যীশুর হাঁটুকে একটু ভাঁজ করে ক্রুশে দিয়েছিল। যখন যীশুর নিঃশ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছিল, তখন তিনি নিজেকে উপরের দিকে ঠেলছিলেন যেন তাঁর বাতাস বেরিয়ে আসে। তারপর আবার তিনি পিছনে ঢুলে পড়তেন। সেখানে তিনি অনেক ঘন্টা লড়াই করেছেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, যাদের ক্রুশে মারা হয় তাদের চারিপাশের লোকেরা অনেক খারাপ কথা বলে। বাইবেল বলে- "38 তারা দুজন দস্যুকেও যীশুর সঙ্গে ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁর ডানদিকে ও অন্যজনকে তাঁর বাঁ দিকে। 39 সেই সময় ঐ রাস্তা দিয়ে যে সব লোক যাতায়াত করছিল, তারা তাদের মাথা নেড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে বলল, 40 "তুমি না মন্দির ভেঙ্গে আবার তা তিন দিনের মধ্যে তৈরী করতে পার! তাহলে এখন নিজেকে রক্ষা কর। তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে ক্রুশ থেকে নেমে এস।"

41 সেইভাবেই প্রধান যাজকরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ইহুদী নেতারা বিদ্রূপ করে তাঁকে বলতে লাগলেন, 42 "এ লোক তো অপরকে রক্ষা করত, কিন্তু এ নিজেকে বাঁচাতে পারে না! ও তো ইস্রায়েলের রাজা, তাহলে এখন ও ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরা ওর ওপর বিশ্বাস করব। 43 ঐ লোকটি ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করে। যদি তিনি চান, তবে ওকে এখনই রক্ষা করুন, কারণ ও তো বলেছে, 'আমি ঈশ্বরের পুত্র।' " 44 তাঁর সঙ্গে যে দুজন দস্যুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারাও সেইভাবেই তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগল" (মথি ২৭:৩৮-৪৪)।

প্রশ্নঃ- বলিদান কি?

বলিদান হচ্ছে সেটা যখন অপরের উপকারের জন্য কোন মূল্যবান কিছু দেওয়া হয়। যীশু তাঁর বহুমূল্য জীবনকে প্রায়শ্চিত্ত করলেন যেন আপনি ও আমি পাপ থেকে উদ্ধার পায়।

প্রশ্নঃ- কি কারনে যীশুকে মারা হল, থুথু দেওয়া হল, ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হল- এই বিষয়ে আপনি কি ভাবেন?

এটা শয়তানের শেষ প্রচেষ্টা ছিল- সমস্ত মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা ছিল সেটাকে নিষ্ক্রিয় করায় ছিল তার কাজ। শয়তানের সুসংবদ্ধ আঘাত, থুথু দেওয়া, ঠাট্টা করা, বিদ্রূপ করা, ব্যঙ্গ করা, উপহাস করা। যীশু যদি একটু রেগে গিয়ে খারাপ কথা বা খারাপ চিন্তা করতেন তাহলেই কিন্তু আপনার আমার পরিত্রাণের যে পরিকল্পনা ঈশ্বর করেছিলেন যীশুর মাধ্যমে তা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেত।

প্রশ্নঃ- যীশু যদি রেগে যাওয়ার দ্বারা পাপ করতেন- সেই লোকেদের উপর যারা তাঁকে আঘাত করেছিল, থুথু দিয়েছিল, বিদ্রূপ করেছিল- তাহলে আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কিভাবে পরাজিত হত?

আপনি দেখুন, সমস্ত মানবজাতির জন্য একজন বলিদান- যীশু, তাঁকে নিষ্কলঙ্ক হতে হবে- নিখুঁত হতে হবে- যার কোন পাপ নেই।

শয়তানের সময় শেষ হয়ে আসছিল সুতরাং তিনি তাপকে বাড়িয়ে দিলেন। অসহ্য যন্ত্রণা, বিদ্রূপ, ঠাট্টা, অভিশাপ, মানসিক নির্যাতন, ক্রুশের উপর শারীরিক যন্ত্রনা, চারিদিকের জনতা তাঁকে চিৎকার করে বিদ্রূপ করতে লাগল। নিশ্চয় যীশু একবার হলেও রেগে যাবেন কিন্তু তাঁর পরিবর্তে যীশু বললেন- " পিতা, ওদের ক্ষমা কর, কারণ তারা জানে না তারা কি করছে" (লূক ২৩:৩৪)।

কিন্তু যীশু যে ভয়ানকভাবে ভীত হয়েছিলেন তা মার খাওয়া নয়, বা বিদ্রূপ নয়, বা ক্রুশারোপনও নয়। এটা যা ঘটতে চলেছিল- যেটার জন্য যীশু গেৎশিমানী বাগানে পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁকে সেই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে না হয়।

প্রশ্নঃ- যীশুর কিসের জন্য এতো ভয় হচ্ছিল- আপনি কি মনে করেন?

বাইবেল আমাদের বলে- "45 সেই দিন দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকারে ঢেকে রইল। 46 প্রায় তিনটের সময় যীশু খুব জোরে বলে উঠলেন, "এলি, এলি লামা শবক্তানী?" যার অর্থ, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় ত্যাগ করেছ?" (মথি ২৭:৪৫-৪৬)।

যীশু এখন তাঁর পিতার থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। আদি থেকেই যীশুর পিতার সংগে এক সিদ্ধ সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু মনে রাখবেন পাপ কখনই ঈশ্বরের পবিত্র উপস্থিতিতে দাঁড়াতে পারে না। যীশু যা ঈশ্বরের বলিদান,সিদ্ধ ঈশ্বরের মেষশাবক, তিনি সমস্ত মানুষের দোষ ভার তাঁর উপর তুলে নিলেন এবং যীশু উচ্চরবে চিৎকার করে বললেন, " সমাপ্ত হল" (যোহন ১৯:৩০)।